সূচিপত্র

নতুন বছরে
নতুন আঙ্গিকে

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

নতুন ফিচার

- কুরআনের মর্মবাণী
- ফাযায়েলে আমল
- সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

●১০ম বর্ষ ●৩য় সংখ্যা ●জানুয়ারি ২০২৬

Web : www.al-itisam.com



MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ١٠، رجب و شعبان ١٤٤٧هـ/جنوري٢٠٢٦م العدد: ٣،الجزء: ١١١
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৭ || ঈসায়ী ২০২৫ || বঙ্গীয় ১৪৩২

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জানুয়ারি	১১ রজব	বৃহস্পতিবার	৫.২১	৬.৪০	১২.০২	৩.০৩	৫.২৪	৬.৪৪
০৫ জানুয়ারি	১৫ রজব	সোমবার	৫.২২	৬.৪১	১২.০৪	৩.০৫	৫.২৫	৬.৪৬
১০ জানুয়ারি	২০ রজব	শনিবার	৫.২৩	৬.৪২	১২.০৬	৩.০৯	৫.৩০	৬.৪৯
১৫ জানুয়ারি	২৫ রজব	বৃহস্পতিবার	৫.২৪	৬.৪২	১২.০৮	৩.১২	৫.৩৩	৬.৫৩
২০ জানুয়ারি	৩০ রজব	মঙ্গলবার	৫.২৪	৬.৪২	১২.১০	৩.১৬	৫.৩৭	৬.৫৬
২৫ জানুয়ারি	০৫ শাবান	রবিবার	৫.২৩	৬.৪১	১২.১১	৩.১৯	৫.৪০	৬.৫৯
৩০ জানুয়ারি	১০ শাবান	শুক্রবার	৫.২২	৬.৩৯	১২.১২	৩.২২	৫.৪৪	৭.০২

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	+১
নারায়ণগঞ্জ	-১	০	-১
নরসিংদী	-১	-১	-২
কিশোরগঞ্জ	+৮	+১০	+১
টাঙ্গাইল	+২	+৩	০
ফরিদপুর	+৪	+৪	+৬
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩
মুন্সিগঞ্জ	-১	০	০
গোপালগঞ্জ	+১	+১	+৩
মাদারীপুর	০	০	+১
মানিকগঞ্জ	+২	+৩	+১
শরিয়তপুর	-১	-১	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	+১	+২	-৩
শেরপুর	+৭	+৯	+৩
জামালপুর	+৪	+৫	০
নেত্রকোনা	০	+১	-৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৬	-৬	-৩
কক্সবাজার	-১০	-১১	-৩
খাগড়াছড়ি	-১০	-১০	-৬
রাঙ্গামাটি	-৯	-৯	-৫
বান্দরবান	-১০	-১১	-৫
কুমিল্লা	-৪	-৩	-৩
নোয়াখালী	-৪	-৪	-১
লক্ষীপুর	-৩	-৩	-১
চাঁদপুর	-৪	-৩	-৩
ফেনী	-৬	-৬	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-২	-৪

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৫	-৩	-৯
সুনামগঞ্জ	-৩	-১	-৭
মৌলভীবাজার	-৫	-৪	-৮
হবিগঞ্জ	-৩	-২	-৬

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৮	+৯	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+১১	+৬
নাটোর	+৬	+৭	+৪
পাবনা	+৫	+৬	+৪
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৫	+১
বগুড়া	+৪	+৪	+৪
নওগাঁ	+৮	+৮	+৪
জয়পুরহাট	+৭	+৮	+২

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৭	+৯	০
দিনাজপুর	+৮	+১০	+২
গাইবান্ধা	+৪	+৫	-১
কুড়িগ্রাম	+৬	+৮	+১
লালমনিরহাট	+৭	+৯	-১
নীলফামারী	+৯	+১১	+১
পঞ্চগড়	+১১	+১৩	+২
ঠাকুরগাঁও	+১১	+১৩	+২

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+২	+২	+৫
বাগেরহাট	+১	+১	+৪
সাতক্ষীরা	+৩	+৩	+৭
যশোর	+৪	+৪	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৪	+৫	+৫
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৩	+৪	+৩
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৬
মাগুরা	+৪	+৪	+৬
নড়াইল	+২	+২	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-২	-২	+২
পটুয়াখালী	-২	-২	+৩
পিরোজপুর	-১	-১	+৩
ঝালকাঠি	-১	-১	+৩
ভোলা	-৩	-৩	+১
বরগুনা	-১	-১	+৪

■ সূত্র : ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org)
■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلة الإعتصام الشهرية

www.al-itisam.com

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৫ইং,
পৌষ-মাঘ ১৪৩২বঙ্গাব্দ, রজব-শাবান ১৪৪৭

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
youtube.com/c/alitisamtv
If facebook.com/alitisam 2016
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**

» **দারসে কুরআন**
আত্মার পরিবর্তন: আল্লাহর সাহায্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভের মাধ্যম (৮ম পর্ব) ॥ ০৪
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

» **প্রবন্ধ**
ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান (পর্ব-১০) ॥ ০৮
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী-১০ম পর্ব) ॥ ১১
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ভূমিকা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ॥ ১৩
সাইফুল্লাহ আল-মামুন মাদানী

শীত: আল্লাহর রহমতের বারিধারা, মুমিনের ছওয়াবের মৌসুম ॥ ১৮
ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

ইসকনের আদ্যোপান্ত (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ॥ ১৯
ইবনু মাসউদ

» **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
আমল কবুলের পূর্বশর্ত ইখলাছ ॥ ২৪
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

» **কুরআনের মর্মবাণী**
রবের বাণী (পর্ব-২) ॥ ২৭
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» **উসওয়াতুন হাসানাহ**
গুনাহ ও অশ্লীলতা ॥ ২৮
হাসান আল-বান্না মাদানী

» **ফাযায়েলে আমল ॥ ২৯**
মাহবুবুর রহমান মাদানী

» **সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন**
ফজরের পূর্বের সময় ॥ ৩০
আল-ইতিছাম ডেস্ক

» **সাময়িক প্রসঙ্গ**
থার্টি ফার্স্ট নাইট বা ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন: ইসলাম কী বলে? ॥ ৩১
সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

» **দিশারী**
নতুন বছরের নতুন দিনে নতুন 'আমি' কি হতে পেরেছি? ॥ ৩৫
রাকিব আলী

» **হেলথ কর্নার**
শীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা: রোগ প্রতিরোধে সচেতন জীবনযাপন ॥ ৩৬
ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

» **জামি'আহ পাতা**
অন্ধকার! ॥ ৩৮
মাজহারুল ইসলাম আবির

» **কবিতা ॥ ৩৯**
» **সংবাদ ॥ ৪০**
» **জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ॥ ৪২**
» **সওয়াল-জওয়াব ॥ ৪৩**



উসমান হাদিকে গুলি করে হত্যা: হুমকির মুখে জুলাই বিপ্লব

আজ সমগ্র বাংলাদেশ দুঃখভারাক্রান্ত। সকলের মনে এক ধরনের অদৃশ্য আতঙ্ক ও ভয় বিরাজ করছে। গত ১২ ডিসেম্বর আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গত ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন জুলাই বীর বিপ্লবী উসমান হাদি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পর নিকট অতীতে আর কোনো রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুতে দেশের মানুষকে এভাবে শোকাহত ও কান্নারত দেখা যায়নি। অথচ শরিফ উসমান হাদি বাংলাদেশে চলমান কোনো বড় রাজনৈতিক দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতা ছিলেন না, জুলাই আন্দোলনেরও কোনো পরিচিত সমন্বয়ক ছিলেন না। তাহলে কেন তাকে টার্গেট করা হলো? তিনি কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন? উসমান হাদির জীবন-মৃত্যুর শঙ্কা কেন সমগ্র বাংলাদেশের জনগণকে ঝাঁকুনি দিয়ে গেল? সবার মনে তিনি কীভাবে এমন জায়গা করে নিলেন?

উসমান হাদির সব বক্তব্য, কার্যক্রম ও চিন্তা-চেতনা বিশ্লেষণ করলে এসব প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে পাওয়া যায়। সাধারণত মানুষ নির্দিষ্ট কোনো দল, মত কিংবা সংগঠনের প্রতি বায়াসড হয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো পিছুটান থাকে, অন্তরে শক্তিশালীদের প্রতি এক ধরনের ভয় কাজ করে। এসব কারণে অধিকাংশ মানুষ চাইলেও শতভাগ সত্য কথা বলতে পারেন না।

উসমান হাদি বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই ব্যতিক্রমী যুবক, যিনি সব ধরনের পিছুটান, ভয়-ভীতি ও স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এবং সব দলের নিজস্ব স্বার্থের বাইরে দাঁড়িয়ে নির্দলীয় জায়গা থেকে সত্য কথাই বলে গেছেন। হয়তো আরও অনেকেই তার মতো সাহসী ও সত্যবাদী হতে পারেন; কিন্তু তার মতো পাণ্ডিত্য, পড়ালেখায় গভীর জ্ঞান এবং শক্তিশালী উপস্থিত বিতর্ক করার মতো মানুষ খুব কমই দেখা যায়। অন্তত বর্তমান বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় তরুণ সমাজের মধ্যে মেধা, উপস্থিত বুদ্ধি, বিতর্ক দক্ষতা, সততা ও সাহস— এ সবকিছুর সম্মিলনে তিনি সবার থেকে আলাদা। পাশাপাশি তার ছিল শাহাদাতের তামান্না, ছিল পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের অদম্য বাসনা।

আমরা সবাই জানি, জুলাই বিপ্লব কোনো সুসংহত আদর্শিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সংঘটিত হয়নি। ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই জুলাইয়ের ঘটনাবলি আবর্তিত হয়। আর যার কোনো সুস্পষ্ট আদর্শ থাকে না, তার কোনো স্থায়িত্বও থাকে না।

ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তি মনে করেছিল, আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে মানুষ আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে, পুরোনো ধাঁচের লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি ফিরে আসবে, নির্বাচন হবে, আসন ভাগাভাগি হবে, সবাই লিয়াজোঁ করে নিজের আখের গুছাবে এবং পুনরায় তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রভাব প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি হবে। বাস্তবেও তাই হচ্ছিল। ভারতের চাহিদামতো আবারও মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার নামের বিভেদের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশে। এ অবস্থায় একমাত্র উসমান হাদিই ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি জুলাই বিপ্লবের একটি আদর্শিক ভিত্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিলেন। **‘ইনকিলাব মঞ্চ’, ‘ইনকিলাব**

কালচারাল সেন্টার' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে তিনি স্বাধীন মুসলিম বাংলার রাজনীতির একটি আদর্শিক ন্যারেটিভ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর এ কারণেই তিনি ভারতীয় আধিপত্যের চক্ষুশূলে পরিণত হন।

বড় কোনো দল নেই, বড় কোনো সংগঠন নেই, হাজার হাজার নেতাকর্মীও নেই; তবু তাকেই টার্গেট করা হয়েছে। হত্যাকারীরা তিন মাস ধরে তাকে অনুসরণ করেছে। চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে চলন্ত রিকশায় থাকা উসমান হাদিকে নিখুঁত নিশানায় গুলি করা হয়েছে, যা উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের এত গোয়েন্দা সংস্থা, এত বাহিনী থাকতেও এখন পর্যন্ত হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা যায়নি। ঢাকার মতো জনবহুল শহর থেকে পালিয়ে সীমান্তে পৌঁছে যাওয়া— এটাও বিদেশি সংশ্লিষ্টতার শক্ত প্রমাণ বহন করে।

উসমান হাদিকে হামলার আগেই হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। হাদি থানায় জিডিও করেছিলেন, ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমেও জানিয়েছিলেন। তারপরও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা এবং হত্যার পর আসামি গ্রেফতারে গড়িমসি— এসবই প্রমাণ করে, সরকারের ভেতরে এখনও বিদেশি তাবেদারদের অনুগত কৃতদাসদের অস্তিত্ব রয়েছে।

উসমান হাদি তার প্রতিটি বক্তব্যে শহীদী মৃত্যুর জন্য তার প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন। তিনি শুধু চেয়েছেন তার মৃত্যু হলে যেন হত্যাকারীর বিচার হয়। কেননা বিচার না হলে আর উসমান হাদি জন্মাবে না। তিনি আরো বলেছেন, এই ধরনের ঘটনায় শুধু হত্যাকারীরা হত্যার জন্য দায়ী নয়, বরং যারা সাংস্কৃতিকভাবে এই হত্যাকে জায়েয করে তুলেছেন তারাও সমান দায়ী। তার ভাষায় কালচারাল ফ্যাসিস্ট যারা শাহবাগে বসে অসংখ্য খুন, গুম ও বিচারিক হত্যাকে জায়েয করে তুলেছিল। উসমান হাদির হত্যার বিচার তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন কালচারাল ফ্যাসিস্টদেরও বিচার হবে। এদিকে প্রকৃত হত্যাকারী যেভাবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তাতে বাংলাদেশের মাটি ভারতের জন্য আইনের জবাবদিহিতার বাইরে গিয়ে খুনের উন্মুক্ত মঞ্চে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তাই সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে ভারত থেকে খুনিকে ফেরত নিয়ে আসা। অন্যথায় ভারতের সাথে করা বাংলাদেশের সকল অন্যায্য চুক্তিকে বাতিল করতে হবে।

পাশাপাশি আমাদের এই ঘটনাটি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভারতীয় আধিপত্যবাদ কখনোই বাংলাদেশে স্বাধীনচেতা, আদর্শিক রাজনৈতিক ধারা চায় না। তারা চায় স্বার্থপর, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ। তারা চায় মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার— এই বিভক্তির রাজনীতি। আওয়ামী লীগ না থাকলেও, এখানে টিকে থাকুক ভারতীয় বয়ান— এটিই তাদের মূল লক্ষ্য। আর এই কারণেই সামনে আরো গুপ্তহত্যা হতে পারে। স্বাধীনচেতা জুলাই বিপ্লবীরা টার্গেটে আছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের গণতান্ত্রিক সিস্টেমও এমনভাবে সাজানো আছে যে, এই ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে শতভাগ সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, আদর্শিক মানুষের উঠে আসা অত্যন্ত কঠিন।

এ জন্যই বাংলাদেশের স্বার্থে, এই বাংলার মুসলিমদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কল্যাণে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শিক বিপ্লবের বিকল্প নেই। আর সেই বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন উসমান হাদির মতো কয়েক হাজার শিক্ষিত, মেধাবী, সাহসী, সৎ ও যোগ্য তরুণ, যারা বিভিন্ন সেক্টরে নিজ নিজ যোগ্যতায় নেতৃত্বের আসনে থাকবে। সেই সাথে প্রয়োজন ঈমান বিল গায়েবের উপর অটল ইয়াক্বীন এবং সৎ আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আসমানী মদদ। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায়, ইন-শা-আল্লাহ!

> **আমি মরে গেলে আমার সন্তানেরা আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবে!**
>
> **৫০ বছর বেঁচে লাভ কী? ৫ বছর বেঁচে ইমপ্যাক্ট তৈরি করতে চাই—দেশের জন্য, উম্মাহর জন্য।**
>
> **শরীফ উসমান হাদি**

www.al-itisam.com

দারসে কুরআন

আত্মার পরিবর্তন: আল্লাহর সাহায্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভের মাধ্যম

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মানব-ইচ্ছাশক্তি ও আল্লাহর কুদরতের ভারসাম্য:

কুরআনের নির্দেশনা ও ইসলামী তফসীরসমূহ মানবজীবনের এক গভীর সত্য উন্মোচন করে— আল্লাহর সার্বভৌম কুদরত ও মানুষের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম, কিন্তু অর্থবহ ভারসাম্য বিদ্যমান। অনেকেই প্রশ্ন করেন, যদি সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়, তবে মানুষের স্বাধীনতা ও কর্মের গুরুত্ব কোথায়? ইসলামী আক্বীদা এই আপাত দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট ও যুক্তিসংগতভাবে সমাধান করে। আল্লাহ তাআলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক। তিনি মানুষকে দিয়েছেন ইচ্ছাশক্তি (إرادة) ও নির্বাচনক্ষমতা (اختيار), যার মাধ্যমে সে সৎ ও অসৎ পথের মধ্যে বেছে নিতে পারে এবং সে তার সিদ্ধান্তের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। আল্লাহ বলেন,﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ‘যে চায়, সে ঈমান আনুক আর যে চায়, সে কুফরী করুক’ *(আল-কাহফ, ১৮/২৯)*। এই আয়াত মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বীকৃতি দেয়। তবে একই সঙ্গে আল্লাহ আরও বলেন,﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ‘তোমরা কিছুই ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন’ *(আল-ইনসান, ৭৬/৩০)*। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা বাস্তব ও কার্যকর, কিন্তু তা সর্বশেষে আল্লাহর সার্বভৌম ইচ্ছার সীমার মধ্যে পরিচালিত হয়। এখানেই নিহিত রয়েছে ঈমান ও কর্মের গভীর সমন্বয়।

আল্লাহর কুদরত অসীম, তবুও মানুষের নৈতিক সিদ্ধান্ত, আত্মপরিশোধন ও কর্ম সেই কুদরতের পরিকল্পনারই অংশ। সমাজে পরিবর্তন, উত্থান-পতন ও বরকত বা বিপদের আবির্ভাব কেবল আল্লাহর ইচ্ছার ফল নয়; বরং মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও নৈতিক আচরণের সঙ্গে তা গভীরভাবে সম্পর্কিত। অতএব, মানব-বিশ্বাস, নৈতিকতা, চিন্তা ও আচরণই তার ভাগ্য ও সমাজের বাস্তবতার নিয়ামক।

ইতিহাসের সাক্ষ্য:

ইতিহাস মানব-ইচ্ছাশক্তি, নৈতিকতা ও আল্লাহর কুদরতের পারস্পরিক সম্পর্কের জীবন্ত দলীল। কুরআন ও তাফসীরসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো জাতির উন্নতি বা পতন তাদের ঈমান, নৈতিকতা ও কর্মের সরাসরি প্রতিফলন।

অতীতের বহু জাতি তথা আদ, ছামূদ, ফেরাউন ও বনী ইসরাঈল এই চিরন্তন নীতির সাক্ষ্য বহন করে। তারা যখন সত্য, ন্যায় ও তাক্বওয়ার পথে অটল ছিল; তখন আল্লাহ তাদের শক্তি, বরকত ও নেতৃত্ব দান করেছিলেন। কিন্তু যখন তারা অবাধ্যতা, যুলম ও ভোগবিলাসে নিমগ্ন হলো—তখন সেই বরকত ও মর্যাদা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো।

আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ ‘তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাদের অভিশপ্ত করলাম এবং তাদের হৃদয় কঠোর করে দিলাম’ *(আল-মায়েদাহ, ৫/১৩)*। আর আদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন, ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ... فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ﴾ ‘তারা পৃথিবীতে অহংকার করল... অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতাসে ধ্বংস করলেন’ *(আল-হাক্বাহ, ৬৯/৬-৭)*।

আর যে জাতি আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ, তারাই নেতৃত্ব ও বরকতের অধিকারী হয় আর যারা অন্যায় ও ভোগবাদে নিমগ্ন, তারা হারায় সম্মান, শান্তি ও আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ‘যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীন থেকে বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৯৬)*।

ইসলামের ইতিহাসও একই সত্য প্রতিফলিত করে। মুসলিমরা যখন কুরআনের বিধান মেনে ন্যায় ও তাক্বওয়ার পথে ছিল, তারা হয়েছিল জ্ঞান ও নেতৃত্বের অগ্রদূত। আর অবাধ্যতা ও বিভেদে লিপ্ত হলে, তারা হারিয়েছে শক্তি ও মর্যাদা। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ ‘নিশ্চয়ই এই পৃথিবী আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করবে’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/১০৫)*। তিনি আরও বলেন,﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ‘নিশ্চয়ই পৃথিবী আল্লাহর,

www.al-itisam.com

তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন আর পরিণাম তাদের জন্য, যারা আল্লাহভীরু’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১২৮)*।

কৃতজ্ঞতার ফল ও নেয়ামতের বৃদ্ধি:

আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞ বান্দাকে শুধু বস্তুগত নেয়ামতে নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তি, ঈমানের দৃঢ়তা ও সমাজে বরকতের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। ইতিহাসে দেখা যায়, যেসব জাতি ঈমান ও তাক্বওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, তারা পেয়েছিল স্থায়িত্ব, জ্ঞান, ন্যায়বিচার ও ঐক্য। যেমন- নবী দাঊদ ও সুলায়মান আলাইহিমাস সালাম-এর যুগে বনূ ইসরাঈল কৃতজ্ঞতার ফলে পেয়েছিল সমৃদ্ধি ও নেতৃত্ব। আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ ‘হে দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমল করো আর আমার কৃতজ্ঞ বান্দা খুবই অল্প’ *(সাবা, ৩৪/১৩)*। এই আয়াত নির্দেশ করে যে, প্রকৃত কৃতজ্ঞতা শুধু কথায় নয়; বরং কর্মে, যেখানে মানুষ তার প্রাপ্ত অনুগ্রহকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে এবং আত্মার উন্নয়ন সাধন করে।

কৃতজ্ঞতা যে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনে তা নয়; বরং জাতির নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপরও সরাসরি প্রভাব ফেলে। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরও বেশি দান করব’ *(ইবরাহীম, ১৪/৭)*।

এখানে কৃতজ্ঞতা শুধু মুখের প্রশংসা নয়; বরং আল্লাহর আদেশ মেনে চলা, নেয়ামতের মূল্যায়ন করা এবং ন্যায় ও সত্যের পথে অটল থাকা। কৃতজ্ঞ জাতি আল্লাহর নেয়ামত রক্ষা করে, নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকে এবং সমাজে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে আল্লাহ তাদের নেয়ামত, শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

অন্যদিকে যে জাতি অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য ও অনৈতিকতায় লিপ্ত হয়, তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের জীবনে বিপদ, বিভাজন ও পতন নেমে আসে। কুরআনে বলা হয়েছে,﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً... فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ‘আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যা ছিল নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ... কিন্তু তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো, ফলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরিয়ে দিলেন তাদের কর্মের কারণে’ *(আন-নাহল, ১৬/১১২)*। অকৃতজ্ঞতার ফলে আল্লাহর অনুগ্রহ বিলুপ্ত হয়, সমাজে নৈতিক দুর্বলতা ও বিভাজন দেখা দেয় এবং জাতি ধীরে ধীরে তাদের অস্তিত্বের ভারসাম্য হারায়।

আত্মপরিবর্তনের প্রক্রিয়া কৃতজ্ঞতা থেকেই শুরু হয়। যে ব্যক্তি বা জাতি নিজের প্রাপ্ত অনুগ্রহকে স্বীকার করে, তা সঠিক পথে ব্যবহার করে এবং আল্লাহর কাছে বিনয় প্রকাশ করে; সেই প্রকৃতপক্ষে আত্মিক ও সামাজিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কৃতজ্ঞতা মানুষের অন্তরে নম্রতা, দায়িত্ববোধ ও আশা জাগায়, যা তাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় করে তোলে। ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শোকর এমন এক ঈমানী স্তর, যা মানুষের অন্তরকে আল্লাহর অনুগ্রহে দৃঢ় করে এবং অকৃতজ্ঞতার অন্ধকার থেকে তাকে মুক্তি দেয়।[১]

মানুষের ইচ্ছা ও আল্লাহর কদর:

শায়খ ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষকে বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তারা নিজের জন্য কল্যাণ বা অকল্যাণ বেছে নিতে পারে, তবে তার জীবনের কোনো ঘটনাই আল্লাহর কদরের বাইরে নয়— এ বক্তব্য দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ সত্য হলেও মানুষ নিজের কর্মের জন্য দায়ী। কারণ আল্লাহ তাকে সঠিক ও ভুল উভয় পথই দেখিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কোনো প্রাণ নেই, যার জান্নাত বা জাহান্নামে অবস্থান নির্ধারিত নয়’। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কাজ করব কেন? আমরা কি (লিখিত নিয়তির উপর) নির্ভর করব না? তিনি বললেন, ‘না, তোমরা কাজ করো। কারণ প্রত্যেকের জন্য সেই পথই সহজ করে দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে’।[২] এরপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতগুলো পাঠ করলেন,﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى-فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى-وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى-وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى-فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ ‘যে ব্যক্তি দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং উত্তম প্রতিদানের প্রতি বিশ্বাস রাখে— আমরা তার জন্য সহজ করে দেব উত্তম পথ। আর যে কৃপণতা করে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে এবং উত্তম প্রতিদানকে অস্বীকার করে— আমরা তার জন্য সহজ করে দেব কঠিন পথ’ *(আল-লায়ল, ৯২/৫–১০)*।

উক্ত আয়াতসমূহ ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ এক গভীর সত্য উন্মোচন করেছে যে, মানুষের কর্ম আল্লাহর নির্ধারণের বাইরে নয়; বরং আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে তার অন্তর্নিহিত প্রবণতা, উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পথ সহজ করে দেন। যে ব্যক্তি সত্য, তাক্বওয়া ও ন্যায়ের পথে চলার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহ তার জন্য সে পথকে সহজ ও সুগম করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পাপ, অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসের পথ বেছে নেয়, আল্লাহ তার জন্য সেই বিপথগামী পথকেই সহজ ও স্বাভাবিক করে দেন।

---

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আর-রা‘দ, ১৩/১১; আত-তাকভীর, ৮১/২৮–২৯; তাফসীর আস-সা‘দী, সূরা আর-রা‘দ, ১৩/১১।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৭।

অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা ও আল্লাহর কদরের মধ্যে বিরোধ নেই, বরং পরিপূরক সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষ তার অন্তরের নিয়্যত ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জন করতে পারে, আর আল্লাহ তার আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রতিদানে তার জন্য উত্তম পথ উন্মুক্ত করে দেন।

পাপের পরিণতি ও তওবার প্রভাব:

ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, পাপের সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো- এটি মানুষকে আল্লাহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে এবং বিপদ ও অশান্তির দরজা খুলে দেয়। মানুষের কাছ থেকে কোনো নেয়ামত কেড়ে নেওয়া হয় না, যতক্ষণ না সে গুনাহ করে এবং কোনো বিপদ নেমে আসে না, যতক্ষণ না পাপ সংঘটিত হয়। এই নীতি কেবল অতীতের ইতিহাস নয়, আজও মানব-সভ্যতার প্রতিটি স্তরে এর প্রতিফল স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

যখন সমাজে অন্যায়, অবিচার, গাফেলতি ও নৈতিক অধঃপতন বৃদ্ধি পায়, তখন আল্লাহর রহমত ও শান্তির ছায়া সরে যায় এবং শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানে নেমে আসে ভয়, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। কিন্তু যখন মানুষ তওবা করে, নিজের অন্তরকে বিশুদ্ধ করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তখন আল্লাহও তার রহমতের দরজা খুলে দেন। অন্তরের পরিবর্তনই বাহ্যিক পরিবর্তনের সূচনা করে। আল্লাহর বিধান হলো,﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ‘আল্লাহ কোনো জাতির উপর যে নেয়ামত দান করেছেন, তা ততক্ষণ কেড়ে নেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অন্তর পরিবর্তন করে’ *(আল-আনফাল, ৮/৫৩)*। অতএব, মানুষের কল্যাণ বা দুর্দশা তার নিজের হাতের কর্মফল। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ ‘তোমাদের উপর যে বিপদ আসে, তা তোমাদের হাতের কর্মের ফল; তবে তিনি অনেক কিছু ক্ষমা করে দেন’ *(আশ-শূরা, ৪২/৩০)*।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অমূল্য বাণী এ সত্যকে আরও গভীরভাবে তুলে ধরে যে, কোনো বিপদ আসে না পাপ ছাড়া এবং কোনো বিপদ দূর হয় না তওবা ছাড়া। এই উক্তিটি মানবজীবনের এক গভীর ও অনড় সত্যকে প্রকাশ করে— যখন মানুষ পাপে নিমজ্জিত হয়, তখন তার জীবন থেকে প্রশান্তি, বরকত ও আল্লাহর অনুগ্রহ ধীরে ধীরে সরে যায়। কিন্তু যখন সে আন্তরিক তওবা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তখন আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা পরিবর্তন করে দেন— দুরবস্থা থেকে সমৃদ্ধিতে, বিপদ থেকে শান্তিতে, অপমান থেকে মর্যাদায়। তওবা-ই মানুষের জীবনে নবজাগরণের সূচনা করে, এটি মুছে দেয় অন্ধকার অতীতের কলঙ্ক, পরিশুদ্ধ করে হৃদয় এবং ফিরিয়ে আনে আল্লাহর সান্নিধ্যের সেই মধুর প্রশান্তি, যা সকল সুখ-সমৃদ্ধির মূল উৎস।

আল্লাহর বিলম্ব মানে ভুলে যাওয়া নয়:

অনেকেই মনে করে, আল্লাহ তাআলা গুনাহগারদের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেন না বলেই হয়তো তিনি গাফেল বা উদাসীন। কিন্তু না, আল্লাহ কখনো গাফেল নন। তাঁর বিলম্ব করা মানে ভুলে যাওয়া নয়; বরং তা মানুষের জন্য এক ধরনের পরীক্ষা ও অবকাশ। আল্লাহ তাআলা সময় দেন, সুযোগ দেন। কারণ তিনি দেখতে চান, মানুষ এই স্বাধীনতাকে কি সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে ব্যবহার করে, নাকি তা দিয়ে অন্যায়, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহংকারের পথে এগিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন,﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ ‘তুমি মনে করো না যে, আল্লাহ যালেমদের কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি কেবল তাদেরকে ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যেদিন চোখগুলো আতঙ্কে স্থির হয়ে যাবে’ *(ইবরাহীম, ১৪/৪২)*। যদি সে এই অবকাশকে ভুলভাবে ব্যবহার করে, তবে সেই সুযোগই একসময় তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ আয়াত স্পষ্ট করে যে, আল্লাহর অবকাশ কোনো অনুমোদন নয়; বরং এটি এক কঠিন পরীক্ষার সূচনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমকে অবকাশ দেন; কিন্তু যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছেড়ে দেন না’।[৩] তাদেরকে পর্যায়ক্রমে শাস্তির আওতায় আনেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ‘আমি ধীরে ধীরে তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব এমনভাবে, যা তারা বুঝতেও পারবে না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৮২)*। অতএব, আল্লাহর দেরি করা তাঁর করুণা ও প্রজ্ঞার অংশ। তিনি মানুষকে সুযোগ দেন, যেন সে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে; কিন্তু যদি সে ফিরে না আসে, তবে আল্লাহর বিচার অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তখন আর কোনো অবকাশের সুযোগ থাকে না।

অর্থাৎ আল্লাহ কাউকে প্রদত্ত নেয়ামত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে। যখন মানুষ আনুগত্য ত্যাগ করে অবাধ্যতার পথে চলে যায়, কৃতজ্ঞতার স্থলে অকৃতজ্ঞ হয়, তখন আল্লাহও তার অবস্থা পরিবর্তন করেন অর্থাৎ বরকতের স্থলে সংকট, শান্তির স্থলে অশান্তি, সম্মানের স্থলে অপমান নেমে আসে। এটি তাদেরই কর্মের ন্যায়সংগত প্রতিফল তথা যা তারা করেছে, তারই যথাযথ ফল তারা পেয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কারও প্রতি বিন্দুমাত্রও অন্যায় করেন না।

তওবার আলোয় জীবনের নবজাগরণ:

মানুষের অন্তরের পরিবর্তন ছাড়া বাহ্যিক উন্নয়ন সম্ভব নয়—এই

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৪৬৮৬।

নীতি কুরআন ও হাদীছে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا أَنْتَ بِمُغَيِّرٍ مَا بِقَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَهُمْ أَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ وَكِيلًا﴾ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অন্তর পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোনো জাতির জন্য অকল্যাণ ইচ্ছা করেন, তখন তা রোধ করার কেউ নেই এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত কোনো অভিভাবক পায় না’ *(আর-রা‘দ, ১৩/১১)*। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের অন্তরে সংশোধন, নৈতিকতার পুনঃস্থাপন এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথে ফিরে আসে, আল্লাহ তার বাহ্যিক অবস্থাও পরিবর্তন করে দেন অর্থাৎ শান্তি, বিপদ ও কষ্টকে পরিণত করেন নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও মর্যাদায়। এই নীতি আল্লাহর সুন্নাহ, যা যুগ যুগ ধরে সকল মানবজাতির জন্য কার্যকর।

عنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَس بن مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ خَادِمِ رسول الله ﷺ رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لَلَّهُ أَفْرَحُ بتَوْبةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِأُمْ سقطَ عَلَى بعِيرِهِ وقد أَضلَّهُ في أَرضٍ فَلاةٍ.

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খাদেম, আবূ হামযা আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দা তওবা করার জন্য ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি আনন্দিত হন, যে তার উট জঙ্গলে হারিয়ে ফেলার পর পুনরায় ফিরে পায়’।[৪]

ছহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে,

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় যখন সে তওবা করে তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি খুশি হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোনো মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায় আর খাদ্য ও পানীয় সব তার পিঠের উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশির আতিশয্যে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস আর আমি তোমার প্রভু! সীমাহীন খুশির কারণে সে ভুল করে ফেলে’।[৫]

তওবা কেবল আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যম নয়, বরং এটি আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রেরণা। যে ব্যক্তি বা জাতি অন্তর থেকে ফিরে আসে, তার জন্য আল্লাহ বরকত, নিরাপত্তা ও মর্যাদা প্রেরণ করেন। অন্যদিকে যারা অবাধ্য থাকে, তারা আল্লাহর সুন্নাহ অনুসারে তাদের কৃতকর্মের কারণে বিপদের সম্মুখীন হয়। এভাবেই মানবজীবনে নৈতিক সংশোধন ও তওবা সর্বাধিক প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার:

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় পরিবর্তনের সূচনা অন্তর থেকেই হয়। মানুষ যদি আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, পাপ ও অবাধ্যতা ত্যাগ করে, ন্যায় ও তাক্বওয়ার পথে চলতে শুরু করে, তবে আল্লাহ তাঁর কৃপায় তাদের অবস্থা ও সমাজ পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে’ *(আর-রা‘দ, ১৩/১১)*।

একজন কবির হৃদয়স্পর্শী উপদেশও এ সত্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, তিনি বলেন,

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا، فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمَا
وَحُطَّهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمَ

অর্থাৎ ‘যদি তুমি কোনো নেয়ামতে থাকো, তাহলে তা সংরক্ষণ করো, কারণ পাপ সেই নেয়ামতকে বিলীন করে দেয়। আর আল্লাহর আনুগত্যের প্রাচীর দিয়ে তাকে রক্ষা করো, কারণ বান্দাদের রব দ্রুত প্রতিফলন দেন’।

এতে স্পষ্ট হয় যে, মানুষ যদি অন্তরের পরিবর্তন ঘটায়, তওবা করে, আল্লাহর আনুগত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে আসে; তবে নেয়ামত, শান্তি ও প্রাচুর্য ফিরে আসে। আর যদি কৃতঘ্নতা ও অবাধ্যতায় ডুবে থাকে; তবে বিপদ, দারিদ্র্য ও অস্থিরতা নেমে আসে।

সূরা আত-তাকভীরের আলোচ্য আয়াতসমূহ আল্লাহর পরম ক্ষমতা ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মাঝে গভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে। মানুষ তার চিন্তা, ইচ্ছা ও কর্মের জন্য দায়ী; তবে সেই ইচ্ছা তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন তা আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অতএব, আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর তাওফীক্ব প্রার্থনা করে সঠিক পথে চলা, নিজের অন্তর ও আচরণকে সংশোধন করা এবং সমাজে ন্যায়, তাক্বওয়া ও নৈতিকতার আলো ছড়িয়ে দেওয়া। তখনই আল্লাহ রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং দান করেন শান্তি, প্রাচুর্য ও মর্যাদা। সত্যিই অন্তরের পরিবর্তনই ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সূচনা করে।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৯।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৪৭।

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

(পর্ব-১০)

সমকামিতা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে সমকামিতা[৬]:

বাংলাদেশে বিকৃত যৌনতা সমকামিতার বিষয়টিকে স্বাভাবিক করার কার্যক্রম শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে। তবে উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে, ১৯৮০-এর দশকে ঢাকার পতিতালয়ে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যৌনকর্মী (সমকামী)-এর খোঁজ পাওয়া যায়।[৭]

বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের ইতিহাসকে চার পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

১. প্রথম পর্যায়: এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য

নব্বইয়ের দশকে আমেরিকাসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এইডস মহামারিকে বৈশ্বিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত করে। এইডস মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক খাত থেকে আসে প্রচুর ফান্ড। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় এবং এখনও বাংলাদেশে এইডস আক্রান্তদের প্রায় সবাই ছিল সমকামী অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহারকারী। এই অর্থের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ যায় এইডস সচেতনতা এবং এইডস রোগীদের নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোর কাছে। এইডস নিয়ে কাজ করা অধিকাংশ সংগঠন কোনো না কোনোভাবে সমকামী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল।

ফলে এইডস মোকাবেলায় আসা ফান্ডিংয়ের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ পৌঁছে যায় সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কের কাছে। ফান্ডিংয়ের সাথে সাথে তাদের প্রভাব বেড়ে যায়। সবচেয়ে বেশি এইডস ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী হিসেবে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টা পদও পেয়ে যায় কিছু কিছু সমকামী সংগঠন। এভাবে গড়ে উঠে এলজিবিটি আন্দোলনের বৈশ্বিক প্রভাব ও বিস্তৃতি।

এইডস মহামারির আরেকটা অপ্রত্যাশিত প্রভাব ছিল। প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে সমকামিতার ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নেতিবাচক। কিন্তু সমকামিতাকে ঘৃণ্য অপরাধ মনে করা হলেও এইডস সংক্রান্ত উদ্যোগে এসব দেশের সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি সাহায্য পাওয়া যায়। আর এর মাধ্যমে সমকামী সংগঠনগুলো এসব দেশে কাজ করার সুযোগ পায়। এভাবে গড়ে ওঠে প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশেও এভাবেই শুরু হয় এলজিবিটি আন্দোলনের কার্যক্রম।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এলজিবিটি অ্যাজেন্ডা এগিয়ে নেওয়ার জন্য আক্ষরিক অর্থে শত শত কোটি কোটি টাকা খরচ করছে পশ্চিমারা। ফ্লোরিডা রাজ্যের রিপাবলিকান গভর্নর রন ডিস্যান্টিস ২০২৪ এর জানুয়ারিতে মার্কিন সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ইউএসএইডের মাধ্যমে বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচারে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে। এটা আমেরিকান জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয়। তবে সিএনএন জানিয়েছে, এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে ২০১৮ সালে। এ অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে তাদের হয়ে কাজ করছে দেশীয় এনজিও আর সমকামী সংগঠনগুলো। আর একাজ করা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের আড়ালে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়: 'স্বাস্থ্য সেবা' থেকে 'অধিকার'

সেই অধিকার হচ্ছে, যৌন অধিকার, যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্যের অধিকার। বাংলাদেশে এলজিবিটি কার্যক্রমের প্রথম ১০ বছর কার্যক্রম চলে **'এইডস প্রতিরোধ' আর 'যৌন স্বাস্থ্য সেবা'**র ব্যানারে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৬/০৭-এর দিকে। এ সময় থেকে সমকামীদের 'যৌন সংখ্যালঘু' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের 'যৌন অধিকার' এর দাবি তোলা হয়। এই বিকৃত যৌনতাকে অধিকার হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ব্র্যাক।

৩. তৃতীয় পর্যায়: প্রকাশ্যে এলজিবিটি কার্যক্রম

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ইন্টারনেট চ্যাট গ্রুপ, মেইল গ্রুপ এবং ফোরামের মাধ্যমে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত ব্যক্তিদের একধরনের অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। সমকামীরা এসব অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করত। ১৯৯৯ সালে রেঙ্গু নামে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি 'গে বাংলাদেশ' নামে একটি অনলাইন গ্রুপ তৈরি করে। এটি ছিল

---

৬. এ সম্পর্কিত তথ্যগুলো বেশিরভাগই আসিফ আদনানের লেখা থেকে নেওয়া। দ্রষ্টব্য:

https://chintaporadh.com/behind-the-curtain-1

https://chintaporadh.com/behind-the-curtain-2

৭.https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশে_সমকামিতার_ইতিহাস

www.al-itisam.com

বাংলাদেশে এধরনের প্রথম গ্রুপ। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের শুরু বিলেত ফেরত ভারতীয় শিবানন্দ খানের মাধ্যমে।

'গে বাংলাদেশ' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০২ গড়ে ওঠে আরেকটি ই-গ্রুপ, 'বয়েস অফ বাংলাদেশ' (Boys of Bangladesh/BoB)। কাজী হক নামে একজন ব্যক্তি (অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী) ইয়াহু চ্যাটে এই গ্রুপটি চালু করে।

অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনে 'গেট টুগেদার' এবং 'ডিজে পার্টি'-র আয়োজন করতে শুরু করে 'বয়েস অফ বাংলাদেশ'। এই অনুষ্ঠানগুলো ছিল সমকামীদের জন্য যৌন সঙ্গী বাছাইয়ের আর একসাথে ফুর্তি করার সুযোগ। ২০০৫ সালে বন্ধু-র সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে 'বয়েস অফ বাংলাদেশে'র।

প্রথম পাঁচ বছরে 'বয়েস অফ বাংলাদেশে'র কার্যক্রম অনলাইন নেটওয়ার্কিং আর অফলাইন 'ডিজে পার্টি'-র মধ্যে সীমিত থাকে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৭ থেকে। সে বছর ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে 'বয়স অফ বাংলাদেশ'।

ব্র্যাকের অনুষ্ঠানের পর প্রকাশ্যে কাজ করা শুরু করে 'বয়েস অফ বাংলাদেশ'। ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো এলজিবিটির প্রতীক রংধনু পতাকা টাঙিয়ে ধানমন্ডির জার্মান ইন্সটিটিউটের ছাদের ক্যাফেতে অনুষ্ঠান করে তারা। এটাকে সমকামী অধিকার নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে।

ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহকে কাজে লাগিয়ে এবং বয়েস অফ বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গড়ে ওঠে আরও কিছু সমকামী সংগঠন। ২০০৮ সালে কুইয়ার বাংলা (Queer Bangla) এবং গে বাংলা (Gay Bangla) নামে দুটো সংগঠন তৈরি হয়। তবে সক্রিয় হয় 'রূপবান' নামে আরেকটি উদ্যোগ। ২০১৪ সালে 'রূপবান' নামে দেশের প্রথম সমকামী ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়।

৪. চতুর্থ পর্যায়:

(১) ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া

এ পর্যায়ে এসে ২০১৬ সালের দিকে তারা হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দ দুটোকে গলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে ফেলার চেষ্টা করে। কারণ শুধু সমকামিতা নিয়ে তারা এগুতে পারবে না বলে তারা বুঝতে পারে। আমরা জানি, হিজড়া হচ্ছে জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী, যাদের ব্যাপারে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশনা আছে এবং আমাদের দেশের আইনেও তাদের অধিকার আছে।

(২) ট্রান্সজেন্ডারবাদ: আইন, পাঠ্যপুস্তক এবং যৌন শিক্ষা

আইন: বাংলাদেশে রীতিমতো আইন প্রণয়ন করে ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি অ্যাজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলমান। ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর **সাম্প্রতিক দেশকাল** পত্রিকায় প্রকাশিত **'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে'** শিরোনামের এক খবরে বলা হয়, 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে...'।[৮]

৫ ডিসেম্বর ২০২৩-এ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত **'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা'**, শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩' শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাশ করার জন্য আমরা কাজ করছি। এক বছরের মধ্যে আইনটি করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সরকার চায় এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় হোক'।[৯]

অ্যাজেন্ডা আর পয়সা দিয়েছে আমেরিকা ও এডিবি, তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আইনের খসড়া বানিয়েছে বন্ধু, আর সেটাই গৃহীত হয়ে গেছে!

শিক্ষা: শিশু-কিশোরদের মাথায় শুরুতেই যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে, মানুষ ইচ্ছেমতো যৌন সঙ্গী বেছে নিতে পারে, ইচ্ছেমতো যৌনতায় লিপ্ত হতে পারে, নিজের পরিচয় বেছে নিতে পারে ইচ্ছেমতো; এসবই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয়, তাহলে এক প্রজন্মের মধ্যেই সমাজের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় ধরনের অবনতি নিয়ে আসা সম্ভব।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB-এর ২০২৩ সালের সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ে ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামের লেখায় সরাসরি ট্রান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ৫১ পৃষ্ঠায় দেওয়া সেই গল্পে মূল চরিত্র শরীফা বলছে, 'আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...'। ৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে, '...আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্রান্সজেন্ডার'।

একই বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় নতুন প্রশ্ন অনুচ্ছেদে পাঁচজন শিক্ষার্থীর কথোপকথনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই কথোপকথনে এক শিক্ষার্থী বলছে, তার মা তাকে শিখিয়েছে, '...ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে'।

৮.https://www.shampratikdeshkal.com/bangladesh/news/2309123862/ট্রান্সজেন্ডার-ব্যক্তির-অধিকার-সুরক্ষায়-আইন-দ্রুত-পাশ-হবে

৯. https://www.ittefaq.com.bd/669275/ সম্পত্তিতে-অধিকার-পাবে-ট্রান্স-জেন্ডার-সন্তানরা

৫৫ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়'।

'...এখন বুঝতে পারছি, ছেলে-মেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই'।

যৌনতার শিক্ষা: ইউনিসেফসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওর ক্রমাগত চাপে ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো পাঠ্যপুস্তকে যৌন শিক্ষার অংশ যুক্ত করা হয়। এসব অংশ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন অভিভাবক, সাধারণ জনগণ, এমনকি শিক্ষকরাও। প্রতিবাদের মুখে ২০১৪/১৫ সালে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না পশ্চিমারা। ২০১৬ সালে সুইডেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সিডা (SIDA), আঞ্চলিক নারীবাদী এনজিও অ্যারো (ARROW) এবং দেশীয় নারীবাদী এনজিও 'নারীপক্ষ'-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যৌন শিক্ষার অবস্থা নিয়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে সহায়তা দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

এ প্রতিবেদনে পাঠ্যবইগুলোর যৌন শিক্ষা অংশের বেশ কিছু দিকের সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন-

- বইগুলোতে পর্নোগ্রাফি দেখার মতো কাজগুলো সমাজের জন্য হুমকি বলা হয়েছে।
- মাদরাসা বোর্ডের বইতে বলা হয়েছে যেনা, সমকামিতা হারাম।
- বলা হয়েছে, যৌনতা কেবল স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যেই হতে পারে।

লক্ষ করুন, এনজিওর বানানো প্রতিবেদনে এই অবস্থানগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মতে যৌন শিক্ষার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের শেখানো উচিত যে, পর্নোগ্রাফি সমাজের জন্য হুমকি না, যেনা এবং সমকামিতা নিষিদ্ধ কিছু না আর যৌনতা কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যৌন শিক্ষা কারিকুলামের ব্যাপারে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'ইসলামী উগ্রবাদের!' সম্পর্ক আছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে এ প্রতিবেদনের লেখিকা!

একই সুরে, ব্র্যাকের তৈরি ২০১৮-এর এক প্রতিবেদনে সমালোচনা করা হয়েছে এই কারিকুলামের। কারিকুলামটিকে অপূর্ণ বলা হয়েছে। কারণ এতে—

- হস্তমৈথুন সংক্রান্ত আলোচনা নেই।
- জেন্ডার আইডেন্টিটি (ট্রান্সজেন্ডারবাদ) সংক্রান্ত আলোচনা নেই।
- বিবাহপূর্ব যৌনতা নিয়ে আলোচনা নেই।

ব্র্যাকের মতে, এগুলোও পাঠ্যবইয়ে যুক্ত করা দরকার।

বাংলাদেশে যত ধরনের এলজিবিটি কর্মকাণ্ড হয়েছে, সবগুলোর মধ্যে নিচের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে—

বিদেশী কানেকশন: বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল:

- পশ্চিমা ফান্ডিং
- আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক
- দেশীয় এনজিও

শব্দজাদু: বাংলাদেশে সরাসরি এলজিবিটি বা সমকামী শব্দটা ব্যবহার করে কাজ করা কঠিন। তাই এখানে শুরু থেকে কাজ হয়েছে বিভিন্ন অপরিচিত শব্দ, পরিভাষা এবং শব্দসংক্ষেপের আড়ালে। যেমন-

- যৌন স্বাস্থ্য
- MSM (Men Who Have Sex With Men/এমন পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়)
- Gender Identity (লিঙ্গ পরিচয়)
- SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights/যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার)
- SOGI (sexual orientation [যৌন রুচি], gender identity/মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়)
- যৌন সংখ্যালঘু
- যৌন অধিকার
- যৌন বৈচিত্র্য
- বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয়
- CSE (Comprehensive Sexuality Education/যৌনতা সম্পর্কিত বিস্তারিত শিক্ষা)
- ট্রান্সজেন্ডার (শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষ, যে নারী সাজে অথবা শারীরিকভাবে সুস্থ নারী, যে পুরুষ সাজে)

দুটি সূত্র:

যখনই এধরনের আলোচনায় 'অধিকার' শব্দটা আসবে, বুঝবেন এখানে বিকৃত যৌনকর্মের বৈধতা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। যেমন-

- যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার = বিকৃত যৌনতার অধিকার

যখনই 'বৈচিত্র্য' শব্দটা আসবে, বুঝবেন এখানে বিকৃতির কথা বলা হচ্ছে। যেমন-

- বৈচিত্রময় যৌন পরিচয় = সমকামী বা উভকামী
- বৈচিত্রময় যৌন রুচি = বিকৃত যৌনতা
- বৈচিত্রময় লিঙ্গ পরিচয় = নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারী

মহান আল্লাহ গভীর ষড়যন্ত্র থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

www.al-itisam.com

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

(মিন্নাতুল বারী-১০ম পর্ব)

ব্যাখ্যা:

القِرَاءَةُ وَالعَرْضُ عَلَى المُحَدِّثِ

আরয ও কিরাআতের মধ্যে পার্থক্য:

দুটিই শিক্ষকের সামনে পড়ার ধরন। কিরাআত শব্দটি 'আম বা ব্যাপক অর্থবোধক, যা সকল ধরনের পড়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর আরয এক বিশেষ ধরনের পড়াকে বুঝায়, যেখানে ছাত্রের হাতে লিখিত বই থাকে, সেই বই দেখে তিনি পড়েন। আরযের আরো একটি ধরন আছে, যাকে বলা হয় আরয আল-মুনাওয়ালা। যখন শিক্ষকের বর্ণিত সকল হাদীছ কোনো খাতায় বা বইয়ে লেখা থাকে এবং শিক্ষক সেই বইটি ছাত্রকে দিয়ে বলেন, এই বইয়ে আমার বর্ণিত সকল হাদীছ আছে, তুমি এগুলো আমার থেকে বর্ণনা করতে পার। সেক্ষেত্রে শিক্ষকও যেমন সকল হাদীছ শোনান না, ছাত্রও শিক্ষকের সামনে সকল হাদীছ পড়েন না; বরং শুধু মৌখিক অনুমতিতেই হাদীছ বর্ণনা করা হয়।

শিক্ষকের সামনে ছাত্রের পড়া নিয়ে মতভেদ বিশ্লেষণ:

আলোচ্য অধ্যায়ে ইমাম মালেক, ইমাম হাসান আল-বাছরী ও ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর মতামত ও যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। যারা হাদীছ বর্ণনার জন্য শিক্ষকের সামনে পড়াকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন। নিম্নে তাদের আলোচ্য দলীলগুলো তুলে ধরা হলো—

দলীল-১: যিমাম ইবনু ছা'লাবার হাদীছ:

এই হাদীছটি পূর্ণ সনদসহ বিস্তারিত আসবে।

দলীল-২: চুক্তির উপর সাক্ষ্য ও হাদীছ বর্ণনা:

وَاحْتَجَّ مَالِكٌ: بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى القَوْمِ، فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلاَنٌ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَيُقْرَأُ عَلَى المُقِرِّ، فَيَقُولُ القَارِئُ: أَقْرَأَنِي فُلاَنٌ.

লিখিত চুক্তি বা দলীলকে আরবীতে (صك) বলা হয়। এর বহুবচন হচ্ছে ছুকূক। আধুনিক ইসলামী ব্যাংকে ছুকূক বন্ডের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন কোনো ছক বা চুক্তি লেখা হয়, তখন সেটি সাক্ষীদের সামনে পড়ে শোনানো হয়। সাক্ষীরা শুধু বলেন, হ্যাঁ, এটা আমাদের সামনে লেখা হয়েছিল/আমরা এর সাক্ষী ছিলাম। বিচারক এটিকে পুরো বক্তব্যের সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন, যদিও সাক্ষীরা পুরো চুক্তিটা নিজে মুখে পড়েন না বা বলেন না।

ঠিক অনুরূপই হাদীছ/কিরাআতের ক্ষেত্রে ছাত্র শায়খের সামনে হাদীছ/কুরআন পড়েন, এরপর ছাত্র বলেন, أقرأني فلان/قرأته على فلان 'অমুক আমাকে পড়িয়েছেন/আমি অমুকের নিকট পড়েছি'। যেমন- দলীল পড়ে শোনানোর ওপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য গ্রহণ করা বৈধ, তেমনি শায়খের সামনে পড়া (القراءة على الشيخ)-এর ওপর ভিত্তি করে রেওয়ায়াতকে প্রমাণিত ধরা বৈধ।

দলীল-৩: সনদসহ হাসান বাছরী রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الوَاسِطِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ عَلَى العَالِمِ»

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

(১) মুহাম্মাদ ইবনে সালাম আল-বায়কান্দী: তার পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

(২) মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আল-ওয়াসীতী: ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন তাকে মযবূত বলেছেন। আবূ হাতেম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কোনো সমস্যা নেই। তবে ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ অভিযোগ করেছেন যে, তিনি মাওকূফকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে দিতেন। কিন্তু এই অভিযোগের প্রমাণে ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ শুধু একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। অন্যদিকে বেশিরভাগ ইমামই তাকে মযবূত বলেছেন। পাশাপাশি ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার থেকে মূল কোনো হাদীছে দলীল গ্রহণ করেননি। এই ধরনের ব্যাখ্যামূলক সহযোগী বর্ণনায় তার রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।[১০]

(৩) আওফ: আওফের পূর্ণ নাম আওফ ইবনু আবী জামীলা। তিনি বাছরার অধিবাসী এবং সত্যবাদী, গ্রহণযোগ্য ও মযবূত রাবী। তবে ক্বাদারী ও শীআ মতবাদ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিলেন। তার আলোচনা পূর্বে চলে গেছে।

উক্ত বর্ণনায় ইমাম হাসান রহিমাহুল্লাহ বাছরী বলেছেন, শিক্ষকের সামনে হাদীছ পড়ে হাদীছ বর্ণনা করায় কোনো সমস্যা নেই। তথা এভাবে হাদীছ বর্ণনা করলে হাদীছ গ্রহণযোগ্য হবে।

দলীল-৪: সনদসহ সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য:

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفَرَبْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ

১০. তাহযীবুল কামাল, ২৫/৭১; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৩০৩।

www.al-itisam.com

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ عَلَى المحَدِّثِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي.

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

(১) মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরাবরী: যিনি ছহীহ বুখারী সরাসরি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর নিকট থেকে পড়েছেন এবং লিখে নিয়েছেন। তার লিখিত নুসখা বা কপিই সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত। তার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ 'মিন্নাতুল বারী- ১ম খণ্ডে' আছে।

(২) উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা: তিনি মযবূত জ্ঞানী রাবী, তবে তার মধ্যে শীআ মতবাদের প্রতি ব্যাপক আকর্ষণ ছিল। যার কারণে অনেক ইমাম তার উপর তানক্বীদ করেছেন। তার পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

(৩) সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ছাওরী: তার পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

সাধারণত শিক্ষক যখন নিজে মুখে হাদীছ শোনান, তখন ছাত্র বলেন 'হাদ্দাছানী' তথা তিনি আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন। উক্ত বর্ণনায় ইমাম সুফিয়ান ছাওরী বলতে চেয়েছেন, ছাত্রও যখন শিক্ষকের সামনে পড়বেন, তখনও তিনি 'হাদ্দাছানী' বলতে পারেন। তথা উভয় ধরনের বর্ণনা গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে একই। শিক্ষক বললেও যা, ছাত্র পড়লেও তা।

দলীল-৫: শিক্ষকের শোনানো না ছাত্রের পড়া কোনটা বেশি গ্রহণযোগ্য?

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ القِرَاءَةُ عَلَى العَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ.

রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

আবূ আছেম আন-নাবীল: তার পূর্ণ নাম যাহহাক ইবনু মাখলাদ। ইবনু জুরাইজ তার লক্বব দিয়েছেন নাবীল। একবার বাছরা শহরে হাতি আসলে সকল ছাত্র দারস ছেড়ে সেই হাতি দেখতে যান, শুধু আবূ আছেম যাহহাক একাই বসে পড়া অব্যাহত রেখেছিলেন। তখন ইবনু জুরাইজ তার নাম দেন নাবীল তথা প্রকৃত বুদ্ধিমান। তারপর তিনি এই নামেই (আবূ আছেম আন-নাবীল) প্রসিদ্ধ হয়ে যান। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে মযবূত ও গ্রহণযোগ্য ইমাম।[১১]

উক্ত বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-এর মত তুলে ধরা হয়েছে। তার মতে, শিক্ষকের নিজে মুখে হাদীছ শোনানো আর ছাত্রের বই থেকে পড়ার মধ্যে মানগত দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই, বরং দুটিই সমান।

তবে বেশিরভাগ উলামায়ে কেরামের মতে, শিক্ষকের হাদীছ শোনানো মানগত দিক থেকে বেশি উঁচু। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ছাত্রের বই থেকে পড়া এবং শিক্ষকের কাছে শোনা এটাই মানগত দিক থেকে বেশি উঁচু। নিম্নে দুই পক্ষেরই দলীল তুলে ধরা হলো—

ছাত্রের পড়া বেশি শ্রেষ্ঠ: এই মতের পক্ষে রয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা ও ইবনু আবী যি'ব। তাদের যুক্তি হচ্ছে শিক্ষক যখন নিজে পড়েন, তখন তার মনোযোগ বিভিন্ন দিকে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে তিনি নিজে কোনো ভুল করছেন কিনা তা অনেক সময় তার পক্ষে ধরা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে ছাত্র যখন পড়েন, তখন শিক্ষক সম্পূর্ণ ফ্রি, তার উপর কোনো চাপ নেই। তিনি তখন মনোযোগ দিয়ে ছাত্রের পড়ার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যাচাই করেন, যা হাদীছটিকে আরো নির্ভুল করে বর্ণনা করতে সাহায্য করে।

শিক্ষকের পড়া বেশি শ্রেষ্ঠ: বেশিরভাগ উলামায়ে কেরাম এটির পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তাদের দলীল হচ্ছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদের হাদীছ ও কুরআন শুনিয়েছেন, ঠিক তেমনি তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর কাছ থেকে শুনেছেন। সুতরাং এটিই জ্ঞান বিতরণের মূল ভিত্তি যে, শিক্ষক পড়বেন এবং ছাত্র শুনবেন। আর এটিই সুন্নাত ও এটিই আদি।

উভয়টাই সমান: স্বয়ং আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে কুরআন শোনাতেন। ছাহাবীগণও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কুরআন শোনাতেন। সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে দুটিই গ্রহণযোগ্য এবং দুটিই মানগত দিক থেকে সমান।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

১১. তাহযীবুল কামাল, ১৩/২৮৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৪৮২।

www.al-itisam.com

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ভূমিকা

-সাইফুল্লাহ আল-মামুন মাদানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আদর্শ সমাজ গঠনে মসজিদগুলো যেভাবে ভূমিকা রাখতে পারে:

১. শিশুদের জন্য প্রতিটি মসজিদ একটি পাঠশালা: কোমলমতি শিশুদের নীতি-নৈতিকতার উপর বড় করে তোলার ক্ষেত্রে একটি পরিবারে একজন আদর্শ বাবা-মায়ের ভূমিকার পাশাপাশি মসজিদগুলোর ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। রাসূল ﷺ-এর মসজিদে শিশুদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا.

আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কন্যা যায়নাবের মেয়ে উমামাহ বিনতু আবুল আছ ইবনু রবী-কে কাঁধে করে নিয়ে আমাদের কাছে আসেন। তখন উমামাহ শিশু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কাঁধে নিয়ে ছালাত আদায় করেন। তিনি রুকূ করার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়ানোর সময় তাকে আবার কাঁধে উঠিয়ে নিতেন। তিনি এভাবে ছালাত আদায় শেষ করেন।[১২]

রাসূল ﷺ সাত বছর বয়স থেকেই শিশুদেরকে ছালাতের প্রশিক্ষণ দিতে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন,مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ‘তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর বয়সে ছালাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে, তখন (ছালাত আদায় না করলে) তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে।[১৩] আর বাচ্চারা যদি মসজিদে না আসে, তাহলে তারা ছালাত শিখবে-ই বা কী করে? কথায় বলে, ‘কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস’।

শিশুদের কোমল মনকে আজ যেভাবে প্রতিপালন করা হবে, বড় হলে তারা অনায়াসে সেটাই প্র্যাকটিস করবে আর এটাই স্বাভাবিক। শিশুকালের শিক্ষাই স্থায়ী এবং টেকসই শিক্ষা। যে শিশু শৈশব থেকেই ছালাতের দীক্ষা পেয়েছে, সে শিশু কৈশোরে গিয়ে ছালাত ছেড়ে দিতে পারে না। মসজিদে উপস্থিতি তাদেরকে কেবল ছালাতের শিক্ষা দেয় না; বরং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের সাথে কথা বলা, তাদেরকে সম্মান করা ইত্যাদি বিষয়গুলোও তারা শিখতে পারে। এছাড়া তারা জুমআর খুৎবা শুনে ছোট থেকেই দ্বীনের বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। বিশেষত মক্তবভিত্তিক মসজিদগুলোতে প্রতিদিন সকালে কচিকাঁচাদের যে জ্ঞানের আসর বসে, সেখান থেকে সে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিখে নিতে পারে। কীভাবে ওযূ করবে, ঘুম থেকে উঠে কী বলবে, টয়লেটে প্রবেশের সময় কী বলবে ইত্যাদি বিষয়গুলো শেখার ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য মসজিদের থেকে উত্তম কোনো পাঠশালা হয় না। তুরস্কের কোনো এক মসজিদের দেয়ালে লেখা আছে, ‘ছালাত আদায়ের সময় যদি পেছনের সারি থেকে বাচ্চাদের হাসির আওয়াজ না আসে, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের ব্যাপারে ভয় করুন’।

২. কিশোরদের জন্য মসজিদ হচ্ছে একটি বিদ্যালয়: কিশোর শব্দটা শুনতেই সবার হৃদয় কেঁপে ওঠে! এরা না জানি কোন কিশোর গ্যাং-এর সদস্য! আজকের অধিকাংশ কিশোরের সাথে না আছে পাঠ্য বইয়ের গভীর কোনো সম্পর্ক, না আছে পাড়ার মসজিদের সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা। বর্তমানে কিশোর মানে পাবজি খেলা, কিশোর মানে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, কিশোর মানে মাদকাসক্তি, কিশোর মানে বাইক চালানোর বেপরোয়া প্রতিযোগিতা, কিশোর মানে মা-বাবার অবাধ্যতা, কিশোর মানে রাত জেগে মেয়েদের সাথে নোংরা চ্যাটিং, কিশোর মানে পথেঘাটে অযথা আড্ডাবাজি। অথচ রাসূল ﷺ-এর এক কিশোর খাদেম ছিলেন, তার নাম রবীআহ ইবনে কা‘ব আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজকের কিশোরদের মধ্যে কল্পনাও করা যায় না। যেমনটি ছহীহ মুসলিম, নাসাঈ ও আবূ দাউদসহ অসংখ্য হাদীছগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রবীআহ ইবনু কা‘ব আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كُنْتُ أَبِيتُ مع رَسولِ اللهِ ﷺ فأتيتُهُ بوَضُوئِهِ وحَاجَتِهِ فَقالَ لِي: سَلْ فَقُلتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ. قالَ: أَوْ غيرَ ذلكَ قُلتُ: هو ذَاكَ. قالَ: فأعِنِّي علَى نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ.

একদা আমি রাতের শেষ প্রহরে রাসূল ﷺ-এর (তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য) ওযূর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করছিলাম। রাসূল ﷺ তখন আমাকে বললেন, ‘হে রবীআহ! তুমি কিছু চাও’। আমি বললাম, ‘হে রাসূল ﷺ! আমি আপনার

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৯৬; নাসাঈ, হা/৭১০।
১৩. মুসনাদে আহমাদ, ২/১৮০, হা/৬৬৮৯; হাকেম, ১/১৯৭; বায়হাক্বী, ৩/৮৪।

www.al-itisam.com

সাথে জান্নাতে থাকতে চাই'। রাসূল ﷺ আবার বললেন, 'এ ছাড়া আর কিছু চাওয়ার নেই?' আমি বললাম, 'এটাই (আমার একমাত্র চাওয়া)'। রাসূল ﷺ বললেন, 'তাহলে তুমি বেশি বেশি সিজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো'।[১৪]

একইভাবে কিশোর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা মসজিদে নববীতে রাসূল ﷺ-এর সংস্পর্শে এসে এমন ধীশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন যে, রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর বয়োজ্যেষ্ঠ ছাহাবীদের বৈঠকে বসে মতামত দেওয়ার মতো মর্যাদা তিনি অর্জন করেছিলেন। আজকের সমাজের কিশোররা যদি মসজিদমুখী হতো, তাহলে পাড়ায় পাড়ায় কিশোর গ্যাংয়ের জন্ম হতো না, পিতামাতাকে দুশ্চিন্তায় নির্ঘুম রাত কাটাতে হতো না। তাই কিশোরদের আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠতে মসজিদের বিকল্প কোনো বিদ্যাপীঠ হয় না।

৩. যুবকদের জন্য মসজিদ হচ্ছে একটি কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়: যুবসমাজ একটি জাতি ও দেশের মূল চালিকাশক্তি। যুবকদের মেধার বিকাশ ও নীতি-নৈতিকতার উত্থানই মূলত একটি দেশ কিংবা জাতির প্রকৃত উন্নতি। কারণ নীতি-নৈতিকতা ছাড়া কখনো কেউ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। একইভাবে মুসলিম দেশ হিসেবে কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই দ্বীন ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, আমার দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যায়গুলোতে নির্দিষ্ট সাবজেক্ট ছাড়া কোথাও ধর্মীয় কিংবা নৈতিক শিক্ষার কোনো সিলেবাস নেই বললেই চলে। শিক্ষাব্যবস্থা ও কারিকুলামের এমন দৈন্যদশা থেকে দেশ ও জাতির ধ্বংস ঠেকাতে যুবকদের জন্য মসজিদ নামক দ্বীনী শিক্ষার মহাবিদ্যালয়গুলো একমাত্র আশার আলো। এখানে এসে যুবকরা শিখতে পারে দ্বীনের

পশ ন, ি মেলিক জ্ঞ

আদায়কারী মানুষগুলোর সংস্পর্শে এসে সে নিজেও হয়ে ওঠতে পারে সৎ ও ধার্মিক যুবক। এজন্য মহান আল্লাহ একদিকে যেমন রুকূকারীদের সাথে রুকু করতে বলেছেন, ঠিক অন্যদিকে সত্যবাদীদের সঙ্গ দিতে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ 'আর তোমরা ছালাত ক্বায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ করো' *(আল-বাক্বারা, ২/৪৩)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো' *(আত-তাওবা, ১১৯)*।

রাসূল ﷺ বয়োজ্যেষ্ঠ ছাহাবীদের মতো যুবক ছাহাবীদেরকেও সবকিছুতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। আবার যুবকরাও রাসূল ﷺ-এর যেকোনো ডাকে সবার আগে সাড়া দিতেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ নিতে যুবক ছাহাবী মুআয ও মুয়াওয়ায রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর কৌশলের কথা কে না জানে? তেমনিভাবে হানযালা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর যুদ্ধে যাওয়া, শহীদ হওয়া এবং জান্নাতে ফেরেশতা কর্তৃক তার গোসল করানোর ঘটনাও সবার জানা।

৪. বিবাহিত যুগলদের জন্য মসজিদ হচ্ছে শান্তির নীড়: স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব তথা পরিবারিক কলহ এ সমাজে এক ভয়াবহ মহামারিতে রূপ নিয়েছে। 'দৈনিক প্রথম আলো'র ২০২৩ সালের ১৩ জুনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকা শহরে প্রতি ৪০ মিনিটে একটি করে তালাক সংঘটিত হয়। 'এখন' টিভি চ্যানেলের নিউজ অনুযায়ী, রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৫০টিরও বেশি সংসার ভাঙছে। ২০২৩ সালে ঢাকার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৭ হাজার ৩০৬টি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৬ হাজার ৩৯৯টি বিবাহবিচ্ছেদ রেকর্ড করেছে। বিবাহবিচ্ছেদের এ মহাপ্রলয়ের পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকলেও মূল কারণ হিসেবে পরিবারগুলোর মধ্যে আল্লাহভীতির অভাব, দুনিয়াবী লোভ-লালসা, পরকীয়া, আকাশচুম্বী বাসনা আর আখেরাত বিমুখতাকেই সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয়। আর এ সকল কারণের পিছনে যে কারণটি লুকিয়ে রয়েছে তা হচ্ছে, পরিবারগুলোর মসজিদ বিমুখতা। অতি নগণ্য সংখ্যক স্বামী-স্ত্রীর সাথে মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের মিম্বারগুলো থেকে প্রতিনিয়ত কমবেশি একটি আদর্শ পরিবারের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে কথাগুলো বলা হয়, পরিবারগুলো যদি তা কাজে লাগাত, তাহলে সমাজের এমন করুণ চিত্র আমাদের কখনো দেখতে হতো না। কেননা মসজিদকেন্দ্রিক নৈতিক শিক্ষা তাদের মধ্যকার সম্পর্ক আরও গভীর করতে যে ভূমিকা রাখতে পারে, অন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তা পারে না।

এদেশে মসজিদের সাথে পুরুষদের তুলনামূলক বাড়তি সম্পর্ক থাকলেও নারীদের কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে। প্রতিটি মসজিদেই পারিবারিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় উঠে এসেছে যে, ডিভোর্স-এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ ঘটনাতেই নারীর ভূমিকা পুরুষের তুলনায় বেশি। এ দেশে নারীরা হাট-বাজার, অফিস-আদালত, মাঠ-ময়দান, বিনোদন স্পটসহ যত্রতত্র যখন তখন বাধাহীনভাবে যাতায়াত করার অধিকার রাখলেও কেন যেন আল্লাহর ঘর মসজিদে উপস্থিত হয়ে দ্বীনের দুটি কথা শোনার অধিকার তারা রাখে না। শরীআহ তাদেরকে বারণ না করলেও সমাজের আবেগী অজ্ঞ মুসলিমরা তাদেরকে সে পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সমাজের অধিকাংশ নারীরা দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। তারা খ্রিষ্টান মিশনারিদের পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ঠিকই অংশ নেয়। অসংখ্য নারী ঘর থেকে বের হয়ে ক্ষুদ্রঋণের মতো সূদী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ছে, নিয়মিত কিস্তির হাযিরা দিচ্ছে। পরপুরুষের সাথে

১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৯।

www.al-itisam.com

হাসিতামাশা করছে তাতে কোনো সমস্য হচ্ছে না, কেবল মসজিদে আসাতেই যত সমস্যা। ফলে অনবরত পারিবারিক কলহ লেগেই থাকে এবং প্রতিনিয়ত বিচ্ছেদের ঘটনা বেড়েই চলেছে। তাই মসজিদের সাথে একটি দম্পতির সম্পর্ক গভীর ও দৃঢ় করতে পুরুষের ন্যায় একজন নারীরও অবাধে মসজিদে আসতে পারার অধিকার ও অভ্যাস থাকা উচিত। সে জন্য মসজিদে দ্বায়িত্বশীল যোগ্য সুপুরুষ আর স্বনির্ভর আলেমের উপস্থিতিও জরুরী। প্রত্যেকটা মসজিদকে জুমআর মসজিদ না বানিয়ে একটা গ্রামে একটি থেকে সর্বোচ্চ দুটি জামে মসজিদ রাখা উচিত, যেখানে সুযোগ্য আলেম থাকবেন।

৫. বয়োবৃদ্ধদের জন্য মসজিদ হচ্ছে প্রশান্তির ঠিকানা: ঘরে ঘরে বয়োবৃদ্ধ মানুষগুলোর হতাশা এবং একাকিত্বের দুর্বিষহ জীবনযুদ্ধ এখন উত্তাল সাগরের পানির ঢেউয়ের গতিতে বেড়েই চলছে। কারণে বা অকারণে সন্তানেরা পিতামাতার কাছ থেকে দূরে থাকছে অথবা পরিস্থিতির কারণে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এতে বৃদ্ধ পিতামাতা নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আশার বাণী হচ্ছে, ছালাতকে কেন্দ্র করে মসজিদগামী বয়োবৃদ্ধরা মসজিদমুখী অন্যান্য মুছল্লীদের সাথে ছালাতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পায়, তা তাদের হতাশা এবং মানসিক কষ্ট দূর করতে বড় ভূমিকা রাখে। যখন নিকটজনদের সকলেই তাদের ছেড়ে বহু দূরে থাকে, তখন শৈশবের মতো তারা তাদের আনন্দ-বেদনার কথাগুলো শেয়ার করার মতো কিছু সৎজন ও ছালাত আদায়কারী বন্ধু পেয়ে যান। আর এ সৎসঙ্গ তাদের মাঝে স্বর্গীয় সুখ ফিরিয়ে দেয়। মসজিদের মিম্বারগুলো থেকে প্রতিনিয়ত তারা যে কথাগুলো শুনতে পান, তা একদিকে তাদের মনের পিপাসা যেমন দূর করে, অন্যদিকে তেমনি তাদের মনে সাহস ও সান্ত্বনা যোগায়। মাঝেমধ্যেই হতাশার অন্ধকার ছেয়ে আসলেও ঈমানের আলো দিয়ে তা তারা দূর করতে সক্ষম হন। ঠিক এভাবেই মুছল্লীদের সাথে তাদের একে অপরের যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক জন্মায় তা তাদেরকে একাকিত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, একটা সময় বয়োবৃদ্ধ মানুষগুলোকে মসজিদে পড়ে থাকতে দেখা গেলেও আজ তা হারিয়ে গেছে। অজ্ঞতা, উদাসীনতা এবং লালসার দাসত্ব তাদেরকে পেয়ে বসেছে। দিনের অধিকাংশ সময়ই তারা বিভিন্ন ধরনের বিনোদন কিংবা ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে পড়ে থেকে দিন পার করে দিচ্ছে, যা তাদের হতাশা আর একাকিত্বের যন্ত্রণা আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই বেলা শেষে পরিণত বয়সে প্রশান্তি ফিরে পেতে তাদের ফিরে আসা উচিত আল্লাহর ঘরে, পড়ে থাকা উচিত আল্লাহর কিতাব নিয়ে। এ বয়সে একমাত্র মসজিদ-ই হতে পারে তাদের জন্য পৃথিবীতে সেরা প্রশান্তির ঠিকানা।

৬. বিচারপ্রার্থীদের জন্য মসজিদ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিচারালয়: রাসূল ﷺ-এর সময় থেকেই মসজিদ ছিল মুসলিম রাষ্ট্রের বিচার-ফয়সালার কেন্দ্রবিন্দু। আজও অনেক মসজিদে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে আরব বিশ্বে ক্বিছাছ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিচার-ফয়সালা প্রতিটি অঞ্চলের কেন্দ্রীয় মসজিদের খোলা মাঠে কার্যকর করা হয়। রাসূল ﷺ নিজ মসজিদে বসে হাজারো মানুষের সুখ-দুঃখ আর আনন্দ-বেদনার কথা শুনে যথাযথ ব্যবস্থা নিতেন। মসজিদে নববী-ই ছিল মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়। বিচারকের মধ্যে আল্লাহভীতি এবং শান্ত মেজাজের উপস্থিতি অতীব জরুরী দুটি বিষয়। আর একজন বিচারক যখন আল্লাহর ঘরে বসে বিচার-ফয়সালা করেন, তখন তার মধ্যে বাড়তি আল্লাহভীতি এবং শান্ত মেজাজের বাড়তি উপস্থিতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনিভাবে মসজিদে উপস্থিত আমজনতা যখন এ সকল বিচার-ফয়সালার প্রত্যক্ষদর্শী হয়, তখন সরাসরি তার একটা প্রভাব তাদের জীবনে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। নবী ﷺ-এর মসজিদের মতো আমাদের সমাজের মসজিদগুলোতে আজও যদি কোর্ট-কাছারির পাশাপাশি ছোটখাটো কিছু বিচার-ফয়সালার ব্যবস্থা থাকত, তাহলে সমাজের চলমান অধঃপতন হয়তো আমাদের দেখতে হতো না। কোর্ট-কাছারির বিচার-ফয়সালাতে বাদী-বিবাদী আর বিচারক পক্ষ ছাড়া আর কোনো পক্ষ থাকে না বললেই চলে। আর মসজিদকেন্দ্রিক বিচার-ফয়সালাগুলো উল্লিখিত পক্ষগুলো ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তা দেখতে পায়। ফলে সকলেই এ থেকে শিক্ষা নিতে ও সতর্ক হতে পারে। মসজিদের এমন ভূমিকা সুখী ও আদর্শ সমাজের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৭. মসজিদ হচ্ছে আত্মার চিকিৎসাকেন্দ্র: আল্লাহর যিকির বা স্মরণ আত্মার প্রশান্তির সবচেয়ে সেরা ওষুধ। আল্লাহ বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো! আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়’ *(আর-রা‘দ, ১৩/২৮)*।

আর আল্লাহর ঘর মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর যিকিরের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা। মহান আল্লাহ বলেন,﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ ‘সেসব ঘর যেগুলোকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। (কিছু লোক) তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে’ *(আন-নূর, ২৪/৩৬)*। বর্তমান দুনিয়াতে মানুষের শারীরিক সমস্যাগুলো চিকিৎসার জন্য উন্নত অনেক ব্যবস্থা রয়েছে। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও অনেক আধুনিক ও বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা কেবলই মানুষের শারীরিক চিকিৎসা দিয়ে থাকে; কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, রাগ, লোভ, লালসা, হতাশা, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি মানসিক এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিধ্বংসী ব্যাধিসমূহের সুচিকিৎসা ও স্থায়ী সমাধানের কোনো ব্যবস্থাই এসকল হাসপাতালে নেই। সেক্ষেত্রে আল্লাহর ঘর মসজিদগুলো জন্মলগ্ন থেকেই এ

www.al-itisam.com

সকল ব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়ের ভূমিকা পালন করে আসছে। আল্লাহর ঘর মসজিদের একেকজন ইমাম ও খতীব একেকজন সাইকোলজিস্ট ডাক্তারের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় আরোগ্য প্রত্যাশী সমাজের অসংখ্য মানসিক রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। আল-হামদুলিল্লাহ!

৮. মসজিদ হচ্ছে সাম্যের প্রতীক: মসজিদ হচ্ছে একটি সমাজের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে একই সময়ে একই স্থানে এক কাতারে এবং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্তসহ সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মিলিত হয় এবং ছালাত আদায় করে। তাদের মধ্যে তখন থাকে না কোনো ভেদাভেদ, পার্থক্য ও হিংসা-বিদ্বেষ। সকল পরিচয় ভুলে গিয়ে এক আল্লাহর সামনে চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে তাঁর গোলাম দাঁড়াবে এটাই মহান আল্লাহর নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿حٰفِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِينَ﴾ ‘তোমরা ছালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে বিনীতভাবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৩৮)*।

এভাবেই ছালাতের জন্য মসজিদে সবার উপস্থিতি সকলকে কোমলতা ও বিনয়ের শিক্ষা দেয়। এছাড়া রাসূল ﷺ ছালাতের কাতারে অত্যন্ত যত্নসহকারে যে কোনো প্রকার সৌন্দর্যহীনতা পরিহার করে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ ‘তোমরা কাতার সোজা করে দাঁড়াও, কাঁধের সাথে কাঁধ বরাবর করে দাঁড়াও, ফাঁকা জায়গাগুলো বন্ধ করো, তোমাদের ভাইদের সাথে বিনম্র থাকবে, কাতারের মধ্যে শয়তানের জন্য জায়গা ফাঁকা রেখে দাঁড়াবে না। আর জেনে রেখো! যে ব্যক্তি কাতারে মিলেমিশে দাঁড়ায়, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে থাকেন আর যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে ফাঁকা রেখে দাঁড়ায়, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকেন’।[১৫] সাম্যের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি আর হয় না। মসজিদকেন্দ্রিক সাম্যের এ মহান শিক্ষা-ই দিতে পারে একটি আদর্শ পরিবার ও সমাজের জন্ম।

৯. মসজিদ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, গাম্ভীর্যপূর্ণ ও শান্তশিষ্ট হতে শেখায়: গোলাম তার মালিকের সামনে যাবে আর তার মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতি থাকবে না, তা কি হয়? তার হাঁটার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য থাকবে না, তাও কি হয়? তাই তো ইক্বামত হলে আল্লাহর নবী ﷺ তাড়াহুড়ো করে কিংবা দৌড়ে এসে ছালাতে শামিল হতে বারণ করেছেন। বরং বিশেষ ভাবগাম্ভীর্যসহ আত্মসম্মানের সাথে, ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে এবং শান্তভাবে ছালাতে শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا ‘যখন তোমরা ইক্বামত শুনতে পাবে, তখন তোমরা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে ছালাতে শামিল হবে, তোমাদের আবশ্যক হলো প্রশান্ত, গাম্ভীর্যভাব বজায় রাখা আর তোমরা তাড়াহুড়া করবে না’।[১৬] এভাবে একজন ছালাত আদায়কারী যখন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে গাম্ভীর্য অবলম্বন করে মসজিদ পানে ছুটে যায়, তখন নিঃসন্দেহে তা তার মধ্যে একটি ভালো অভ্যাসের জন্ম দেয়, যা তাকে সমাজের সবার কাছে প্রিয় করে তোলে। এভাবেই যখন সমাজের মানুষ একে অপরের প্রিয় হয়ে ওঠে, তখন সে সমাজ একটি আদর্শ সমাজ হতে বাধ্য।

১০. দায়িত্বশীলদের বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত মসজিদ থেকে সে শিক্ষা পাওয়া যায়: যমীনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জায়গার ব্যবস্থাপনাও হতে হবে সবচেয়ে সুন্দর এ কথা-ই ঠিক। সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বশীল মানুষও হওয়া চাই উত্তম মানুষ। মহান আল্লাহ বলেন,﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ ‘তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি, ছালাত ক্বায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আত-তাওবা, ৯/১৮)*।

তাই যে কাউকে মসজিদের দায়িত্বশীল বা কমিটিতে স্থান করে দেওয়া মহান আল্লাহর নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। উল্লিখিত পাঁচটি গুণ দায়িত্বশীলের মধ্যে থাকা চাই। সমাজের মানুষ মসজিদের দায়িত্বশীল নির্বাচন করতে অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে কাউকে দায়িত্ব দিতে এসকল বিষয়ে চিন্তা করবে এটাই স্বাভাবিক। সত্যিকারার্থে সমাজের প্রতিটি কাজে যদি এ পন্থা অবলম্বন করা যেত, তাহলে প্রতিটি সমাজ সোনার মদীনার ন্যায় সোনার সমাজে রূপান্তরিত হতো এবং সব ধরনের অস্থিরতা কেটে যেত।

১১. ছালাতের নির্ধারিত সময়ে জামাআতে ছালাত আদায়ের অভ্যাস ব্যক্তিকে নিয়মতান্ত্রিক, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হতে শেখায়: মানুষের জীবন মূলত কিছু সময়ের সমষ্টি। সময়ের মূল্য দিতে পারা মানে জীবনের মূল্য বুঝতে পারা। সময়ের যথাযথ ব্যাবহার-ই একজন মানুষকে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছে থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতকে আল্লাহ নির্দিষ্ট সময়ের সাথে বেঁধে দিয়েছেন, যা যথাসময়ে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতবদ্ধভাবে আদায় করা মুমিন পুরুষের উপর ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا﴾ ‘নির্ধারিত সময়ে ছালাত ক্বায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য’ *(আন-নিসা, ৪/১০৩)*।

১৫. ছহীহ আত-তারগীব, হা/৪৯৫।

১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৬।

www.al-itisam.com

একইভাবে আল্লাহ নিয়মিত জামাআতবদ্ধভাবে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যা ব্যক্তিকে সময়ের গুরুত্ব এবং নিয়মতান্ত্রিক হতে শেখায়। মহান আল্লাহ বলেন,﴿وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ﴾ ‘আর তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ করো’ *(আল-বাক্বারা, ২/৪৩)*।

মসজিদ মানুষকে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। তাই তো মসজিদে যেনতেন পোশাক পরিধান করে যেতে বারণ করা হয়েছে, যা ব্যক্তিকে পরিচ্ছন্ন জীবনে উৎসাহিত করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,﴿يٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوٓا إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ‘হে বনী আদম! প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করো, খাও এবং পান করো; কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৩১)*। এছাড়া রাসূল ﷺ কাঁচা পেঁয়াজ এবং রসুনের মতো কড়া গন্ধযুক্ত খাবারের সামান্য ঘ্রাণ নিয়েও মসজিদে যেতে বারণ করেছেন, তা কারো অজানা নয়। মুমিন কখনো অন্যের কষ্টের কারণ হতে পারে না, সে কারণেই রাসূল ﷺ-এর এই সতর্কবাণী। এভাবেই মসজিদ আল্লাহর বান্দাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক হতে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

১২. মসজিদে ব্যক্তির নিয়মিত উপস্থিতি ব্যক্তিকে নিফাক্বী থেকে মুক্তি দেয়: একটি সমাজের অস্থিরতার পেছনে সমাজে বসবাসরত কপট মুনাফেক্বদের ভূমিকা বিরাট। তাদের মিথ্যাবাদিতা, খেয়ানত, গালমন্দ ইত্যাদি বিষয় প্রতিনিয়ত একটি সমাজকে ধীরে ধীরে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। তাই সমাজের কপট শ্রেণির মানুষের পরিশুদ্ধি ছাড়া কখনো একটি আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব নয় আর জামাআতবদ্ধ ছালাত মানুষকে কপটতা থেকে মুক্তি দেয়, বিশেষত এশা ও ফজরের ছালাত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ صلَّى للهِ أربعينَ يومًا في جماعةٍ يُدْرِكُ التَّكْبيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النارِ، و بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ‘যে ব্যক্তি ৪০ দিন যাবৎ তাকবীরে তাহরীমার সাথে জামাআতে ছালাত আদায় করবে, তাকে দুটি বিষয় থেকে মুক্তি দেওয়া হবে— ১. জাহান্নামের আগুন ও ২. নিফাক্বী’।[১৭]

তিনি আরও বলেন,لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ‘মুনাফেক্বের জন্য এশা ও ফজরের ছালাতের চেয়ে ভারী আর কোনো ছালাত নেই। তারা যদি জানত যে, এ দুই ছালাতে কী (পরিমাণ ছওয়াব ও কল্যাণ) আছে, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে উপস্থিত হতো’।[১৮]

এজন্যই ছাহাবীগণ যখন কাউকে জামা‘আতে অনুপস্থিত দেখতেন, তখন তারা তাকে মুনাফেক্ব মনে করতেন। এ সকল হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিয়মিত জামাআতবদ্ধ ছালাত ব্যক্তি ও সমাজকে নিফাক্ব থেকে পবিত্র করে। এককথায় মসজিদ মানুষকে কপটতা পরিহারের শিক্ষা দেয়। এভাবেই মসজিদের ছোঁয়ায় একটি সমাজ কপটতা থেকে মুক্ত হয়ে আদর্শ সমাজে পরিণত হতে পারে। কোনো কোনো সালাফ বলেছেন, তোমরা কি জান সকালবেলার বাতাস কেন এত মনোমুগ্ধকর? এর কারণ হলো সকালের বায়ু মুনাফেক্বদের নিঃশ্বাস থেকে মুক্ত থাকে।

সমাপনী:

পরিশেষে নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে, আজকের এ অসুস্থ সমাজের মানবিক ও আদর্শিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষকে সোনালী অতীতের দিকে ফিরিয়ে নিতে প্রথমত মসজিদগুলোকে মূলধারার আবাদী মসজিদে রূপান্তরিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মসজিদের সাথে সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের অধিকতর উপস্থিতি ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে আমরা গড়তে পারব একটি আদর্শ সমাজ, যেখানে থাকবে না মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, খুনাখুনি, বৈষম্য আর মানবাধিকার লঙ্ঘন। পরিশেষে মহান মালিকের দরবারে ফরিয়াদ করি, তিনি যেন আমাদেরকে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিনিময়ে একটি সোনালি সমাজ উপহার দেন- আমীন!

১৭. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৬৫২।
১৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৭।

www.al-itisam.com

শীত: আল্লাহর রহমতের বারিধারা, মুমিনের ছওয়াবের মৌসুম

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

শীতকাল ইসলামে ইবাদত পালনের জন্য একটি বিশেষ সময় হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে, দিন ছোট হয় এবং রাত দীর্ঘ হয়— যা মুমিনদের জন্য ইবাদত, যিকির-আযকার ও আত্মসমালোচনার উত্তম সুযোগ এনে দেয়। ইসলামী শিক্ষায় শীতকে শুধু প্রকৃতির এক মৌসুম হিসেবে দেখা হয়নি, বরং এটিকে আখেরাতের সফলতা অর্জনের এক অনন্য সুযোগ বলা হয়েছে। প্রিয় নবী ﷺ শীতকালকে 'মুমিনের বসন্তকাল' বলেছেন। কারণ এতে ইবাদত করা সহজ হয়, পাপ থেকে বিরত থাকা সহজ হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়।

কুরআনে শীতকালীন ইবাদতের তাৎপর্য:

কুরআনে সরাসরি 'শীতকালীন ইবাদত' শব্দবন্ধ না থাকলেও ইবাদত, তাক্বওয়া, ধৈর্য ও আল্লাহর স্মরণ সম্পর্কিত অসংখ্য আয়াতে এই সময়ের গুরুত্ব পরোক্ষভাবে ফুটে উঠেছে। শীতের দীর্ঘ রাত ও সংক্ষিপ্ত দিন ইবাদতের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রশংসা করো' *(আল-আহযাব, ৩৩/৪১-৪২)*।

শীতের রাতে মানুষ সহজেই দীর্ঘ সময় জেগে ছালাত আদায় করতে পারে, কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে এবং ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারে। এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ঋতু যা-ই হোক না কেন, আল্লাহর স্মরণ ও প্রশংসা সর্বদা অব্যাহত থাকা উচিত।

হাদীছে শীতকালীন ইবাদতের গুরুত্ব:

রাসূলুল্লাহ ﷺ শীতকালের ইবাদত সম্পর্কে একাধিক হাদীছে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি শীতকালকে মুমিনের জন্য বিশেষ অনুগ্রহের সময় বলেছেন।

১. শীত মুমিনের বসন্তকাল: নবী ﷺ বলেছেন, 'শীতকাল মুমিনের বসন্তকাল। দিন ছোট হওয়ায় সে ছিয়াম রাখতে পারে এবং রাত দীর্ঘ হওয়ায় ছালাত আদায় করতে পারে'।[১৯] এই হাদীছে বুঝা যায়, শীতকাল এমন এক মৌসুম, যেখানে ইবাদত সহজ হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব হয়।

২. তাহাজ্জুদ ও রাতের ইবাদত: শীতের দীর্ঘ রাত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার সর্বোত্তম সময়। নবী ﷺ বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ 'তোমাদের ক্বিয়ামুল লায়ল (রাতের ছালাত) আদায় করা উচিত। কেননা রাতে ইবাদত করা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণের রীতি, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের সুযোগ এবং পাপরাশি মোচনকারী ও পাপ হতে বিরত থাকার অন্যতম মাধ্যম'।[২০] তাহাজ্জুদ ছালাত শুধু পাপ মোচনের মাধ্যমই নয়, বরং এটি আল্লাহর বিশেষ প্রিয় ইবাদত। শীতের সময় ঘুম থেকে ওঠা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়, ফলে এই ইবাদত অধিক পরিমাণে করা সম্ভব।

৩. ছিয়াম ও সাহরীর বরকত: শীতকালে দিন ছোট হওয়ায় ছিয়াম রাখা সহজ হয়। নবী ﷺ বলেছেন, تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً 'তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে'।[২১]

ছিয়াম মুমিনের আত্মসংযম বৃদ্ধি করে এবং তাক্বওয়া অর্জনে সহায়তা করে। তাই শীতকাল এই ইবাদতের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত সময়।

৪. দান ও সহযোগিতা: শীতের সময় অনেকেই ঠাণ্ডার কষ্টে ভোগে। গরীব-অসহায় মানুষদের মাঝে শীতবস্ত্র ও খাদ্য বিতরণ করা ইসলামে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। নবী ﷺ বলেছেন, 'সেরা দান হলো সেই সময়ে দান করা, যখন মানুষ কষ্টে থাকে'।[২২] অতএব, শীতকাল শুধু নিজের আরাম-আয়েশের সময় নয়, বরং সমাজের দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোরও সময়।

শীতের বিশেষ ইবাদত ও আমল:

১. ফজরের ছালাত ও সূর্যোদয়ের পর যিকির: শীতের ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে ফজরের ছালাত আদায় করা অনেকের কাছে কষ্টকর মনে হলেও এ সময়ের ছালাতের ছওয়াব অপরিসীম। নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা ও গরমের কষ্ট সত্ত্বেও জামাআতে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের হাওয়ার স্বাদ দেবেন'।[২৩] ফজরের পর বসে যিকির-আযকার, দু'আ, কুরআন তেলাওয়াত এবং সূর্যোদয়ের পর দুই রাক'আত ইশরাক ছালাত আদায় করা বিশেষ বরকতপূর্ণ ইবাদত।

এই প্রবন্ধের বাকি অংশ ২৩ নং পেজে...

১৯. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪১৫৯; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৩৮৫২।

২০. তিরমিযী, হা/৩৫৪৯।

২১. ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৫।

২২. ছহীহ মুসলিম, হা/১০১০।

২৩. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৭৮৭৯।

www.al-itisam.com

ইসকনের আদ্যোপান্ত

-ইবনু মাসউদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাংলাদেশে ইসকনের সমালোচিত ঘটনাবলি বিশ্লেষণ:

স্বামীবাগে ইসকনের ইতিহাস:

প্রথমে বলে নেওয়া ভালো যে, ইসকন বাংলাদেশের যে জায়গাগুলোতে তাদের আস্তানা গড়ে তুলেছে, সে জায়গাগুলোতে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা থাকে। স্বামীবাগে রয়েছে হিন্দুদের মেথরপট্টি। সেই মেথরপট্টির আশেপাশেই বাংলাদেশের ইসকন সমর্থিত মন্দিরের প্রধান মন্দির গড়ে উঠেছে। স্বামীবাগের এই মন্দিরটির সাথে জড়িয়ে আছে সনাতনী হিন্দুদের ইতিহাস। এই মন্দিরটি মূলত ছিল সনাতনী হিন্দুদের আশ্রম, মন্দির ও বসতবাড়ি। ইসকন অতি কৌশলে চক্রান্ত করে সনাতনী হিন্দুদের তাড়িয়ে এ মন্দির দখল করে।[২৪] স্বামীবাগ মন্দিরের পাশেই রয়েছে সাড়ে তিনশত বছরের ইতিহাস বিজড়িত মসজিদ।[২৫]

স্বামীবাগের মন্দির নিয়ে সাউথ এশিয়া মনিটরের প্রতিবেদনের চুম্বকাংশ নিচে উল্লেখ করা হলো:

পুরান ঢাকার ৭৯ স্বামীবাগে স্বামী ত্রিপুরলিংগ প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও আশ্রমটি অর্পণনামার ভিত্তিতে নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে দখলে নেয় ইসকন। বর্তমানে এটি ইসকনের প্রধান কার্যালয়। এর ঠিক উল্টো দিকে ৮২ স্বামীবাগ প্লটের উপর রয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশত বছরের পুরনো স্বামীবাগ জামে মসজিদ। মসজিদটির পুরনো স্থাপনার স্থানে বর্তমানে পাঁচতলা ভবন রয়েছে, এখানে মুছল্লী ধারণক্ষমতা প্রায় দেড় হাজার। মুছল্লীদের অভিযোগ হলো প্রতিনিয়ত আযান ও ছালাতের সময়েও ইসকন ভক্তরা লাউডস্পিকারে ঢোল-বাদ্যের সঙ্গে কৃষ্ণ কীর্তন করে, যা ছালাতে বিঘ্ন ঘটায়।

গত আগস্টের শেষ সপ্তাহে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে টানা কয়েকদিনের অনুষ্ঠান চলে। এরই মধ্যে একদিন গিয়ে দেখা গেল আশ্রম ও মন্দির ঘিরে এলাকাজুড়ে সাজসাজ রব, অসংখ্য মানুষ। গভীর রাত অবধি লাউডস্পিকারে ঢোল-বাদ্যের সঙ্গে চলে আরতি, ভক্তিগীতি, কৃষ্ণ কীর্তন ও নাচ। মাঝখানে আছর, মাগরিব ও এশার আযান হয়; কিন্তু সাময়িক বিরতিটুকুও দেয়নি ইসকন।

এর আগে ২০১৪ সালে রামাযান মাসে তারাবীহ ছালাতের সময় উচ্চ শব্দে ঢোল-বাদ্য বাজানো বন্ধ করতে বলা হলে দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। স্থানীয় মুরুব্বী, জনপ্রতিনিধি, পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।[২৬]

সিলেটের ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রচার করল মিডিয়া:

২০১৬ সালের ঘটনা। সিলেট নগরীর কাজল শাহ এলাকার মধু শহীদ জামে মসজিদের পাশেই ইসকনের মন্দির, সেখানে মুছল্লীদের আর ইসকনের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ইসকনের পক্ষ থেকে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ইট-পাটকেল ছুঁড়া হয়। উক্ত ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন ৭ জন। মুছল্লীদের দাবি ইসকনের এই মন্দির কর্তৃপক্ষকে অনেক বার বলার পরও তারা ছালাতের সময় উচ্চ শব্দে বাদ্যযন্ত্র বাজায়। উল্লেখ্য, সেদিন সিলেটে কী হয়েছিল তা সঠিকভাবে বাংলাদেশের কোনো মিডিয়া প্রচার করেনি। একপাক্ষিক সংবাদ প্রচার করার প্রতিবাদে 'আওয়ার ইসলাম' নামের এক মিডিয়াতে বলা হয়, এ ঘটনাটি নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়া নানাভাবে প্রচার করছে। এতে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে মুসলিমকে। প্রায় অধিকাংশ মিডিয়া একপেশে সংবাদ পরিবেশন করছেন। অথচ ঘটনা এর বিপরীত। এ বিষয়ে আখালিয়া এলাকার বাসিন্দা আখতার আহমদ 'আওয়ার ইসলাম'-কে জানান, ঘটনার পর থেকে মিডিয়া মুসলিমদের বিপক্ষে লিখছে। অথচ ছালাতের সময় গান না বাজালে হামলার সূত্রপাতই হতো না।[২৭]

ইসকন যেখানে আস্তানা গেঁড়েছে, সেখানে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা থাকে। সিলেটে চা শ্রমিকদের একটা বড় অংশ নিম্নবর্ণের হিন্দু। সেই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাছেই ইসকনের আস্তানা। কয়েক বছর আগে সনাতনী হিন্দুদের রথযাত্রায় হামলা চালিয়েছে ইসকন নেতা মিন্টু ধর।[২৮]

ঠাকুরগাঁওয়ে ইসকন:

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঠাকুরগাঁও জেলায় সনাতনী মন্দির দখল করতে গিয়ে একজন হিন্দুকে খুন করে ইসকন।[২৯] ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে জনকণ্ঠ পত্রিকায় 'ঠাকুরগাঁও মন্দির দখলমুক্ত করার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ' শিরোনামের সংবাদে লেখা হয়েছিল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতি পূজার সময় ঐ মন্দিরের তালা খুলে দিত এবং নিয়মিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল দীর্ঘ ২ বছর ধরে। হঠাৎ গত ৩১ জানুয়ারি দুপুরে ইসকনের শতাধিক লোকজন তালা ভেঙে ওই মন্দির দখলে

২৪. এস সুমন, ইসকন বিতর্ক, পৃ. ৪৭।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।
২৭.www.ourislam24.com
২৮. এস সুমন, ইসকন বিতর্ক, পৃ. ৫৮।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

www.al-itisam.com

নেয় এবং বর্তমানে তারা মন্দির এলাকায় অবস্থান করছে। তারা রশিক রায় জিউ মন্দিরের পাশে আরেকটি মন্দির নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। ঘটনার দিন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও ইসকনের লোকজনকে সরাতে না পারলে সনাতন ধর্মীয় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তারা মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ তুলে নেয়। ইসকন নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে সংঘর্ষ হবার পর ভোলায় পুলিশের গুলিতে ৪ জন নিহত হয়। এ বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি। অন্যদিকে দিনাজপুরেও স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে ইসকনের সংঘর্ষ হয়েছে।[৩০]

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে ইসকন:

যেকোনো মতবাদ কিংবা ধর্মের আলোচনার সাথে সমালোচনা হতেই পারে। তাই বলে কাউকে হত্যা করতে হবে? ইসকন সামান্য ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করে। ২০১৬ সালে সিলেটে ইসকন মন্দির থেকে উস্কানি ছড়ানো নিয়ে সমালোচনামূলক পোস্ট করায় আব্দুর রহমান নামে মসজিদের এক ইমামকে হত্যা করে ইসকন।[৩১] ২০২২ সালে 'আলোকিত চট্টগ্রাম' পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, ফেসবুকে ইসকন নিয়ে লেখার কারণে ৫ জনকে জেলে পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি ইসকনের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় ৬ নভেম্বর চট্টগ্রামের হাজারী গলিতে ইসকনের সন্ত্রাসীরা সহিংসতা ছড়ায়। পরবর্তীতে যৌথবাহিনী পরিস্থিতি শান্ত করতে গেলে তাদের উপর এসিড নিক্ষেপ করে ইসকন।[৩২]

আবরার হত্যাকাণ্ডে ইসকন:

বাংলার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আবরার। আবরার হত্যাকাণ্ড নিয়ে লিখতে গিয়ে কান্না চলে আসে। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি, ইসকন সামান্য ফেসবুককে কেন্দ্র করে কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়েছে। আবরারও কিন্তু ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিল। অবশ্য এটাও মোটা দাগে লক্ষ রাখতে হবে যে, সে পোস্ট ছিল ভারতবিরোধী।

আমি যদি বলি ভারতবিরোধী পোস্টের জন্য ইসকন আবরার ফাহাদকে হত্যা করেছে, তাহলে আপনি সেটা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। ১১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে দৈনিক নয়াদিগন্তে আবরার হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড অমিত সাহাকে ইসকনের সদস্য বলে দাবি করা হয়েছে। সেই প্রতিবেদনে অমিত সাহাকে নিয়ে বলা হয়, অমিত সাহা ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার উপ-আইন বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। গত রোববার রাতে বুয়েটের শেরেবাংলা হলের ২০১১ নম্বর কক্ষে নিয়ে আবরারকে পিটিয়ে হত্যায় অমিত সাহাও ছিলেন। শুধু তাই নয়, এই বর্বর হত্যাকাণ্ডে তিনিই ছিলেন মূল চক্রান্তকারীদের অন্যতম। প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানিয়েছেন, আবরারকে নির্দয়ভাবে মারধরে নেতৃত্ব দেন অমিত সাহা। আবরার নির্যাতন কক্ষে অচেতন হয়ে পড়লে অমিত সাহা 'সে নাটক করছে' বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। অমিত-ই আবরারকে ফলো করে তার ফেসবুক আইডি চেক করে এবং ছাত্রলীগ নেতাদের কাছে তাকে 'শিবির' হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।[৩৩]

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গণমাধ্যম সাউথ এশিয়া মনিটরে বলা হয়েছিল, বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যায় অভিযুক্ত ইসকন সদস্য অমিত সাহাকে প্রথমে মামলার এজাহার থেকে বাদ এবং আটকে বিলম্ব করাকে এ গোষ্ঠীর (ইসকন) প্রভাবের প্রমাণ হিসেবে দেখছেন অনেকে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উক্ত প্রতিবেদনটি অনলাইন থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। অমিত সাহা ছিল এ হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড। অমিত সাহা ছাত্রলীগের কাছে আবরারকে শিবির বলে উপস্থাপন করে। অথচ অমিত সাহাকে আদালত মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। এ যেন ইসকনের ক্ষমতার জয়!

প্রসাদ বিড়ম্বনায় ইসকন:

১৮ জুলাই ২০১৯ সালের দৈনিক ইত্তেফাকে বলা হয়, স্কুলে স্কুলে শিক্ষার্থীদের প্রসাদ খাওয়াল আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী 'ফুড ফর লাইফ' কর্মসূচির আড়ালে ১১ জুলাই ২০১৯ থেকে নগরীর প্রায় ৩০টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ইসকন কর্মীদের শেখানো মতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' মন্ত্র পাঠ করে এ প্রসাদ গ্রহণ করে। শ্লোক-মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে মুসলিমসহ বিভিন্ন ধর্মের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রসাদ গ্রহণে উৎসাহিত করায় অনেক শিক্ষার্থী তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের নযিরবিহীন কর্মসূচিতে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এ ধরনের ঘটনায় বিস্ময় ও নিন্দা প্রকাশ করে এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! কোমলমতি শিশুদের ইসকন প্রসাদ খাওয়ানো আর হরে কৃষ্ণ পাঠ করিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা এ সকল কার্যক্রম ভিডিও করে ছাড়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনা হয়। তারপর এ বিষয়ে হাইকোর্ট থেকে ইসকনকে নিন্দা জানানো হয়। এক পর্যায়ে ইসকন ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হয়।[৩৪]

পাঠ্যপুস্তকে ইসকন:

স্কুলে হিন্দুদের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বই রয়েছে। যে বইয়ে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে হিন্দু ছেলেমেয়েরা জানতে পারে। অষ্টম শ্রেণির হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের ৯০ পৃষ্ঠায় ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
৩২. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৬ নভেম্বর, ২০১৯।
৩৩. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯।
৩৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জুলাই, ২০১৯।

www.al-itisam.com

অভয়চরণ দের জীবনী দেওয়া হয়েছে। এমন মস্তিষ্কবিকৃত মানুষ, উপরন্তু যার সনাতনী হিন্দু নিয়ে বিন্দু পরিমাণ সাধনা নেই, যেই মানুষটা হিন্দুধর্মের সকল গুরুর ব্যাপারে ঘৃণ্য মন্তব্য করেছে। পাঠকদের কেন এ বিষয়টি অবগত করছি? অনুধাবন করুন, ইসকন কতটা ধুরন্ধর। এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে ইসকন নেই।

বাংলাদেশে প্রচার-প্রচারণায় ইসকন:

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের নাটক বা নাটিকাগুলো সাধারণত মহাভারত থেকে নেওয়া হয়। এখন ইসকন মহাভারত নয়, বরং নিজেরা তৈরি করে সামাজিক ও সমসাময়িক নাটক। একজন ব্রহ্মচারী বলেন, নাটিকাগুলোর রচনায়, নির্দেশনায় এবং অভিনয়ে আমরাই থাকি; তবে সবসময় মনে রাখতে হয়, আমরা বিনোদনের জন্য করছি না, কৃষ্ণের দর্শন প্রচারের জন্যই করছি। সেই দিকটিই যাতে ফুটে উঠে।[৩৫] উল্লেখ্য, ইসকনের মাসিক পত্রিকার নাম 'হরে কৃষ্ণের সমাচার'। সম্ভবত এ পত্রিকাটি ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে ইসকনের ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম 'অমৃতের সন্ধানে'। সম্ভবত এ পত্রিকাটি ২৭ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ সকল পত্রিকা স্বামীবাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে ইসকনের প্রচারণার মূল মাধ্যম হচ্ছে কীর্তন। কীর্তন পরিবেশনার জন্য সারা দেশে ইসকনের বিভিন্ন টিম আছে।[৩৬]

২০২৩ সালে অমর একুশে বইমেলায় বেশ কয়েকটি ইসলামী প্রকাশনীকে বসতে দেওয়া হয়নি। সেই বছর বইমেলায় ইসকন স্টল পায়। ইসকনের স্টল নম্বর ছিল ৪৭৪। জনপ্রিয় ই-কমার্স সাইট রকমারিতে দেখা যায়, ইসকনের প্রায় ১০০টির অধিক বই বিক্রি হচ্ছে।

ইসকনের প্রভাব:

মিডিয়ার এক সাক্ষাৎকারে স্বামীবাগ আশ্রমের ব্রহ্মচারী ঈশ্বর গৌরহরিদাস কোনো রাখঢাক ছাড়াই বললেন, বাংলাদেশ প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকদের ৩/৪ জন করে ইসকনের ভক্ত অনুসারী রয়েছেন। আর নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সব ক্ষেত্রেই ২/৩ জন করে থাকছেন। হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ওখানেও আমাদের একজন নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন, সব প্রক্রিয়া শেষ, এখন শুধু ফলাফলের অপেক্ষা।

আরো জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগেও ইসকনের অনুসারী শিক্ষক আছেন। অভিযোগ আছে যে, ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কমপক্ষে তিনজনকে নিয়োগ দিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে চাপ দিয়েছে ইসকন।[৩৭]

'দুর্দান্ত সৈনিক' পত্রিকার বরাত দিয়ে জানা যায়, সাবেক ও বর্তমান বিচারপতিসহ পুলিশ ও প্রশাসনের অনেকেই ইসকনের সদস্য।[৩৮] ৪ জুলাই ২০১৪ সালে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু স্বামীবাগে গিয়ে ইসকনকে এ বলে আশ্বাস দেয় যে, তাদের একটি টিভি চ্যানেল খুলে দেওয়া হবে।[৩৯] সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, যিনি চট্টগ্রাম ৯ আসনের এমপি ছিলেন, তিনি ইসকনের সকল প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকতেন। এক ভিডিও বার্তায় দেখা যায়, তিনি হরে কৃষ্ণ জপে বক্তব্য শুরু করছেন। তিনি বলেন, আমার বাবা হরে কৃষ্ণ শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমাকে ভারত পাঠিয়েছিলেন। লন্ডনে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে ইসকনের মন্দির ছিল। আমি সেখানে যেতাম। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, নওফেল লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অব ল'তে পড়াশোনা করেছেন।

ভারতের টাকায় ইসকন:

সিলেটের যুগলটীলাতে ২৩ নভেম্বর ২০১৮ সালে ইসকনের ছাত্রাবাস উদ্বোধন করতে আসেন ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, আমি পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে ইসকনের প্রধান মন্দিরে ভ্রমণ করেছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও আমি ইসকনের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলাম। সেখানেও ইসকনের অনেক অনুসারী আছেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশে ইসকনের কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে আসছে। আমরা বাংলাদেশে দুটি ইসকন সেন্টারে উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করেছি। পুরো বক্তব্যে উনি বুঝাতে চাইলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশ ইসকনকে সহায়তা করছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন, সিলেটে ভারত ইসকনকে ৭ দশমিক ৪ কোটি টাকা অর্থায়ন করেছে।[৪০]

ইসকনের কার্যক্রম:

বাংলাদেশে ইসকনের ভয়াবহ অনেক কার্যক্রম আছে। আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এমন ২টি কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করলাম—

১. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: 'বাংলাদেশে র' বইয়ের ১৭১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ইসকনের সদরদপ্তর ভারতের নদীয়া জেলার পাশে মায়াপুরে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উস্কানিমূলক হিন্দুদের অনুষ্ঠান পালন করা, উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি। পাঠকের উদ্দেশ্যে বলছি, ইসকন যতগুলো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটিয়েছে সবগুলোর মূল লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।[৪১]

৩৫. এস সুমন, ইসকন বিতর্ক, পৃ. ১৫১।
৩৬. প্রাগুক্ত।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০, ৫২।

www.al-itisam.com

২. লাভ ট্র্যাপের মাধ্যমে মুসলিম নারীদের ক্ষতি করা: Protect Our Sisters নামে একটি সংগঠন, যারা মূলত ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ষড়যন্ত্র লাভ ট্র্যাপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় কাজ করছে। লাভ ট্র্যাপ হলো হিন্দু ছেলেরা মুসলিম মেয়েদের কাছে ধর্মীয় পরিচয় গোপন করে বিয়ে করে পালিয়ে যায় অথবা প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের পর শারীরিক সম্পর্ক করে তার ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল করে। লাভ ট্র্যাপের ব্ল্যাকমেইল ও কালো জাদুর কারণে অনেক মুসলিম মেয়েকে ভারতে পাচারও করা হয়েছে।

Protect Our Sisters এর দাবি: বাংলাদেশ ইসকনে যুবক সদস্যদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। যে ট্রেনিংয়ে মূলত শেখানো হয় কীভাবে মুসলিম মেয়েদের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলা যায়। ট্রেনিংয়ে শেখানো হয় কীভাবে মুসলিম মেয়েদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে ভিডিও করতে হয়। Protect Our Sisters থেকে আরো জানানো হয়, আমরা ইসকন সদস্যের কাছ থেকে এ বিষয়ে জানতে পেরেছি এবং অনেক তরুণীর সাথে ইসকন সদস্যদের ধরতে সক্ষম হয়েছি।[৪২]

ইসকন আসলে কার?

অভয়চরণ দে প্রথম ইসকন প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছাপোষণ করলে সনাতন ধর্মের হিন্দুরা বাধা দেয়। কেননা যে আদর্শ সনাতনী হিন্দুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়, সে আদর্শ প্রতিষ্ঠা হতে কেন দিবে সনাতনীরা? ঠিক তখন অভয়চরণ দের পাশে এসে দাঁড়ান স্টিলসন জুডা, হারভে কক্স, ল্যারি শিন ও টমাস হপকিন্স-এর মতো ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের চিহ্নিত এজেন্টরা।[৪৩]

ইসকন আসলে কার? তা নিয়ে অনেক আলাপ আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের পর ২০০৩ সালে হঠাৎ জন্ম নেয় আমেরিকা হিন্দু ফাউন্ডেশন। আমেরিকা হিন্দু ফাউন্ডেশনের সদস্যরা গর্ব করে বলে, আমরা ভারতীয় নই; আমরা আমেরিকান হিন্দু। আমেরিকায় প্রতিটি সংগঠনের এমপি তথা প্রতিনিধি পরিষদ রাখার সুযোগ আছে। আমেরিকা হিন্দু ফাউন্ডেশনের একটি এমপি হয় ইসকন। ঠিক তখনই ১৯৬৬ সালের শ্রী কৃষ্ণের ইসকন অন্য রূপে আসে, যে রূপের ফলে বিশ্বময় ইসকন প্রশ্নবিদ্ধ হয়! নতুন ইসকন জন্ম নেয়, যার কাজ ভারত রাষ্ট্রের স্ট্যাটেজিক হাতিয়ার হওয়া।

আমি প্রথমেই বলেছি, ইসকন আসলে কার? এর জবাব হলো, ইসকন মূলত ইয়াহূদীর। দাবি করা হয়, ইসকনের মূল নীতিনির্ধারকের প্রায় অর্ধেক হচ্ছে ইয়াহূদী।[৪৪]

'বাংলাদেশে র' বইয়ের ১৭১ পৃষ্ঠায় বলা হয়, ইসকন হচ্ছে একটি ইয়াহূদী সংগঠন। আসলে ইয়াহূদীরাই ইসকনের নাম দিয়ে হিন্দুদের ভিতরে ঢুকে গেছে এবং ভারতবর্ষে তাদের কার্যসিদ্ধি করছে।[৪৫]

অবশ্য ইসকনের গোয়েন্দা সম্পৃক্ততা নিয়ে অনেক বিশ্লেষকরা বলেন, ইসকন মূলত ভারত ও ইসরাঈলের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। তারা সারা বিশ্বে ইসকনকে ছড়িয়ে রেখে বিশ্বের সব তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে।[৪৬]

ইসকনের দুজন ইয়াহূদী নেতার নাম জানা যায়। ইসকনের সমর্থকরা এই দুজন নেতাকে চিনে জয়াদ্বৈত স্বামী এবং রাধানাথ স্বামী নামে। জয়াদ্বৈত স্বামীর আসল নাম জে ইসরায়েল (Jay Israyel) অন্যদিকে রাধানাথ স্বামীর আসল নাম রিচার্ড স্লাভিন (Richard Slavin)।

তারা রাশিয়া, রোমানিয়া, পোলান্ড ও লিথুয়ানিয়া থেকে যেসব ইয়াহূদী পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে রিফিউজি হিসেবে এসেছেন, তাদের সন্তান। ভারতে ও বাংলাদেশে স্কুলের বাচ্চাদের দুপুরের খাবার খাওয়ানোর বিষয়টি রিচার্ড স্লাভিনের পরিকল্পনা। মুম্বাই বসে পরিকল্পনার কলকাঠি নড়াচড়া করেন এই রিচার্ড স্লাভিন।[৪৭]

ভারতের ইসকনের সদরদপ্তর তথা মায়াপুর মন্দির ভ্রমণ করে একজন লেখক বলেন, ধুতি আর তুলসীর মালা পরে একটা মানুষ বসে আছে। আমাদের দলের একজন ইংরেজিতে তাকে বলল, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? সে উত্তর দিল, নো ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ। অর্থাৎ এই লোকটি ফ্রান্সের ছিল। লেখকের মায়াপুরের ভ্রমণকাহিনি পড়ে বলা যায়, লেখক মায়াপুরে সাদা চামড়ার মানুষ বেশি দেখেছেন। অবশ্য আমেরিকানও বেশি ছিল।[৪৮]

রহস্যময় মায়াপুর:

মায়াপুর হলো ইসকনের সদরদপ্তর। ৩০০০ একর জমির উপর ইসকনের স্থাপনা।[৪৯] মায়াপুরে স্থায়ীভাবে ২০০০ এর বেশি সাদা চামড়ার মানুষ বসবাস করে। মায়াপুরের মন্দিরগুলোতে প্রতিদিন কমপক্ষে এক হাজার দর্শনার্থী আসে। অবশ্য সকলেই সাদা চামড়ার দর্শনার্থী। সাদা চামড়া বলতে আমেরিকা, ইউরোপসহ নানান দেশ থেকে বিদেশীরা আসে।

ইউরোপ, আমেরিকাসহ বহির্বিশ্বের যেকোনো দেশে একটা উন্নত মডেলের মসজিদ তৈরি করতে কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। সে পর্যাপ্ত টাকা মুসলিম বিশ্ব কিংবা মুসলিম বেশ কিছু সংগঠন দিয়ে থাকে। ইউরোপ আমেরিকায় যে ধরনের স্থাপনা তৈরি করছে তা খুব ব্যয়বহুল। যে স্থাপনা তৈরি করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। প্রশ্ন থেকে যায়, এত টাকা তাদের কে দেয় এবং টাকার উৎস কী? ইউরোপ আমেরিকায় মন্দির বানানোর জন্য ভারত সরকার তো এত টাকা দিবে না।[৫০]

---

৪২. Protect Our Sisters এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেইজটি দেখুন। পেইজ লিংক: https://www.facebook.com/profile.php?id=61568535424376&-mibextid=ZbWKwL

৪৩. এস সুমন, ইসকন বিতর্ক, পৃ. ৬৯।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

ইসকনের অবশ্য গোবর ও গোমূত্র সংশ্লিষ্ট ব্যবসা আছে। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, ইসকনের আকাশসম বিশাল মন্দির দেখে। মায়াপুরে অবস্থানরত সকল সাদা চামড়ার লোকেরা কেউ ইসকনের সদস্য না। তারা মূলত সেখানে চাকরি করে। অবাক করা তথ্য হলো চাকরিরত সাদা চামড়ার কেউ হিন্দু না। তারা বিলাসবহুল জীবনযাপন ও বেতনের দাপটে ইসকনের চাকরি করছে।

মায়াপুরে স্থাপিত ইসকনের কয়েকটি জাঁকজমকপূর্ণ বিল্ডিংয়ের নাম হলো পদ্ম ভবন ও গদা ভবন।[৫১]

মায়াপুর মন্দিরে মাছ-গোশত খাওয়া নিষেধ হলেও আশেপাশে সকল হোটেলে নির্দ্বিধায় মাছ-গোশত পাওয়া যায়। শুধু একটা সাইনবোর্ডে লেখা দেখা যায়, দয়া করে মাছ-মাংস খাবেন না।[৫২]

প্রশ্ন থেকে যায়, মায়াপুরকে রহস্যময় বলছি কেন? উত্তর হলো, মায়াপুরে একটি গোশালা আছে। সে গোশালায় বাহিরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা যায়, গোশালায় প্রবেশ করার জন্য এক লোককে রড আর চেন দিয়ে এমনভাবে মারা হয়, যার ফলে গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে যেতে হয়।[৫৩]

ইসকনের গোপন ব্যবসা:

গোপন জিনিসটা সবসময় গোপন থাকে না। সত্য অপ্রকাশিত থাকলেও তা সাময়িক। এক সময় সত্য কিন্তু প্রকাশ পায়। ইসকনের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত এত সাদা চামড়ার লোক ইসকনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা রীতিমতো প্রশ্ন তুলে যে, হরে কৃষ্ণ মতবাদের সংগঠন হলে এরাও কি কৃষ্ণের ভক্ত?

একদল গবেষক মনে করেন, ইসকনের সাথে এত সাদা লোক মূলত ইসকনের পতিতা ব্যবসার খদ্দের। পতিতা ব্যবসা বলব না কী বলব, তা নিয়ে একটু দ্বিধায় আছি। তবে বিষয়টা বুঝিয়ে বলি, ইসকন ভারত থেকে সন্ন্যাসী বানিয়ে মেয়েদের আমেরিকা নিয়ে যায়। তারপর আমেরিকার অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে বিয়ে দেওয়ার কথা বলে বিক্রি করে দেয়। অবশ্য আপনি শুনলে অবাক হবেন, এ বিয়েগুলো আসলে চুক্তিমাফিক বিয়ে হয়। ধরা যাক, এক বছর ভোগ করার পর সম্পর্ক শেষ। এই ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এই মেয়েদের নির্দিষ্ট একটা সময় যৌনদাসী বানিয়ে রাখার পর ইসকন মন্দিরে দিয়ে আসে। ঠিক এভাবেই হরে কৃষ্ণ সাধনার নামে নারী বিক্রি করা ইসকনের গোপন ব্যবসা। প্রতি বছর ভারত থেকে ৩০,০০০ মেয়ে আমেরিকা, আফ্রিকাসহ বাইরের দেশে ইসকন নিয়ে যায়।[৫৪]

পরিশেষে পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, এ প্রবন্ধে ইসকন নিয়ে শুধু তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রবন্ধটা আরও বড় হয়ে যেত। মাঝে মাঝে সিএনজির পিছনে লেখা দেখা যায়, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আদালত হচ্ছে মানুষের বিবেক'। তাই এ প্রবন্ধের মাধ্যমে আপনার আদালতে আমি একজন আইনজীবী হয়ে তথ্যবহুল একটি ফাইল পেশ করলাম। আপনার আদালতে আপনি বিচার করুন, ইসকন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কি-না? সর্বোপরি তথ্য সংগ্রহে সর্বোচ্চ নিখুঁত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বশেষ একটা মিনতি, আপনার প্রার্থনায় আমাকে শামিল রাখবেন!

শীত: আল্লাহর রহমতের বারিধারা এর বাকি অংশ

২. কুরআন পাঠ ও চিন্তন: শীতের দীর্ঘ রাত একাকিত্ব ও ধ্যানের সময়। এই সময়ে কুরআন পাঠ ও তার অর্থ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা মুমিনের অন্তরকে প্রশান্ত করে। নবী ﷺ বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়'।[৫৫]

৩. পরিবারের সঙ্গে ইবাদত ও স্নেহ-ভালোবাসা: শীতকাল পরিবারকে একত্রে সময় দেওয়ারও সুযোগ এনে দেয়। সন্তানদের সঙ্গে ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, দু'আ বা ইসলামী আলোচনা করা ঘরোয়া পরিবেশে ইবাদতের আবহ তৈরি করে। এটি ইসলামী জীবনযাপনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

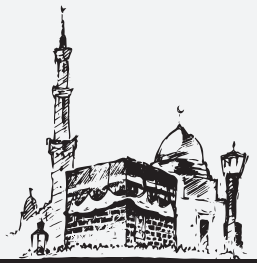
আত্মশুদ্ধির সময় হিসেবে শীত:

ইবাদতের পাশাপাশি শীতকাল আত্মসমালোচনা, তওবা ও দু'আর সময়ও বটে। ঠাণ্ডা পানিতে ওযূ করা কষ্টকর হলেও এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। নবী ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি ঠাণ্ডার কষ্ট সত্ত্বেও ওযূ সম্পূর্ণ করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যায়'।[৫৬] অর্থাৎ শীতের সময় সামান্য কষ্ট সহ্য করেও ইবাদত করলে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেন।

পরিশেষে বলতে চাই, শীতকাল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ, যা মুমিনদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির মৌসুম। কুরআন ও হাদীছে শীতকালীন ইবাদতের গুরুত্ব বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়ে তাহাজ্জুদ, ছিয়াম, সাহরী, যিকির-আযকার, দান ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা সম্ভব। শীত শুধু প্রকৃতির পরিবর্তন নয়, বরং এটি আল্লাহর ইবাদতের সুযোগে পরিপূর্ণ এক ঋতু। তাই শীত আসলে আমরা যেন কেবল গরম কাপড় ও আরাম খুঁজে না ফিরি, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদতে নিজেকে উৎসর্গ করি। এভাবেই শীত আমাদের জন্য জান্নাতের পথে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে। আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে এই ঋতুকে কাজে লাগানোর তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
৫২. প্রাগুক্ত।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।
৫৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭।
৫৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫১।

www.al-itisam.com



হারামাইনের মিম্বার থেকে

আমল কবুলের পূর্বশর্ত ইখলাছ

[২৩ জুমাদাল উলা, ১৪৪৭ হি. মোতাবেক ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন শায়খ আব্দুল্লাহ আল-বুআইজান হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা নিজেদের মন্দ ও খারাপ কাজের ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়াত করার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও বিশ্বস্ত রাসূল। তিনি রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন, আমানত পূর্ণ করেছেন, উম্মতের প্রতি উপদেশ দিয়েছেন এবং মৃত্যু অবধি আল্লাহর পথে সত্যিকারের জিহাদে রত ছিলেন। আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ অবতীর্ণ করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের উপর শান্তি ও বরকত নাযিল করুন। আর যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পথ অনুসরণ করে চলবে এবং তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকবে তাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর আনুগত্যের জন্য, যা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ এবং তিনি মানুষকে অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেছেন, যা আল্লাহর ক্রোধের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অতএব, কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে, সে তা দেখবে আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে, তাও সে দেখবে' *(আয-যিলযাল, ৯৯/৭-৮)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*। তিনি আরও বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করল' *(আল-আহযাব, ৩৩/৭০-৭১)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমল কবুলের জন্য এমন শর্ত করেছেন, যা ব্যতীত আমল কবুল হয় না, আমলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয় না এবং আমলের প্রতিদানও পাওয়া যায় না। এটি অন্তরের কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত এবং এ সম্পর্কে কেবল গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহই অবগত রয়েছেন।

নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমলে ছালেহ বা সৎ আমলের জন্য এমন একটি শর্ত করেছেন, যে শর্ত পূরণ না হলে সেসব আমল কবুল হয় না, তাদের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয় না এবং তার বিনিময়ে কোনো প্রতিদানও পাওয়া যায় না। এটি এমন একটি শর্ত, যা অন্তরের শ্রেষ্ঠ আমলগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং এর প্রকৃত অবস্থা কেবল সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত মহান আল্লাহই জানেন। ইখলাছ হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে মহৎ ও উত্তম উপায় এবং পবিত্র ইবাদতসমূহের একটি।

আপনারা কি জানেন, ইখলাছ কী? ইখলাছ-ই হলো মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভের মূল রহস্য, সফলতা ও সাহায্যপ্রাপ্তির পথ, প্রতিটি সৎকর্মের ভিত্তি, প্রত্যেক ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত এবং এটিই একনিষ্ঠ বান্দার চূড়ান্ত লক্ষ্য। কেননা ইখলাছ-বিহীন আমল করার অর্থই হলো সময় ও শক্তির অপচয়, যার কোনো প্রতিদান নেই। ইখলাছ ছাড়া ছালাত ও ছিয়ামের কোনো ছওয়াব নেই। এমনকি ইখলাছ-বিহীন ছাদাক্বারও কোনো মূল্য নেই।

www.al-itisam.com

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইখলাছ হলো লোকদেখানো মনোভাবের মিশ্রণ থেকে অন্তরের পবিত্রতা অর্জন, নফসের খেয়ালখুশি থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, অন্তরের গোপন অবস্থাকে নিজ স্বার্থলাভের চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা, আল্লাহর জন্যই আমলকে একনিষ্ঠ করা এবং মানুষের সন্তুষ্টির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কিংবা তাদের কাছ থেকে দুনিয়াবী কিছু লাভ করা বা অস্থায়ী কোনো উপকার পাওয়ার আশা না করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই অন্তরকে খালেছ করা। সর্বোপরি একজন বান্দার ইচ্ছাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিবদ্ধ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানানোই হচ্ছে ইখলাছ।

ইখলাছ হলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই উদ্দেশ্যকে খালেছ করা, যার মাধ্যমে এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য প্রতিটি আমল এমনভাবে করা যাতে তাঁর সন্তুষ্টি ও ছওয়াবের আশা করা যায় এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করা হয়। এতে লোকদেখানো মনোভাব, মানুষের কাছে সুনাম কুড়ানোর ইচ্ছা বা মানুষের কাছ থেকে দুনিয়াবী কোনো ফায়েদা লাভের ইচ্ছা থাকে না।

আর প্রকৃত মুখলেছ সেই ব্যক্তি, যে তার ভালো কাজগুলোকে সেইভাবে গোপন রাখে যেভাবে তার গুনাহগুলোকে গোপন রাখে। যে একান্ত নির্জনতায় যেভাবে আমল করে, প্রকাশ্যেও সেভাবেই আমল করে। তার কাছে প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী উভয়ই সমান, কারও প্রশংসা বা নিন্দায় তার আমলে কোনো পরিবর্তন আসে না। দিনের আলোতে তার ইবাদত যেমন হয়, অন্ধকার রাতেও তার ইবাদত তেমনই হয়। তার কাছে গোপন আমল ও প্রকাশ্য আমল উভয়ই সমান, কারণ সে কেবল মহান আল্লাহর জন্যই ইবাদত করে এবং সে তার আমল দ্বারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে।

হে মানুষ! ইখলাছ হলো বিশ্বাস ও আমলে সত্যবাদী হওয়া এবং অন্তরকে শিরক, লোকদেখানো মনোভাব, কপটতা ও কলুষতা থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ করা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘বলো, আমার ছালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ (সবকিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)। তাঁর কোনো শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী’ *(আল-আনআম, ৬/১৬২-১৬৩)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ‘অতএব, আল্লাহর ইবাদত করো তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। জেনে রেখো! খালেছ দ্বীন কেবল আল্লাহরই জন্য’ *(আয-যুমার, ৩৯/২-৩)*।

মহান আল্লাহর নিকটে কোনো কাজের মূল্য নির্ধারিত হয় সে কাজের ইখলাছ অনুযায়ী। সুতরাং যে ব্যক্তি তার আমল মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে বা শোনানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে, যাতে লোকেরা তাকে সম্মান করে, তাকে বড় মনে করে অথবা তার ব্যাপারে ভালো ধারণা করে; মহান আল্লাহ ক্বিয়ামত দিবসে তার সেই কাজ মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন এবং তাকে সবার সামনে লজ্জিত করবেন।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জনসম্মুখে প্রচারের ইচ্ছায় নেক আমল করে আল্লাহ তাআলাও তার কৃতকর্মের অভিপ্রায়ের কথা লোকদেরকে জানিয়ে ও শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লৌকিকতার উদ্দেশ্যে কোনো নেক কাজ করে, আল্লাহ তাআলাও তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকদের মাঝে ফাঁস করে দিবেন’।[৫৭]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইখলাছ হলো আমল কবুলের অন্যতম একটি শর্ত। আমল কবুল হওয়ার মাধ্যমে ছওয়াব ও প্রতিদান প্রাপ্তির জন্য তাতে ইখলাছ থাকা জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে’ *(আল-বাইয়িনাহ, ৯৮/৫)*। যখন কোনো আমল থেকে ইখলাছ দূর হয়ে যায়, তখন তার ছওয়াব বিনষ্ট হয় এবং সেই আমল বাতিল হয়ে যায়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মহান আল্লাহ বলেন, আমি শরীকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি কোনো লোক কোনো কাজ করে এবং এতে আমি ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করে, তবে আমি তাকে ও তার শিরকী কাজকে প্রত্যাখ্যান করি’।[৫৮] আল্লাহ কেবল সেই আমলই গ্রহণ করেন, যা তাঁর জন্য খালেছ নিয়্যতে করা হয় এবং যা তাঁর শরীআত ও তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসারে করা হয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইখলাছ হলো শয়তানের কৌশল ও ধোঁকা থেকে বাঁচার মযবূত দুর্গ এবং মন্দ পরিণতি ও অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢালস্বরূপ এবং নাজাত ও নিরাপত্তা লাভের অন্যতম মাধ্যম। আর শয়তান আল্লাহর মহিমার কসম করে বলেছিল, যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘সে বলল, আপনার ইযযতের কসম! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব। তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের বাদে’ *(ছোয়াদ, ৩৮/৮২-৮৩)*। অতঃপর মহান আল্লাহ ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর শানে ইরশাদ করেন, ‘আমি তা দেখিয়েছিলাম তাকে অসৎ কর্ম ও নির্লজ্জতা থেকে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, সে ছিল বিশুদ্ধ হৃদয়ের বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ইউসুফ, ১২/২৪)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইখলাছ হলো ঈমানের ভিত্তি, একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং এটি ইবাদত, দায়িত্বপালন ও সব ধরনের আমলের ক্ষেত্রে অপরিহার্য একটি শর্ত। ইখলাছের মাধ্যমে কাজে উদ্যম জন্মায়, আলস্য ও দুর্বলতা দূর হয়, কাজের মান উন্নত হয়,

৫৭ . ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৬।
৫৮ . ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৫।

www.al-itisam.com

আল্লাহ পরিশ্রমে বরকত দান করেন, ভালো ফলাফল অর্জিত হয়, কাজের স্থায়ী সুফল পাওয়া যায় এবং আমল সফলতা ও কল্যাণ দ্বারা সুশোভিত হয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইখলাছের মাধ্যমে সাধারণত ছওয়াব পাওয়া যায় না এমন সাধারণ অভ্যাস ও বৈধ কাজগুলো ইবাদতে পরিণত হয়, যা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, ছওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং যার মাধ্যমে গুনাহ মুছে যায়। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও'।[৫৯] অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! বিশুদ্ধ নিয়্যত ব্যতীত আমল কেবল পণ্ডশ্রম, তার কোনো মূল্য নেই। ইখলাছ-বিহীন নিয়্যতের মধ্যে লোকদেখানো মনোভাব থাকে আর সুন্নাহর অনুসরণ ব্যতীত ইখলাছও শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে যায়।

جعلنا الله وإيَّاكم من عباده المخلصين، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.

দ্বিতীয় খুৎবা

আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার কারণে যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য জ্ঞাপন করছি। তওফীক্ব ও দয়ার কারণে তাঁরই শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক। আর তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবীগণ, অনুসারীগণ এবং সাহায্যকারীদের প্রতিও শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আপনাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি আপনাদের অন্তর ও কর্মের দিকে তাকান। আর নফসের সংশোধন সত্যবাদিতা ও ইখলাছ ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। আর আমলের সংশোধন শরীআতের অনুসরণ ব্যতীত হয় না। নফস হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মূল ও তাদের নেতা। অন্তর ঠিক থাকলে সব অঙ্গ ঠিক থাকে আর অন্তর নষ্ট হলে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জেনে রেখো! দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে, তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো! তা হলো ক্বলব বা অন্তর'।[৬০]

নফসের সবচেয়ে বড় এবং মর্যাদাকর আমল হলো ইখলাছ। এটি বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যকার এক গোপন রহস্য। এটি ইবাদতের মূল ও প্রাণস্বরূপ এবং আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতার প্রকৃত মানদণ্ড, যে সম্পর্কে কেবল তিনিই অবগত রয়েছেন।

অতএব, সকল ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইখলাছের বাস্তবায়ন আবশ্যক। কিন্তু এটি মানুষের পক্ষে অর্জন করা দুরূহ ব্যাপার, যা দ্রুত পরিবর্তনশীল ও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এটি অর্জন করা নফসের জন্য ভারী ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইখলাছ কেবল সেই অন্তরেই স্থির থাকে, যে অন্তর গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং যে অন্তর সর্বদা সংগ্রামে রত থাকে। ইখলাছ অর্জনের জন্য অন্তরকে পরিশ্রম, আত্ম-সমালোচনা এবং স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা জরুরী।

হে মানুষসকল! ইখলাছ হলো আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে এক সর্ববৃহৎ গোপন রহস্য। মহান আল্লাহ একে বান্দাদের মধ্যে তাঁর চয়নকৃত বান্দাদের পরিচয়ের নিদর্শন হিসেবে স্থাপন করেছেন। তিনি যাকে ভালোবাসেন, তার অন্তরে এই ইখলাছ দান করেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তর, পথ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আলোকিত করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য খালেছ হয়, আল্লাহও তাকে নিজের জন্য চয়ন করেন, তাকে তাঁর দয়া দিয়ে বিশেষ মর্যাদা দান করেন, তার উপর অনুগ্রহ করেন এবং সর্বোপরি তার অন্তরে নূর, প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি স্থাপন করেন। মহান আল্লাহ খালেছ বান্দাদের বিষয়ে শয়তানের অক্ষম হওয়া সম্পর্কে ইরশাদ করেন, 'সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে ভ্রান্তপথে ঠেলে দিলেন, কাজেই আমিও পৃথিবীতে মানুষের কাছে পাপকাজকে অবশ্য অবশ্যই সুশোভিত করে দেখাব আর তাদের সবাইকে অবশ্য অবশ্যই বিভ্রান্ত করব। কিন্তু তাদের মধ্যে আপনার বাছাই করা বান্দাদের ছাড়া' *(আল-হিজর, ১৫/৩৯-৪০)*। অর্থাৎ যে বান্দাকে আপনি ইখলাছ ও তাওহীদ দ্বারা সুরক্ষিত করেছেন, আমি তার ওপর কোনোভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে বা তাকে বিপথে নিতে সক্ষম নই।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমলের মূল্য নির্ভর করে নিয়্যতের ওপর এবং মানুষ তার নিয়্যত অনুসারেই প্রতিদান লাভ করে। আর মহান আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের আমলই কবুল করেন। অতএব, আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন, হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার পূর্বেই নিজেদের নফসের হিসাব নিন। আপনাদের অন্তর ও নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ করুন এবং আপনাদের আমলকে খালেছ করুন। বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে। আর অক্ষম সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে কামনার পেছনে ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর নিকটে ভিত্তিহীন আশা পোষণ করে থাকে। সৌভাগ্য তার জন্য, যে তার অন্তরকে আল্লাহর জন্য খালেছ করেছে এবং তার আমলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একান্ত নিবেদিত করেছে, যা তাকে জান্নাতের সফলতা ও কল্যাণ এনে দেবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর খালেছ বান্দা হিসেবে কবুল করুন- আমীন!

৫৯ . ছহীহ বুখারী, হা/৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৮।
৬০ . ছহীহ বুখারী, হা/৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৯।

www.al-itisam.com

কুরআনের মর্মবাণী

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

(পর্ব-২)

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

মহান আল্লাহ যদি রব্বুল আলামীন হয়, তাহলে বান্দা হচ্ছে সেই রবের আবদ। জগৎসমূহের অভিভাবকের দাস মানুষ। রবের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন রুবূবিয়্যাত, তেমনি বান্দার শ্রেষ্ঠত্ব উবূদিয়্যাত। যে যত ভালো দাস, সে তত শ্রেষ্ঠ। এই সম্পর্কের বাহিরে মানুষের সাথে মহান আল্লাহর আর দ্বিতীয় কোনো সম্পর্ক নাই। মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দাস হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ। অন্তরে মহান আল্লাহর নেয়ামতের কারণে তৈরি হওয়া নিষ্কলুষ ভালোবাসা, মহান আল্লাহর দয়া ও রহমতের প্রতি সীমাহীন আশা ও মহান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার কারণে শাস্তি পাওয়ার ভয় এই তিনটি একত্রিত হয়ে প্রকৃত ইবাদত বা দাসত্ব তৈরি হয়। দাসত্ব শুধু শরীরে হয় না; দাসত্ব শুরু হয় মনে। মনের ইখলাছ, তাওয়াক্কুল ও ইনাবায়। তারপর তার প্রভাব ফুটে উঠে শরীরে, মুখে, অর্থনীতিতে, ইবাদতে, মানুষের হক্কে, ছবর ও রিযায়, হারাম থেকে বাঁচায়, অন্যায়ে বাধা, জিহাদ ও রাজনীতিতে এককথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে। এই ধরনের মন ও শরীরের পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য করার অর্থই হচ্ছে, হে আল্লাহ! আমরা শুধুই আপনারই দাসত্ব করি। অন্য কারো নয়।

বিপদে-আপদে সাহায্য প্রার্থনা—ইবাদতেরই একটি প্রকার। পৃথিবীর সকল মানুষ স্বাভাবিক সময়ে কাউকে না খুঁজলেও বিপদ-আপদে পড়লে ঠিকই সর্বশক্তিমান কারো আশ্রয় খুঁজে। দুনিয়াবী কার্যকরণের বিষয়গুলোতে মানুষের সাহায্য নেওয়া ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন কেউ গাড়ি ঠেলে নেওয়ার জন্য মানুষকে ডাক দিয়ে বলে, আমার গাড়িটি একটু ঠেলে উঠিয়ে দাও। অথবা অসুস্থ হলে ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করা ইত্যাদি। ইবাদত মূলত দুনিয়াবী কার্যকরণের সূত্র ছাড়াই অলৌকিক ক্ষমতার মালিক মনে করে কারো নিকটে সাহায্য চাওয়া। যেমন- কেউ কবিরাজ, গণক, জিন ইত্যাদির সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। এই ধরনের সাহায্য চাওয়া একপ্রকারের ইবাদত। আর ইবাদত শুধু মহান আল্লাহর জন্য। অতএব, হৃদয় মন ও শরীর দিয়ে পরিপূর্ণ ভালোবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে আমরা একমাত্র মহান আল্লাহর প্রশ্নাতীত আনুগত্য করি এবং শুধু তাঁর নিকটেই সাহায্য কামনা করি। তিনি ব্যতীত অন্য কারও সরিষা সমপরিমাণ দাসত্ব করি না। চুল সমপরিমাণ সাহায্যও প্রার্থনা করি না।

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

মানুষের জীবন একটি পথের মতো। যার শুরু ও শেষ আছে। যা সরল রেখার মতো একমুখী। জীবনের সেই রেখা সময়। যেখানে ডানে-বামে বা পিছনে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। সময়ের এই সরলরেখার জীবন তখনি কার্যকরী ও সফল জীবন হিসেবে গণ্য হবে, যখন এই পথে চলার ধরন গায়েবে নির্ধারিত ধরনের সাথে মিলে যাবে। যা মহান আল্লাহ মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন এবং অহীর মাধ্যমে নবীদের কাছে পাঠিয়েছেন। প্রতিটি যন্ত্র তৈরির পর বিজ্ঞানীরা যেমন ম্যানুয়াল বা নির্দেশিকা লিখে যন্ত্রের সাথে যুক্ত করে দেয়, ঠিক তেমনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা মানুষের জন্য সরলপথের যে নির্দেশিকা লিখেছেন—সেটিই ছিরাতে মুস্তাক্বীম, যার উপর যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ জীবন পরিচালনা করে সফল হয়েছেন। সেই পথে চলার দু'আ করে বলা হচ্ছে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সেই সঠিক ও সোজা পথ প্রদর্শন ও সেই পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন, যে পথে আপনার দয়াপ্রাপ্ত বান্দারা অতীতে চলে গেছেন। পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্তদের পথে আমাদের পরিচালিত করবেন না।

প্রত্যেক যুগে দয়াপ্রাপ্ত হচ্ছেন নবীগণ ও তাদের অনুসারীরা। আর পথভ্রষ্ট হচ্ছে যারা স্বাভাবিকভাবে নবীর দাওয়াত গ্রহণ করেনি। অভিশপ্ত হচ্ছে নবীর পথে বাধাপ্রদানকারীরা। যাদের অনেকেই আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত হয়েছে। শেষ উম্মতে দয়াপ্রাপ্ত হচ্ছেন শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও ছাহাবীগণ এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করবে। আর পথভ্রষ্ট হচ্ছে খ্রিষ্টানেরা। কেননা তারা সত্য জানে না। সত্য জানলে তাদের মেনে নেওয়ার মানসিকতা রয়েছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকে খ্রিষ্টানেরাই। অভিশপ্ত হচ্ছে ইয়াহূদীরা। কেননা তারা সত্য জানার পরও হিংসা ও অহংকারের কারণে সেটিকে ধ্বংস করতে চায়। এছাড়া ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের পথ ও সভ্যতা অনুসরণ করবে, তারাই শয়তানের আঁকাবাঁকা পথের অনুসারী। যার শেষ ফলাফল জাহান্নাম। আর আল্লাহর পথ সহজ ও সরল, যার শেষ বিন্দু জান্নাত।

শিক্ষা:

সাত আয়াতবিশিষ্ট কুরআন মাজীদের শ্রেষ্ঠতম সূরা উম্মুল কুরআন হচ্ছে সূরা আল-ফাতিহা। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি, তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও বান্দার নিষ্কলুষ দাসত্ব, সরল পথের পরিচয় ও তাতে হেদায়াতে আল্লাহর সাহায্য কামনার মতো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সকল শিক্ষার সন্নিবেশ এই সূরায় সংঘটিত হয়েছে। এই সূরা ছাড়া ছালাত হয় না। এই সূরা দিয়ে যেকোনো অসুস্থতায় ঝাড়ফুঁক করা যায়। এই সূরা পাঠ শেষে উঁচু স্বরে আমীন বলা সুন্নাত।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

www.al-itisam.com

উসওয়াতুন হাসানাহ

গুনাহ ও অশ্লীলতা

-হাসান আল-বান্না মাদানী

গুনাহ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা বান্দার ঈমানের পরিচায়ক। যদি মুমিন ব্যক্তি যথাযথ বিশ্বাস রাখে যে, তাকে তার রবের সামনে নিজের কথা ও কর্মের হিসাব দিতে হবে, তাহলে সে অবশ্যই হারাম-হালাল ও বৈধ-অবৈধের মাঝে পার্থক্য করবে। সমাজে এই বিশ্বাস যেই পরিমাণ দুর্বল হবে, হারাম ও অশ্লীলতা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রত্যেকটি মুসলিমসমাজের কর্তব্য হলো সেই ঈমানী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। মানুষ গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে তবেই আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় ও তাঁর নিকটবর্তী হতে পারবে। যে নিজেকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখে, সে আল্লাহর নিকট সম্মানিত। গুনাহ কখনো শান্তির মাধ্যম হতে পারে না।

নবী ﷺ নবুঅতের আগে থেকেই নিজেকে গুনাহ, অশ্লীলতা, পৌত্তলিকতা, যেনা-ব্যভিচার, গান-বাজনা, মাদকদ্রব্য পান ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখতেন। অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ হারাম খাদ্য সম্পর্কেও পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا».

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আমি কোনো একদিন বাড়ি ফিরে দেখি যে, আমার বিছানার উপর একটি খেজুর পড়ে আছে, আমি তা খাওয়ার জন্য উঠাই, তখনই আমার আশঙ্কা হয় যে, সম্ভবত এ খেজুর ছাদাক্বার। তাই আমি তা ছুড়ে ফেলি’।[৬১]

কারণ নবী ﷺ-এর জন্য ছাদাক্বা-যাকাত গ্রহণ করা অবৈধ ছিল।[৬২] হালাল ও হারাম বাছাই করতে রাসূল ﷺ সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকেও সাবধান থাকতেন। পক্ষান্তরে আমরা সুস্পষ্ট অবগতির পরও নানা হারাম ব্যবসায় জড়িত। আমাদের বিরুদ্ধাচরণ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমরা সম্পদের চরম নেশায় আত্মহারা হয়ে হালাল-হারাম তো পরওয়া করিই না, উপরন্তু কল্যাণকামী ও উপদেশ প্রদানকারী উলামায়ে কেরামকে বহু অবৈধ বিষয়ে নীরব থাকতে পর্যন্ত বাধ্য করি। আমরা দাম্ভিকতায় উন্মাদ হয়ে ইসলামী শিক্ষাকে তুচ্ছ ও দারিদ্র্যের নিশ্চিত কারণ মনে করি, সন্তানসন্ততিকে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে নিজেদেরকে জ্ঞানী আর অন্যদেরকে নির্বোধ বিবেচনা করি। ওহে জাতির লোকেরা! তোমাদের এ দুরবস্থা সত্যিই হৃদয়বিদারক!

অপরদিকে ইন্টারনেটের এ যুগে আমরা যেভাবে গুনাহে লিপ্ত হয়েছি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নারীর ছবি, মিউজিক, মিথ্যা কৌতুক, অবৈধ সম্পর্ক, জুয়া, সময়ের অপচয়... আরও কত কী! অনেক সময় যখন বৈধ কোনো ভিডিওতে অবৈধ মিউজিক চলে, তখন আমরা মনে করি যে, আমি তো ভিডিও দেখছি, মিউজিক তো শুনি না। এটাও শয়তানের একটা ওয়াসওয়াসা।

যারা ইন্টারনেটে পাপাচারে লিপ্ত, তওবা যাদের চিন্তনেই আসে না, তাদের হৃদয় দিনের পর দিন কঠোর হয়ে যাচ্ছে এবং তারা মহান আল্লাহর বিশেষ দয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হে আল্লাহ! আমরা এ অবস্থা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

এ পৃথিবীতে অসংখ্য ফেতনা রয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু আপনি কি জানেন, সর্বাপেক্ষা ধ্বংসাত্মক ফেতনা কী?

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে বড় কোনো ফেতনা ছেড়ে যাইনি’।[৬৩]

আমাদের যুবকদের চারিত্রিক অবক্ষয়ের বড় একটা কারণ হলো এই ফেতনা। নিজের ছেলেমেয়েকে আল্লাহভীরু ও লজ্জাশীল করে গড়ে তুলুন। কো-এডুকেশন বা সহশিক্ষা ও অবৈধ মেলামেশা থেকে তাদের দূরে রাখুন। বিবাহসহ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠানে তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। যুবকদের দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

নারীদের ফেতনা এক বড় ফেতনা। রাসূল ﷺ এই ফেতনা থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। উমায়মা বিনতু রুক্বায়কা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, নবী ﷺ-এর হাতে বায়আত করার জন্য আমরা কয়েকজন মহিলা তাঁর কাছে আসলাম... আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা আপনার হাতে হাত রেখে বায়আত করতে চাই। নবী ﷺ বললেন, ‘আমি নারীদের সাথে হাত মেলাই না’। বায়আতের সময় হাতে হাত রাখা হয়, কিন্তু নবী ﷺ নারীদের সাথে এরূপ বায়আত করলেন না। অতঃপর তিনি বললেন, ‘আমার একজন মহিলার সাথে কথা বলা ও একশজন মহিলার সাথে কথা বলা সমান। আমার একজনের সাথে বায়আত করা বাকীদের জন্য যথেষ্ট’।[৬৪]

বাকি অংশ ৩৪ নং পেজে...

৬১. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭০।
৬২. ছহীহ মুসলিম, হা/১০৬৯।
৬৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯৬।
৬৪. নাসাঈ, হা/৪১৮১।

www.al-itisam.com



ফাযায়েলে আমল

-মাহবূবুর রহমান মাদানী

১. তাওহীদের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যার শেষ বাক্য হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে যাবে’।[৬৫]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ.

জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’।[৬৬]

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَلْمَانُ دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبَابٍ.

তারেক ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, একটি মাছির জন্য এক ব্যক্তি জান্নাতে এবং অন্য ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। তখন তার সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, এটা কীভাবে হলো? তখন তিনি বললেন, (অতীতকালে) দুজন লোক এমন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল, যাদের ছিল একটি নির্ধারিত মূর্তি। সেই মূর্তির জন্য কোনো কিছু উপহার না দিয়ে কোনো ব্যক্তি সে স্থান দিয়ে যেতে পারত না। সেই এলাকার লোকেরা দুজনের একজনকে বলল, মূর্তির জন্য তুমি কিছু দাও। সে বলল, দেওয়ার মতো আমার নিকট কিছুই তো নেই। তারা বলল, একটা মাছি হলেও পেশ করো। তারপর সে একটা মাছি মূর্তির জন্য প্রদান করল। লোকেরা তার পথ ছেড়ে দিল। এর ফলে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর জাহান্নামে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তারা বলল, তুমিও মূর্তির জন্য কিছু দাও। সে বলল, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নৈকট্য লাভের জন্য আমি কোনো কিছুই দেই না। এই কথা শোনার পর লোকেরা তাকে মেরে ফেলল। ফলে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করল।[৬৭]

শিক্ষা: ১. তাওহীদের গুরুত্ব জানা গেল। ২. জান্নাত ও জাহান্নাম মানুষের অতি নিকটে। ৩. জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। ৪. মাযার ও কবরে কোনো কিছু দেওয়ার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

২. কালেমায়ে শাহাদাত পাঠকারীর শ্রেষ্ঠত্ব

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে, অতঃপর তার সামনে ৯৯টি নথিপত্র (যেখানে আমলনামা লেখা থাকে) পেশ করা হবে। প্রতিটি নথি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি কি এর কোনো কিছু অস্বীকার কর? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তোমার ওপর আমলনামা লেখক আমার মালায়েকা (ফেরেশতারা) কি যুলম করেছে? সে উত্তর দেবে, না। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) জিজ্ঞেস করবেন, তোমার নিকট কি কোনো নেকী আছে? সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, আমার নিকট তোমার কিছু নেকী জমা আছে। আজ তোমার ওপর যুলম করা হবে না। অতঃপর তার সামনে একটি বিতাকা বা চিরকুট তুলে ধরা হবে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকবে কালেমায়ে শাহাদাত, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।[৬৮] তখন সে বলবে, হে আমার রব! এত বৃহৎ নথিপত্রের তুলনায় এই ক্ষুদ্র চিরকুট আর কী উপকারে আসবে! তিনি বলবেন, তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে না। অতঃপর সেই বৃহদাকার নথিপত্র এক পাল্লায় এবং সেই ক্ষুদ্র চিরকুটটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। এতে বৃহদাকার নথিপত্রের পাল্লা হালকা হয়ে ওপরে উঠে যাবে এবং ক্ষুদ্র চিরকুটের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে’।[৬৯] অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে উক্ত ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।

৬৫. আবূ দাঊদ, হা/৩১১৬, হাদীছ ছহীহ।
৬৬. ছহীহ মুসলিম, হা/৯৩।
৬৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৩০৩৮; শুআবুল ঈমান, হা/৬৯৬২।
৬৮. ছহীহ বুখারী, হা/৮৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬।
৬৯. তিরমিযী, হা/২৬৩৯; ইবনু মাজাহ, হা/৪৩০০, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

ফজরের পূর্বের সময়

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া এবং জাগ্রত হওয়ার পর যে আমলগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন—

১. মিসওয়াক করতেন: হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রাতে (ছালাতের জন্য) উঠতেন, তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।[৭০]

২. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'আ পড়তেন: হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত হাদীছ, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ঘুমানোর ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন বলতেন,

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনার নামেই মরি, আপনার নামেই জীবিত হই'।

আর তিনি যখন নিদ্রা থেকে জেগে উঠতেন তখন বলতেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُور

অর্থ: 'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুদানের পর পুনরায় আবার আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন'।[৭১]

৩. মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের চিহ্ন মুছতেন।

৪. আসমানের দিকে দৃষ্টি দিতেন।

৫. সূরা আল-ইমরানের শেষ ১০ আয়াত পাঠ করতেন: এই তিনটি সুন্নাত ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট রাতে অবস্থান করেছিলেন। মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হলেন তার খালা। তিনি বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম এবং রাসূল ﷺ ও তার পরিবার লম্বা দিকে শয়ন করলেন। এরপর রাসূল ﷺ নিদ্রামগ্ন হলেন। অর্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্য আগে কিংবা সামান্য পরক্ষণে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং হাত দিয়ে মুখ থেকে ঘুমের ভাব মুছতে মুছতে বসলেন। তারপর সূরা আল-ইমরানের শেষ ১০ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের নিকট গিয়ে তা থেকে উত্তমরূপে ওযূ করলেন। এরপর ছালাতে দণ্ডায়মান হলেন।[৭২] ছহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহর নবী ﷺ শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠলেন এবং বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, এরপরে সূরা আল-ইমরানের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

অর্থ: 'আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে...' *(আলে ইমরান, ৩/১৯০)*।

ঘুমের ভাব দূর করার জন্য নবী ﷺ হাত দিয়ে চেহারা মুছতেন অর্থাৎ ঘুমের প্রভাব দূর করার জন্য হাত দিয়ে চোখ মুছতেন।

ছহীহ মুসলিমে আরেকটি বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা হাদীছে উল্লখিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এই সুন্নাতটি পালন করতে চায়, সে ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ এ আয়াত থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়বে।

ওযূ করার পূর্বে নবী ﷺ-এর উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূ ছাড়া কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয।

৬. দুই হাত তিনবার ধৌত করতেন: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন সে যেন তিনবার হাত না ধোয়া পর্যন্ত তার হাত পাত্রে না ঢুকায়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল'।[৭৩]

৭. তিনবার নাকে পানি দিতেন ও নাক ঝেড়ে পরিস্কার করতেন: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হবে সে যেন নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা শয়তান তার নাকের ভেতর রাত্রি যাপন করে'।[৭৪] ছহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে, অতঃপর ওযূ করবে, সে যেন নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়।[৭৫]

৮. ওযূ করতেন: ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর পূর্বোল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ যখন ছালাত আদায় করতে চাইতেন, তখন তিনি একটি ঝুলন্ত মশকের কাছে দাঁড়াতেন এবং তা থেকে পানি উঠিয়ে ওযূ করতেন।

৭০. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫।
৭১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭১১।
৭২. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬৩।
৭৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৮।
৭৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৯৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৮।
৭৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৯৫।

www.al-itisam.com

সাময়িক প্রসঙ্গ

থার্টি ফার্স্ট নাইট বা ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন: ইসলাম কী বলে?

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

প্রতি বছর যখন শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকে, ঠিক তখনই ক্যালেন্ডারের পাতায় আসে একটি বিশেষ রাত, যার নাম থার্টি ফার্স্ট নাইট (31st Night)। গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির শেষ দিন ও নতুন বছরের সূচনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে এই রাত উদযাপন করা হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। আতশবাজির আলো, ঝলমলে সাজসজ্জা, নাচগান, কনসার্ট সব মিলিয়ে এ রাতটি অনেক দেশের কাছে বছরের অন্যতম বড় আনন্দঘন মুহূর্ত। এর প্রভাব আজ আমাদের সমাজেও দৃশ্যমান। বিশেষ করে তরুণ সমাজের কাছে থার্টি ফার্স্ট নাইট যেন বছরের সবচেয়ে বড় উৎসবে পরিণত হয়েছে। অনেকের কাছে এটি নিছক বিনোদন হিসেবে স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক ব্যাপার মনে হলেও বাস্তবে এই উদযাপনের মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম সমাজে যে ধর্মহীনতার বীজ বপন করা হচ্ছে, তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ফলে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আগত এই উৎসবের ধরন নিয়ে আমাদের মুসলিম সমাজে বহু বছর ধরেই বিতর্ক চলছে। এই উৎসবের একদিকে রয়েছে আনন্দ–উল্লাস, আধুনিকতার হাতছানি; অন্যদিকে রয়েছে নৈতিকতা, শালীনতা ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রশ্ন।

কিন্তু কেন এই বিতর্ক? কেন থার্টি ফার্স্ট নাইটকে ইসলাম সমর্থন করে না? এ নিয়ে অনেকের মধ্যেই রয়েছে প্রশ্ন ও বিভ্রান্তি। আমাদের সমাজের উদার মানসিকতার অনেক মানুষ এটিকে পুরোপুরি 'স্বাভাবিক' ও 'গুরুত্বহীন' বলে মনে করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত এই উদযাপন কখনোই ইসলাম অনুমোদন করে না।

কারণ একজন মুসলিমের জীবনে-আনন্দ হোক বা দুঃখ, উৎসব হোক বা শোক— সবকিছুই ইসলামের নির্দেশনার আলোকে পালন করা বাধ্যতামূলক। ইসলাম আমাদেরকে শুধু ছালাত-ছিয়াম নয়, বরং জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয়েরই সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তাই একজন মুমিনের উচিত, যেকোনো উৎসব বা আনন্দ উদযাপনের ক্ষেত্রেও ইসলামের মাপকাঠি অনুসরণ করা।

এই প্রেক্ষাপটে থার্টি ফার্স্ট নাইট আসলে কী? এর উৎস কোথায়? ইসলাম এ ব্যাপারে কী বলে? একজন সচেতন মুসলিমের এ রাতে কী করা উচিত? এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা ইসলামী শরীআতের আলোকে পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করব এই কলামে। আমাদের লক্ষ্য কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধিতা নয়; বরং মুসলিম সমাজের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ঈমান রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে এনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, যুক্তিসংগত ও ইসলামসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।

থার্টি ফার্স্ট নাইটের উৎপত্তি:

থার্টি ফার্স্ট নাইটের শেকড় খুঁজতে গেলে দেখা যায়, এটির উৎস খুব একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক নয়; বরং এটি একেবারেই পশ্চিমা, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিনোদননির্ভর সংস্কৃতির অংশ। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার যখন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করেন, তখন থেকেই ১ জানুয়ারিকে নতুন বছর হিসেবে ধরা শুরু হয়। যদিও তখনও দিনটি ধর্মীয় কোনো উৎসব ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজে নববর্ষ বরণ এক বিশাল আনন্দ-উৎসবে পরিণত হয়, যেখানে নাচগান, পানাহার, বিনোদন আর উল্লাসই প্রধান উপাদান হয়ে উঠে। ফলে থার্টি ফার্স্ট নাইট হয়ে গেছে এমন এক সংস্কৃতি, যেখানে নৈতিকতা বা ধর্মীয় বিধিনিষেধের কোনো বাধা থাকে না; বরং এর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে শুধু আনন্দ ও বিনোদনের চরম প্রকাশ।

বাংলাদেশে থার্টিফার্স্ট নাইটের যাত্রা:

বাংলাদেশে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এদেশের সমাজব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে উদার ও সংস্কৃতিপ্রবণ। তাই পশ্চিমা সংস্কৃতির ঢেউ এখানে ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় নেয়নি। যে কারণে আমাদের দেশে থার্টি ফার্স্ট নাইটের প্রকৃত প্রসার ঘটে ২০০০ সালে সহস্রাব্দ বরণ উপলক্ষ্যে। সেদিন রাজধানীসহ বিভিন্ন বড় শহরে নতুন সহস্রাব্দ উদযাপনে আতশবাজি, কনসার্ট, খোলা আকাশের নিচে পার্টি এবং বিভিন্ন আয়োজন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে ধর্মীয় মূল্যবোধে শিথিল উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের যুবক-যুবতিরা এই আয়োজনে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়। এর পর থেকে প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর রাতটি নাচগান, হৈচৈ, রাস্তায় ভিড়, উচ্চ শব্দে সাউন্ড সিস্টেম, খোলামেলা পার্টি এবং অনেক ক্ষেত্রেই সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে একটি সমস্যা সৃষ্টিকারী সাংস্কৃতিক ট্রেন্ডে পরিণত হয়।

www.al-itisam.com

ফলে সমাজে শুধু ধর্মীয় অবক্ষয়ই নয়; বরং নৈতিকতা, নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে বিধর্মী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ এবং তথাকথিত উদার মনে ধর্মহীন গোষ্ঠীর প্রচার থার্টি ফার্স্ট নাইটের প্রসারকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। যার ফলে প্রতিনিয়ত এই অপসংস্কৃতির চর্চা বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন:

আধুনিকতার নাম করে এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বাংলাদেশে দিনদিন থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপনের প্রবণতা বাড়ছে। এর মূল কারণ ধর্মীয় অজ্ঞতা, মূল্যবোধের সংকট ও পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি অতিমাত্রায় আকর্ষণ। দেশজুড়ে এই রাতকে কেন্দ্র করে যেসব কর্মকাণ্ড দেখা যায়, তার কিছু প্রধান দিক নিচে তুলে ধরা হলো—

১. সড়কে তরুণদের ভিড় ও মোটরসাইকেল শোডাউন: প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর রাত ঘনিয়ে এলে বড় শহরের সড়কগুলোতে তরুণদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মোটরসাইকেলের শোডাউন, হর্ন বাজানো, বেপরোয়া স্টান্ট—এসব যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এর ফলে দুর্ঘটনা, বিশৃঙ্খলা ও জনভোগান্তি বেড়ে যায়।

২. হোটেল–রিসোর্ট ও ক্লাবে ডিজে পার্টি: বিভিন্ন হোটেল, রিসোর্ট ও ক্লাবে ডিজে পার্টি, কাউন্টডাউন অনুষ্ঠান, নাচগানসহ নানা আয়োজন করা হয়। খোলামেলা পরিবেশ, শালীনতা বিবর্জিত আচরণ ও বেহায়াপনার বহিঃপ্রকাশ সবই থাকে এসব আয়োজনে। আর এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনেকে বিশেষ প্যাকেজ বুক করে এসব পার্টিতে অংশ নেয়।

৩. উন্মুক্ত স্থানে আতশবাজি ও উচ্চ শব্দের গান: ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় শহর, কলেজ ক্যাম্পাস ও পর্যটন এলাকায় মধ্যরাতে আতশবাজি ফোটানো, ফানুস উড়ানো, উচ্চ শব্দে গান বাজানো—এসব প্রায় সাধারণ ঘটনা। যা শুধু শব্দদূষণই সৃষ্টি করে না, বরং প্রতিবেশী ও বয়স্কদের জন্যও হয় বিরক্তিকর।

৪. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব থাকা: থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষ্যে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তরুণ-তরুণীরা লাইভে আসে, ছবি-ভিডিও পোস্ট করে এবং এক ধরনের ডিজিটাল প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে। কে কত আকর্ষণীয় উদযাপন দেখাতে পারবে- এটাই যেন তাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর মাধ্যমে আত্মপ্রদর্শন ও মূল্যবোধ হারানোর প্রবণতা স্পষ্ট হয়।

৫. হোটেল-রেস্টুরেন্টে বিশেষ ডিনার নাইট: বেশিরভাগ হোটেল ও রেস্টুরেন্টে থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষ্যে বিশেষ ডিনারের আয়োজন থাকে। পরিবার, দম্পতি, এমনকি কিশোর-তরুণ জুটিও সেখানে গিয়ে কেক কাটে, গান শোনে এবং সম্পূর্ণ পশ্চিমা ধাঁচে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

৬. পর্যটন এলাকায় ভিড় ও অনিয়ন্ত্রিত আচরণ: কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সিলেট, বান্দরবানসহ পর্যটন এলাকায় থার্টি ফার্স্ট নাইটে বিপুল ভিড় জমে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী জুটির অনিয়ন্ত্রিত চলাফেরা, বেপরোয়া আচরণ এবং শালীনতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ড সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বেগজনক।

৭. নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হওয়া: কিছু স্থানে থার্টি ফার্স্ট নাইটের আড়ালে মদ্যপান, অশ্লীলতা এবং অনৈতিক সম্পর্কভিত্তিক কর্মকাণ্ডও দেখা যায়, যা তরুণ সমাজকে বিপথে ঠেলে দেয় এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৮. পরিবারভিত্তিক ঘরোয়া অনুষ্ঠান: অনেক পরিবার ঘরে বসে টিভিতে স্পেশাল প্রোগ্রাম দেখে, কেক কাটে বা ছোটখাটো সাজসজ্জা করে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। যদিও এটি তুলনামূলক শালীন, তবে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব এখানেও পরোক্ষভাবে বিদ্যমান।

থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপনে সমস্যা কোথায়?

আমাদের দেশে অনেক মুসলিমই ইসলামকে জানার চেষ্টা না করে শুধু সমাজের মানুষের দেখাদেখি ধর্ম পালন করেন। কুরআন–সুন্নাহর আলোকে বিচার-বিশ্লেষণের সাহস ও অভ্যাস যেহেতু নেই, তাই থার্টি ফার্স্ট নাইটের মতো ইসলামবিরোধী উৎসবও উদারতার দোহাই দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিচ্ছে। এ কারণেই আমাদের প্রয়োজন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই উদযাপনের সমস্যাগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝা।

১. বিধর্মীদের অন্ধ অনুকরণ: ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। একজন মুসলিমের জীবনধারা, আনন্দ–উৎসব, পোশাক–পরিচ্ছদ, সামাজিক আচার-আচরণ সবই ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী হওয়া উচিত। আর ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো- বিধর্মীদের বিশেষ আচার–অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি অন্ধভাবে অনুকরণ করা হারাম।

এই বিষয়ে কুরআনের স্পষ্ট সতর্কবার্তা হচ্ছে, ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ 'আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (আর-রূম, ৩০/৩১)। একইভাবে রাসূল ﷺ-এর হাদীছে বলা হয়েছে, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি অন্য কোনো সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৭৬]

উপরিউক্ত কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন, অন্য কোনো সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মীয় রীতি, প্রতীক, পোশাক বা সাংস্কৃতিক উৎসব অনুসরণ করা নিষিদ্ধ। কারণ এতে মুসলিমের স্বকীয়তা নষ্ট হয় এবং অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অনুগত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৭৬. আবূ দাউদ, হা/৪০৩১।

www.al-itisam.com

থার্টি ফার্স্ট নাইটের বর্তমান উদযাপন, ডিজে পার্টি, মদ্যপান, মিক্সড গ্যাদারিং—এ সবই পশ্চিমা, খ্রিষ্টান-উদ্ভূত, ধর্মহীন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এগুলোতে অংশ নেওয়া সরাসরি ওই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে।

২. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা: থার্টি ফার্স্ট নাইটের প্রধান আকর্ষণই হলো নারী-পুরুষ মিক্সড গ্যাদারিং, হোটেল-পার্টি, ক্লাব, ক্যাম্পাস, রাস্তাঘাট সব জায়গায় নারী-পুরুষের অবাধ চলাফেরা। ইসলাম এখানে অত্যন্ত সতর্ক। তাই পুরুষ ও নারীর পর্দা, শালীনতা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ইসলামে কঠোরভাবে নির্দেশিত। যেখানে রাতভর এমন অবাধ মেলামেশা ও ফ্রি-মিক্সিং চলে, সেই উৎসব কোনো মুসলিমের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. অশ্লীলতা, নাচগান ও মদ্যপান: থার্টি ফার্স্ট নাইট মানেই উচ্চ শব্দের গান, নাচগান, ডিজে পার্টি, মদ্যপান, নেশা ও অশ্লীল আচরণ। এসবই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম এবং বড় ধরনের গুনাহ। বিশেষত, গানবাজনা ও মাদক সেবন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

৪. রাতভর বেহুদা সময় অপচয়: ইসলামে একজন মুমিনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এই রাতে অতি মূল্যবান সময় ইবাদত বা উপকারী কাজে ব্যয় না করে রাস্তায় ঘোরাঘুরি, হৈচৈ, পার্টি করা, বেহুদা আড্ডা দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সময় নষ্ট করা হয়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নিন্দনীয় অপরাধ।

৫. হারাম সম্পর্ক ও অনৈতিক আচরণের ইন্ধন: থার্টি ফার্স্ট নাইটের সুযোগে অনেক কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণী হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষত, প্রেমিক-প্রেমিকা জুটির অবাধ ঘোরাফেরা, পর্যটন এলাকায় বেহায়াপনা, রাতভর হোটেল বা রিসোর্টে সময় কাটানো—এসবই ধর্মীয় দৃষ্টিতে স্পষ্ট নিষিদ্ধ এবং নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ।

৬. সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা: এই রাতে সাধারণত দেখা যায় বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো, অতিরিক্ত শব্দদূষণ, মাতাল অবস্থায় গোলযোগ, রাস্তায় বিশৃঙ্খলা ইত্যাদির কারণে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হয়। অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি সমস্যা সৃষ্টিকারী ও ক্ষতিকর।

উপরিউক্ত নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়- থার্টি ফার্স্ট নাইটকে কেন্দ্র করে যেসব আচরণ ও উৎসব পালন করা হয়, তার একমাত্রিক ফলাফল হচ্ছে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ঈমান ও আমলের ক্ষতি। সুতরাং যে মুসলিম এইসব আয়োজনে শরীক হয়, সে অবশ্যই ইসলামের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে এবং গুনাহের কাজে অংশগ্রহণ করে।

বছর পরিবর্তনের ইসলামী শিক্ষা কী?

থার্টি ফার্স্ট নাইটের বেহায়াপনা ও অবক্ষয়ের বিপরীতে ইসলাম বছর পরিবর্তনকে একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। ইসলামে সময় কোনো খেলাচ্ছলে নষ্ট করার উপকরণ নয়, বরং জীবন নামক মূলধনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আল্লাহ তাআলা সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে কুরআনে সময়ের কসম করে বলেছেন, ﴿وَالْعَصْرِ-إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ 'সময়ের কসম! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' *(আল-আছর, ১০৩/১–২)*।

এই আয়াত দেখিয়ে দেয়, সময় পার হওয়া মানেই জীবনের একটি অংশ কমে যাওয়া। তাই বছর পরিবর্তন ইসলামে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে রাতভর সময় নষ্ট করার বিষয় নয়, বরং তা গভীর আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির মুহূর্ত। গত বছরে কোথায় ভুল করেছি, কার অধিকার নষ্ট করেছি, কত ইবাদত অপূর্ণ রেখেছি—এগুলোই হওয়া উচিত একজন মুমিনের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। নতুন বছর মানে নতুন আমল, নতুন নিয়্যত ও নতুন পরিবর্তন।

একজন মুসলিমের লক্ষ্য হওয়া উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, চরিত্রের সংশোধন, গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং সৎকাজে অগ্রসর হওয়া। বছর পাল্টালে প্রকৃত উন্নতি হয় না; বরং আসল উন্নতি তখনই হয়, যখন আমাদের আমল, অভ্যাস ও নৈতিকতা বদলায়। এজন্য ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে নতুন বছর উদযাপনে নয়, বরং নিজের পরিবর্তনে মনোযোগ দেওয়া।

মুসলিমরা কী করবে?

ইসলামে দুইটি ঈদ ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো বার্ষিক উৎসব বা বছর পরিবর্তনের বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান নেই। তবুও একজন মুমিনের উচিত বিধর্মীদের অপসংস্কৃতির বিপরীতে বছর পরিবর্তনকে আত্মশুদ্ধি, ইবাদত ও আত্ম-উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থবহ করে তোলা। ৩১ ডিসেম্বর রাতটি নাচগান, হৈচৈ বা বেহুদা উৎসবের রাত নয়; বরং এটি হতে পারে আত্মসমালোচনার গভীর এক মুহূর্ত।

একজন মুসলিমের প্রথম করণীয় হলো আত্মসমালোচনা ও তওবা করা। গত এক বছরে যে ভুলগুলো হয়েছে, যে গুনাহগুলো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হয়েছে, সেগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ করা এবং প্রকৃত তওবা করা। পাশাপাশি নতুন বছরের জন্য ইবাদত, চরিত্র সংশোধন ও নৈতিক উন্নতির একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা তৈরি করা।

মুমিনের নতুন বছরের পরিকল্পনায় থাকতে পারে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত ও অর্থ বুঝার চেষ্টা করা, বেশি বেশি দান-ছাদাক্বা করা। চরিত্র গঠন, দয়ামায়া প্রকাশ, সত্যবাদিতা ও উত্তম আচরণ চর্চা করা। পরিবার, সমাজ ও প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের দৃঢ় অঙ্গীকার করা। নিজের সময়কে অপচয় থেকে বাঁচিয়ে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা।

www.al-itisam.com

এভাবেই একজন মুসলিম বছর পরিবর্তনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে, যা থার্টি ফার্স্ট নাইটের বেহুদা আনন্দ-উল্লাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

থার্টি ফার্স্ট নাইটের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে করণীয়:

থার্টি ফার্স্ট নাইটের সামাজিক ক্ষতি কমাতে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। শুধু ব্যক্তিগত সচেতনতা নয়; বরং পরিবার, সমাজ, আলেম-উলামা, মিডিয়া সবারই দায়িত্ব রয়েছে।

১. পরিবার ও সমাজের ভূমিকা: পরিবারের মুরুব্বীদের উচিত সন্তানদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করে এই রাতের অশ্লীলতা, নৈতিক অবক্ষয় ও ইসলামী বিধিনিষেধ সম্পর্কে নছীহত করা।

২. ইসলামী সংগঠন ও আলেমদের ভূমিকা: মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামী সংগঠনগুলোর উচিত ওয়ায, আলোচনা সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে থার্টি ফার্স্ট নাইটের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা। একইসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয় ও নৈতিকতার বার্তা প্রচার করা।

৩. মিডিয়ার দায়িত্বশীল ভূমিকা: মিডিয়াগুলোর উচিত বাণিজ্যিক শো, কনসার্ট বা নিউ ইয়ার অফারের প্রচারে উৎসাহ না দিয়ে; বরং নৈতিকতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সুস্থ ধারার সংস্কৃতি প্রসারে ভূমিকা রাখা। সমাজকে বিভ্রান্ত না করে সঠিক পথ দেখানোই মিডিয়ার প্রকৃত দায়িত্ব।

৪. তরুণ প্রজন্মকে সঠিক জ্ঞান প্রদান: তরুণরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় পশ্চিমা সংস্কৃতির ঝলমলে উপস্থাপনায়। তাদের কাছে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সৌন্দর্য তুলে ধরা জরুরী, যাতে তারা অন্ধ অনুকরণ নয়; বরং সুস্থ বিনোদনের দিকে ধাবিত হয়।

শেষ কথা:

থার্টি ফার্স্ট নাইটকে ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম আনন্দ নিষিদ্ধ করেনি; কিন্তু আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন ও নৈতিক অবক্ষয়ের আনন্দকে কখনোই ইসলাম অনুমোদন করে না। পশ্চিমা অনুকরণে রাতজাগা উৎসব কোনো মুসলিমের আনন্দ নয়; বরং এটি সময় নষ্টের শয়তানী ফাঁদ ও ঈমানের দুর্বলতার প্রতিফলন।

তাই একজন মুসলিমদের প্রকৃত প্রয়োজন হলো আত্মশুদ্ধি, সময়কে মূল্যায়ন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং নৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়া। তাই আসুন! আমরা নতুন বছরকে আতশবাজি ফুটিয়ে বা উল্লাস করে নয়; বরং তওবা, ইবাদত ও জীবনের নতুন রোডম্যাপ তৈরির মুহূর্ত হিসেবে গ্রহণ করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

গুনাহ ও অশ্লীলতার বাকি অংশ

এ ফেতনার যুগে মুক্তির পথ হলো নিজের চক্ষুকে নিয়ন্ত্রণ করা। কারণ চোখ হৃদয়ের জন্য বার্তাবাহক। যখন চোখ কোনো হারাম বস্তু দেখে, তখন হৃদয় তা নিয়ে ভাবতে শুরু করে এবং শয়তান সেই হারামে লিপ্ত হওয়ার প্ররোচনা দিতে থাকে।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো এক মহিলার উপর চোখ পড়ল, (কোনো নারীকে দেখে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনে ওয়াসওয়াসা আসতে পারে এমন ধারণা রাখা যাবে না)'।[৭৭] কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে) নিজের স্ত্রী যায়নাব বিনতু জাহশ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কাছে আসলেন, প্রয়োজন পূরণ করার পর ছাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيطانٍ، وتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شيطانٍ، فَإِذا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فإنّ ذلكَ يَرُدُّ ما فِي نَفْسِهِ 'নারী শয়তানের রূপে আসে, শয়তানের রূপে যায়; তাই যখন কেউ কোনো নারীকে দেখবে, সে যেন নিজের স্ত্রীর কাছে চলে যায়। কারণ কেউ যদি এরূপ করে, তাহলে তার ওয়াসওয়াসা কেটে যাবে'।[৭৮]

শয়তানের রূপে আসা-যাওয়ার অর্থ এই যে, সে ফেতনা ও ওয়াসওয়াসার কারণ।[৭৯] নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্দেহের কারণ থেকেও দূরে থাকতেন।

উম্মুল মুমিনীন ছাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই রাযিয়াল্লা-হু আনহা বর্ণনা করেন, রামাযানের শেষ দশকে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফে ছিলেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলাম, কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমি তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসলাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে ছিলেন, যখন আমরা দরজার কাছে পৌঁছলাম, তখন পাশ দিয়ে দুজন আনছারী ছাহাবী যাচ্ছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনে আশঙ্কা হলো যে, এরা তাঁর সম্পর্কে কুধারণা করতে পারে, তাই তিনি বলতে লাগলেন, 'দাঁড়াও, ইনি ছাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই, অন্য কেউ নন'। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একথা তাদের কঠিন মনে হলো। হুশাইমের বর্ণনায় রয়েছে, তারা বললেন, আমরা কি আপনার সম্পর্কে কুধারণা করতে পারি?[৮০] নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে, তাই আমার ভয় হলো যে, তোমাদের মনে শয়তান কোনো ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করতে পারে'।[৮১]

সর্বদা গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকাই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ, আমরা কি তাঁর এই আদর্শ গ্রহণ করতে পেরেছি? আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা দাবি করি, তাঁর বিরুদ্ধে একটা শব্দও সহ্য করি না; কিন্তু বাতিল আক্বীদা, অবৈধ কথা ও কর্মে নিরন্তর তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকি। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন- আমীন!

৭৭. ইকমালুল মু'লিম, ৪/৫৩১।
৭৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০৩।
৭৯. ইকমালুল মু'লিম, ৪/৫৩১।
৮০. ফাতহুল বারী, ৪/২৭৯।
৮১. ছহীহ বুখারী, হা/২০৩৫।

www.al-itisam.com

নতুন বছরের নতুন দিনে নতুন ‘আমি’ কি হতে পেরেছি?

-রাকিব আলী

[১]

আমরা অনেকেই নতুন বছরের নতুন দিনে নতুন কিছু করতে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু চিরস্থায়ী জীবনকে কেন্দ্র করে কীভাবে জীবনকে সাজানো যায়, কীভাবে জীবনের মধ্যে নতুনত্ব আনা যায়, সেগুলোর কোনো চিন্তাই যেন আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। তাই তো নতুন দিন হয়, নতুন মাস হয়, নতুন বছর হয়, কিন্তু এই ‘আমি’ আর নতুন হই না, নিজের মধ্যে আর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনটুকু আনা হয় না। যেমন ছিলাম তেমনি রয়ে যাই। আর হয়তো এভাবেই আমরা একসময় হঠাৎ কবরের ঘুটঘুটে অন্ধকারের মতো ভয়ানক এক পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে আবিষ্কার করব। এ নিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘এমনি করেই (ধীরে ধীরে) তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে’ *(আত-তাকাছুর, ১০২/২)*।

দেখুন, নতুন একটি বছর চলে আসা মানে জীবন থেকে পাক্কা একটি বছর চলে যাওয়া, যে বছর জীবনে আর কোনোদিনই ফিরে পাবার নয়। ফলে নতুন আরেকটি বছর চলে আসাতে যেখানে আমাদের দুঃখ হওয়ার কথা, জীবন থেকে চলে যাওয়া এই সময় আর ফিরে পাব না বলে নিজের করে আসা পাহাড় পরিমাণ গুনাহের কথা ভেবে আফসোস হওয়ার কথা, টপটপ করে চোখের পানি ফেলার কথা, সেখানে একদম প্রাণ খুলে আনন্দ-ফুর্তি, হাসি-তামাশা ইত্যাদি করা কি চিরস্থায়ী জীবন নিয়ে চিন্তাশীল কোনো মানুষের কাজ হতে পারে?

নিজের গুনাহের কথা না ভেবে হাসি-তামাশায়, হৈ-হুল্লোড় ইত্যাদি নানা ঢঙে লিপ্ত থাকার বিষয় কি এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমরা আসলে আখেরাতের প্রতি চরমভাবে বিমুখ হয়ে আছি, চিরস্থায়ী জীবন নিয়ে আমাদের মাথায় কোনো চিন্তাই কাজ করছে না। অন্যথা, আমাদের এত এত গুনাহ থাকা সত্ত্বেও নতুন বছরের নতুন এই দিনে এত আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠতে পারতাম না। একটু হলেও নিজেদের গুনাহের কথা চিন্তা করে এসব থেকে দূরে থাকতাম। নিজের মধ্যে অনুতাপ কাজ করত। আর অন্তরে অনুতাপ কাজ না করলে রবের দিকে ফিরে আসা যায় না। এছাড়া, অনুতপ্ত হতে না পারা হৃদয় কঠিন হয়ে যাওয়ার কঠিন বার্তা দেয়, যা কোনো জান্নাত প্রত্যাশীদের জন্য কখনোই কাম্য নয়।

আমরা যারা রবের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে বিভিন্ন খেলতামাশায় লিপ্ত আছি, মৃত্যুর বাস্তবতা ভুলে আছি, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আমাদেরকে ভাবাচ্ছে না, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বয়ং রব্বে কারীম বলেছেন, মানুষের জন্য তাদের হিসাব নিকাশের মুহূর্তটি একান্ত কাছে এসে গেছে, অথচ তারা এখনো উদাসীনতার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে সত্যবিমুখ হয়ে আছে। যখন তাদের কাছে তাদের মালিকের নতুন উপদেশ আসে, তখন তারা শুনছে কিন্তু তারা (তখনও) নানারকম খেলাধুলায় নিমগ্ন থাকে। তাদের মন থাকে সবসময় অমনোযোগী *(আল-আম্বিয়া, ২১/১-৩)*।

[২]

আজকে আমরা যারা ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ পালন করে আনন্দ-ফুর্তি করছি, তাদের কি একটুও খেয়াল আছে যে, আমরা কবরের দিকে আরও একটি বছর এগিয়ে গেলাম। আর এই এগিয়ে যাওয়া কবরের জন্য কি কোনো প্রস্তুতি আছে আমাদের? আমরা কি আখেরাতের পাথেয় হিসেবে কিছু জোগাড় করতে পেরেছি?

একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য বেধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিটি দিন যেমন এই ভেবে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের হয়ে থাকে যে, যতই দিন গড়াচ্ছে ততই মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক তেমনি আমাদেরও কি প্রতিটি দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের হওয়ার কথা নয়? কেননা ঐ ব্যক্তির মতো আমরাও তো প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছি। পার্থক্য শুধু ঐ ব্যক্তির কাছে একপ্রকার জানা হয়ে আছে বেঁচে থাকার চূড়ান্ত সময়সীমা, আর আমাদেরটা অজানা। এখন আমরা কি ঐ ব্যক্তির কঠিন অবস্থানে নিজেদেরকে দাঁড় করিয়ে—একটু চিন্তা করে, নিজেদেরকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারি না?

দেখুন, হ্যাপি নিউ ইয়ার বললেই বছর ‘হ্যাপি’ হয়ে যায় না। বছর হ্যাপি হতে হলে আগে বছরের মালিক মহান রব্বুল আলামীনের অনুগত থাকার মাধ্যমে মালিককে খুশি করতে হবে। আর আল্লাহকে আমাদের উপর সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই বছরটাও আল্লাহর রহমতে হ্যাপিতে তথা সুখে কাটবে।

[৩]

আমরা নিজেদের পিছনে একটু চিন্তা শক্তি ব্যয় করি যে, এই ‘আমি’র তো একসময় কোনো অস্তিত্বই ছিল না আবার থাকবেও না। তাই এই মাঝের সময়টা আমার কী করা দরকার? এগুলো নিয়েই আমার ব্যস্ত থাকা দরকার। এছাড়া, মহান আল্লাহ আমাদেরকে অসংখ্য-অগণিত নেয়ামতের স্বাদ ভোগ করাচ্ছেন। আর আমরা আল্লাহর এত এত নেয়ামত ভোগ করেও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে কীভাবে এতটা অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে পারি, একটু ভাবুন তো!

বাকি অংশ ৩৭ নং পেজে...

হেলথ কর্নার

শীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা: রোগ প্রতিরোধে সচেতন জীবনযাপন

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

শীত এমন এক ঋতু, যা অনেকের কাছেই স্বস্তি, স্নিগ্ধতা ও আনন্দের প্রতীক। কুয়াশা ঢাকা সকালের নরম আলো, গরম চায়ের কাপে চুমুক কিংবা পিঠা-পায়েসের মনকাড়া সুবাস—সব মিলিয়ে শীতের দিনগুলো আমাদের জীবনে নিয়ে আসে আলাদা এক অনুভূতি। তবে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের পাশাপাশি বাড়ে কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকিও। শীতে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক দুর্বল হয়ে পড়ে; ফলে সর্দি, কাশি, ফ্লু, নিউমোনিয়ার মতো অসুখ সহজেই বিস্তার লাভ করতে পারে। তাই এই সময়ে প্রয়োজন সচেতন জীবনযাপন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত শরীরচর্চা।

শীতের প্রভাব শরীরে:

ঠাণ্ডা পরিবেশে শরীর নিজেকে মানিয়ে নিতে কিছুটা ধীরগতিতে কাজ করে। রক্তনালী সংকুচিত হওয়ায় রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে—বিশেষত যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগ আছে, তাদের জন্য এটি বাড়তি সতর্কতার সময়। ঠাণ্ডায় শরীরের তাপমাত্রা ধরে রাখতে বেশি শক্তি খরচ হয়, ফলে অনেকে ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করেন।

শীতে ঘরের দরজা–জানালা বেশি সময় বন্ধ থাকে, বাতাস চলাচল কমে যায়—এতে জীবাণু ছড়ানোর পরিবেশ তৈরি হয়। তাই সর্দি, কাশি, ফ্লু, অ্যাজমা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ বৃদ্ধি পায়। আবার সূর্যের আলো কম পাওয়ায় ভিটামিন 'ডি'-এর ঘাটতি দেখা দিতে পারে, যা হাড়ের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে।

শীতকালীন সাধারণ রোগসমূহ:

১. সর্দি-কাশি: ঠাণ্ডা বাতাস, ধুলাবালি বা সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে সহজে ছড়ায়।

২. ইনফ্লুয়েঞ্জা (ফ্লু): উচ্চ জ্বর, গলা ব্যথা, অবসাদ; শিশু ও প্রবীণদের জন্য তা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

৩. নিউমোনিয়া: ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে শ্বাসকষ্ট, কাশি ও জ্বর দেখা দেয়।

৪. অ্যাজমা: ঠাণ্ডা বাতাসে শ্বাসনালি সংকুচিত হয়ে হাঁপানির সমস্যা বেড়ে যায়।

৫. ত্বক শুষ্কতা: বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকায় ত্বক ফেটে যায়, ঠোঁট শুকিয়ে যায়।

৬. হৃদরোগের ঝুঁকি: রক্তনালী সংকুচিত হওয়ায় হৃদযন্ত্রের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

৭. সাইনোসাইটিস ও গলা ব্যথা: ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সাইনাসে প্রদাহ বাড়ে।

শীতে পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস:

রোগ প্রতিরোধ ও শরীর উষ্ণ রাখতে খাদ্যে সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

- প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার: মাছ, ডিম, দুধ, মুরগি, ডাল, বাদাম।
- ভিটামিন 'সি'সমৃদ্ধ ফল: কমলা, মাল্টা, পেয়ারা, আমলকী।
- সবুজ শাকসবজি: পালং, লালশাক, কপি, ব্রকলি।
- শক্তিদায়ক খাবার: ভাত, আলু, মিষ্টি আলু, খেজুর, গমজাত খাবার।
- ভেষজ পানীয়: আদা-লেবু চা, তুলসী-চা, দারুচিনি-গোলমরিচ মিশ্রিত গরম পানি।
- পর্যাপ্ত পানি: ঘাম কম হলেও শরীরের প্রয়োজনীয় পানি পূরণে প্রতিদিন ৭–৮ গ্লাস পানি পান জরুরী।

সুস্থ জীবনযাপনে করণীয়:

১. উষ্ণ পোশাক পরুন; বিশেষ করে মাথা, কান ও পা ঢেকে রাখুন।২. নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন।

৩. প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণ ঘরের জানালা খুলে বাতাস চলাচল নিশ্চিত করুন।

৪. সকালে হালকা ব্যায়াম বা হাঁটা রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।
৫. ধূমপান ও মদ্যপান থেকে দূরে থাকুন।
৬. পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম নিন।
৭. প্রয়োজন হলে ফ্লু টিকা নিন—বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ ও দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের ক্ষেত্রে।

শিশু ও প্রবীণদের বাড়তি যত্ন:

- শিশু: শিশু ঠাণ্ডা বেশি সহ্য করতে পারে না, তাই বাইরে গেলে টুপি, মোজা ও গরম জামা পরানো জরুরী। ত্বকের শুষ্কতা রোধে শিশুদের জন্য উপযোগী ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন।
- প্রবীণ: ঠাণ্ডায় শ্বাসকষ্ট, হাড় ব্যথা ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা, গরম পানি পান, হালকা ব্যায়াম ও ওষুধ সময়মতো সেবন অপরিহার্য।

মানসিক স্বাস্থ্যও গুরুত্বপূর্ণ:

শীতে সূর্যালোক কম থাকায় অনেকেই বিষণ্ণতা, মনমরা ভাব বা 'Winter Blues'-এ ভোগেন। সকালে রোদে হাঁটা, প্রিয় কাজ করা, বই পড়া বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়।

ত্বক ও ঠোঁটের যত্ন:

- গোসলের পরপরই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন।
- খুব গরম পানি দিয়ে গোসল এড়িয়ে চলুন।
- মধু, দই ও ওটসের প্রাকৃতিক ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন।
- ঠোঁটে নিয়মিত পেট্রোলিয়াম জেলি বা নারিকেল/অলিভ অয়েল লাগান।
- ঘুমানোর আগে হাত-পায়ে তেল লাগালে ফাটা চামড়া কমে।

হৃদরোগীদের সতর্কতা:

১. ভোরের কুয়াশা ও ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁটতে বের হওয়া এড়িয়ে চলুন।
২. নিয়মিত ওষুধ সেবন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
৩. হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বা বুকে ব্যথা অনুভব করলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসা নিন।
৪. সুষম খাদ্য, পর্যাপ্ত পানি ও মানসিক প্রশান্তি হৃদযন্ত্রের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

শেষকথা:

শীত প্রকৃতির এক অনন্য উপহার। তবে এই ঋতুকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই সচেতনতা, যত্ন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। উষ্ণ পোশাক, পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম ও ইতিবাচক মানসিকতা—এই পাঁচটি অভ্যাস মেনে চললে শীত হয়ে উঠবে সুস্থতার ঋতু, প্রাণের উৎসব।

নতুন বছরের নতুনের বাকি অংশ

আমরা দুনিয়ার কারও উপকার করে বিনিময়ে পরবর্তীতে তার কাছ থেকে কোনো কিছু না পেলে তার প্রতি রাগ দেখাই, তাকে অকৃতজ্ঞ বলে আখ্যা দিই, অনেক সময় যোগাযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দিই। এখন আল্লাহ আমাদেরকে এত এত নেয়ামত ফ্রি-তে দিয়ে যাচ্ছেন। তারপরও আমরা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ঠিকমতো ছালাত আদায় করি না, পর্দা করি না, হালাল-হারাম মেনে চলি না অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলি না, তবুও তো আল্লাহ তাঁর নেয়ামতসমূহ আমাদের জন্য বন্ধ করে দেন না। আর আল্লাহ অসীম দয়ালু বলেই তো তা করেন না। এখন আমাদের প্রতি আল্লাহর এই অফুরন্ত দয়ার সুযোগ নিয়ে কি আমরা আল্লাহর অবাধ্য হতেই থাকব? এই কি আমাদের বিবেকের বিচার?

আমাদেরও তো একটু বিবেক খাটানো উচিত, যে আল্লাহ আমাদেরকে একদম মায়ের পেটে অবস্থানকাল থেকে এখন অবধি আমাদেরকে তাঁর অগণিত নেয়ামতের চাদরে ঢেকে রেখে চলছেন, সে আল্লাহর নাফরমানীতে আমরা কীভাবে লিপ্ত থাকতে পারি? কীভাবে দিনের পর দিন সে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে চলতে পারি? দুনিয়ায় কাউকে যদি দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য অকৃতজ্ঞ বলতে পারি, তবে আমরা কেমন কৃতজ্ঞ হলাম! রবের অবাধ্যতার মাধ্যমে আমরা কি রবের প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করছি না?

প্রিয় ভাই ও বোন আমার! একটু বোঝার চেষ্টা করুন। জীবনটা হেসেখেলে পার করার জিনিস নয়। আল্লাহ এই জীবনকে যেমন খুশি, তেমনভাবে পার করার জন্য দেননি; নিজেকে জান্নাতের জন্য প্রস্তুত করতে দিয়েছেন। একদিন আল্লাহর সামনে আমাদের সবাইকে দাঁড়াতে হবে, দিতে হবে সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব। ফলে আমাদেরকে এখনই জীবনের মানে বুঝতে হবে, খুঁজতে হবে জীবনকে পরিচালনা করার উপায়। আর সেই উপায় খুঁজতে হলে কুরআন-হাদীছের দ্বারস্থ হতেই হবে, এগুলোর চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। আর জীবন পরিবর্তনের জন্য এগুলোর কোনো বিকল্প নেই। কাজেই আসুন, নতুন বছরে আমরা কুরআন-হাদীছের আলোকে বেশি বেশি নেক আমল করে নিজেদের মধ্যে নতুনত্ব আনি, নিজেদেরকে পরিবর্তন করি। আর এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে উঠার চেষ্টা করি। তাতে আমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সফলকাম হব। এটাই তো আল্লাহর পাক্কা ওয়াদা।

www.al-itisam.com

জামি'আত পাতা

অন্ধকার!

-মাজহারুল ইসলাম আবির

[১]

সৌন্দর্যময়ী চাঁদটি মিষ্টি হাসিতে পুরো ধরাধামকে অপরূপ রূপে সজ্জিত করেছে। শুভ্র শীতল হাওয়া শূন্যে ভাসছে স্নিগ্ধ অনুভূতি নিয়ে। গাছপালার পত্রপল্লব নীরবে নিস্তব্ধে অন্ধকারে স্থির হয়ে রাতের ছোঁয়ায় ঘুমঘোরে বিভোর হচ্ছে। অদূরে অবস্থিত কুঠরিগুলোর জানালা থেকে আলোর আভা প্রকাশ পাচ্ছে। দিনের নীল আকাশ রাতের আঁধারে আবছা কালোতে রূপ নিয়েছে। চারিদিকে সব গুম মেরে আছে। মাঝেমধ্যে যান্ত্রিক কোলাহলের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। চা দোকানের হালকা আড্ডার স্বর কর্ণগোচর হচ্ছে। পুলের নিচ দিয়ে স্তব্ধচিত্তে বেয়ে চলেছে অতি ছোটাকারের ঢেউমালা। মেঘমালার ছবি ফুটে উঠেছে পানিতে। ল্যাম্পপোস্টের আলোতে নদীর জলে চকচক রূপ দেখা দিয়েছে। পুলের দুধারের কাশফুলগুলো কখনো দোল খাচ্ছে সহসা আসা সমীরণের ছোঁয়ায়। নদীতে অর্ধডোবা শাপলা-পদ্মরাও হয়তো ঘুমের কোলে মাথা রেখেছে। সবখানে সব ঠিকঠাক আছে। কিন্তু 'আমি' তে কিছু একটা হয়েছে। এমন কিছু, যার দরুন এই আলোভরা আঁধারেও আমাতে ভর করেছে একরাশ আঁধার। এই আঁধারে ছেয়ে যাওয়া জীবনে আমি আকাল একটুখানি আলেয়ার। আমি অপেক্ষায়, এই আঁধার চুয়ে চুয়ে শেষ হওয়ার। তাই, সবার অগোচরে রবের গোচরে জল ফেলছি জলে। আঁখিপাতা চুয়ে নামা প্রতিটি ফোঁটা যেন, একেকটা পাপের ঢিবি। এতেই শান্তি, স্বস্তি। রবের তরে হাত পেতে সেই হাত চোখের অশ্রুতে ভিজানোতেই এক জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

[২]

মাঝে মাঝে আমরা ভালো থাকি না। এলোমেলো লাগে সব। মনে হয়, কোনো বারাকাহ নেই জীবনে। রাগ, ক্ষোভ, অস্বস্তি আর অশান্তি গ্রাস করে। পড়াশোনায় থাকে না মন। মনোযোগ থাকে না কোনো কাজে। জীবনের তাল আর লয় যেন মিলানোই যায় না। বিপদ আর ক্ষতি যেন ধেয়ে আসে পিছে। ভাল্লাগে না কিছুই। অবোধ্য, অব্যক্ত অপরিসীম বেদনায় সমস্ত বুক যেন মুচড়িয়ে উঠে। আফসোস ও পরিতাপে মাটিতে মিশে যেতে চাই আমরা। আমাদের হৃদয়ে জেগে উঠে এক আর্ত, যা বাহিরের কেউ শুনতে পায় না। এসবের পিছনে সবচেয়ে বড় একটা কারণ, 'পাপ'। মাঝে মাঝে পাপ এসে ঘিরে নেয় জীবন। তখন জীবন হয়ে ওঠে বিভীষিকাময়। মনের কিনারে উপচে পড়ে হতাশার স্রোত। কালবৈশাখি হয়ে তেড়ে আসে সময়। গুছানো সব অগোছালো হয়ে যায়। ক্বলবে দাগ পড়ে। স্বস্তি আর শান্তি নিরুদ্দেশ হয়। শরীর বেয়ে যুলমের নির্যাস বয়। পৃথিবী তখন হলদেটে মনে হতে থাকে। নিস্তেজ হয়ে যায় নিজেকে মানিয়ে নেবার শক্তি। তখন শুরু হয় ভালো না লাগা, নিরাশার আঁধার দেখা। মনে হতে থাকে, 'এখানেই বুঝি সব শেষ! আর হয়তো দাঁড়াতে পারব না!' এই ভেবে আমরা থেমে যাই। আশা হারাই। এতে করে আমরা আরও বেশি চিন্তিত হই। আর এখানেই আমরা ভুল করে বসি। যদি এমনই হয়। যদি আলো নিভে গিয়ে কালো ঘিরে বসে চারিধারে। চোখ যদি ভারী হয়ে হয়ে আসে। অন্তর যদি শক্ত হয়ে যায়। জীবন যদি থেমে যেতে চায়। তবে, তখনই মনে করতে হবে— 'আল্লাহ তওবাকারীকে ভালবাসেন'। 'পাপীদের মধ্যে তওবাকারী উত্তম'। এরপর... ছেড়ে দিতে হবে চোখের পানি। সিজদাহতে লুটে পড়তে হবে। এক সেকেন্ডও দেরি করা যাবে না। কারণ, মৃত্যু হঠাৎ করেই আসে...!

'পাপ' হচ্ছে উত্তপ্ত এক বারুদ, যা কখন কীভাবে আমাদের ভিতরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়, আমরা বুঝতেও পারি না। আর আমরা মূলত পাপ করি শয়তানের ওয়াসওয়াসায়। শয়তান আমাদের কানে মধুবর্ষণ করে আমাদেরকে ফেলে দেয় পাপের নর্দমায়। শয়তানের কাজই তো আমাদের ভুল পথে চালনা করা। আমরা যেন ভুল পথে বৈঠা হাঁকাই, সেকারণেই তার যত কারসাজি। শয়তান হচ্ছে নোংরা একটা ময়লার স্তূপ। কারণ, সে অন্তরসমূহকে ময়লা করে দেয়। সে একটা কাঁটার গাছ। জীবনপথে পদে পদে সে আমাদের কাঁটাবিষ্ট করে। সে ছদ্মবেশীও বটে। কখন কোন বেশে থাকে বোঝা মুশকিল। সে এক দক্ষ যাদুকর, যাদুর প্রভাবেই তো সে খারাপটাকেও ভালো করে দেখায়। বুদ্ধিমত্তাও তার মাঝে কম নেই। আমাদের পাপ কাজ করিয়ে সে পিছন ফিরে দৌড়ায়। সে ভীতুর ডিম, সে আল্লাহকে ভয় করে। সে দক্ষ শিকারি, তার পাতা ফাঁদগুলো খুবই সূক্ষ্ম। সে পাপের নৌকার মাঝি, নৌকা চালায় এমন নদে, যে নদ পেরুলেই উত্তপ্ত আগুন। সে মিষ্টিভাষী, পাপের পথে তার আহ্বানটা অসাধারণ। সে এক নিমোকহারাম, যিনি তাকে সৃষ্টি করলেন, তার সাথেই সে হারামি করেছে। তাই সে অভিশপ্ত, বিতাড়িত।

[৩]

আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, সে যত কিছুই হোক আল্লাহর চেয়ে ক্ষমতাধর নয়। এমনকি তার ক্ষমতাগুলোও আল্লাহর দেওয়া। সে যতই আমাদের পাপের নর্দমায় ডুবাক না কেন, আল্লাহ তাঁর ক্ষমার ঝরনায় আমাদের অবগাহন করাবেনই ইনশাআল্লাহ।

তাই, পাপের পর ভেঙে পড়া যাবে না। রবের দ্বারে ক্ষমার ভিখারি হয়ে হাত উত্তোলন করে ভেজা ভেজা চোখে বলতে হবে, 'হে অন্তর্যামী রব! আমি দোষী, আমি পাপী। আমাকে আর পাপে কলুষিত রেখো না, হে গফূর! আমাকে তোমার ক্ষমা ভিক্ষা দাও। আমার চক্ষু ফেঁটে বেরিয়ে আসা অশ্রুফোটাগুলো কবুল করে নাও। আমার ক্বলবে পাপের যে ফোঁটা ফোঁটা দাগ, তা শুভ্র কাপড়ের মতো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। আমাকে আর ময়লা করে রেখো না রব! আমার মাঝে আর পাপের মাঝে মাগরিব-মাশরিকের দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও'।

www.al-itisam.com

কবিতা

শীতের ছবি

-আনিছুর রহমান
নামাজগড়, বগুড়া।

নবীন কবির কলমে শীতের ছবি,
সোনালি রবি ঢাকা পড়ে কুয়াশায় সবই।শিশির ভেজা ঘাসে
সকালের হাসি,
পিঠাপুলি খেয়ে শিশুরা দেয় খুশির হাসি।
হিমেল হাওয়ায় কাঁপে গ্রাম ও শহর,
গরিব অসহায় ঘুমায়, নেই শীতের চাদর।
হৃদয়বানদের আহ্বান—বস্ত্র দাও আজ,
যেন সবার শীতে থাকে আনন্দের সাজ।
আযানে জাগে মুমিনের প্রাণ,
লেপ-কম্বল ছাড়ে ফজরের তানে কান।
ছালাত, তাসবীহ, কুরআন তেলাওয়াত,
ভোরে পাখিরা করে রবের যিকির-নাদ।
শীত-গ্রীষ্ম সবই রবের হুকুমে,
মানুষ তা মেনে নেয় জীবনের নিয়মে।
নদী-চর, মাঠ-ঘাটে রিযিক্বের বার্তা,
শীতে বদলায় প্রকৃতির রঙিন মানচিত্রটা।

সৃষ্টি

-মো. রুম্মান ইসলাম
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

কে সৃষ্টি করেছে ধরণি,
চোখের দৃষ্টি, প্রাণের ধ্বনি।
সবকিছুই রবের দান,
আকাশ-বাতাস, নদীর টান।
চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্রমালা,
মেঘে ভাসে আলোর খেলা,
পাখির গান, ভ্রমরের সুর—
সবই তো তাঁর ইশারা নূর।
বসন্ত হাওয়া, বৃষ্টির ধারা,
শ্যামল প্রকৃতি হয় যে সারা,
সব সৃষ্টি নত প্রভুর তরে—
রবের দয়ায় বিশ্ব ভরে।
সাত আসমান, সাত জমিন,
তাঁর আদেশে সব মুকিন,
ধনী-গরিব একদিন যাবে—
কবরে গিয়েই সব ফয়সালা পাবে।

ঘুম থেকে ছালাত উত্তম

-গোলাম আযম
ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ঘুম থেকে যে ছালাত উত্তম
থেকো না আর ঘুমে,
ফেরেশতাদ্বয় ইশারাতে
ডাকে তোমার রুমে!
স্নিগ্ধ হাওয়া শীতল করে
প্রশান্তি হয় ক্ষণ,
কাতারবন্দি হলে পরে
ঠাণ্ডা তনু মন!
মাথাটাকে করো নত
তুমি রবের সাথ,
পরকালে মুক্তি পেতে
তুলো যে দুই হাত!
আমলনামা করতে ভারী
ছালাত পড়ো রোজ,
ঘোর আঁধারে খুব সহজে
পাবে আলোর খোঁজ!

শীত পড়েছে

-মিজানুর রহমান
মাহমুদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর।

শীত পড়েছে পাড়া-গাঁয়ে
শীত পড়েছে মাঠে,
খেটে খাওয়া মানুষজনের
কোলাহলের ঘাটে।
শীত পড়েছে গাছের ডালে
কাঁপছে পশুপাখি,
হিম কুয়াশার চাপে আবার—
যায় না খোলা আঁখি।
শীত পড়েছে সবুজ গাঁয়ে
যায় না দেখা বন,
শীত পড়েছে হৃদয়জুড়ে
তাই তো খুশি মন।

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

বাউল শিল্পীদের ধৃষ্টতা বেড়েই চলেছে

ঘটনা গত ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি.-এর। মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জাবরা খালা পাগলির মেলামঞ্চে গান পরিবেশনকালে আল্লাহ ও ইসলাম সম্পর্কে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করে বসেন বাউল আবুল সরকার। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার হলে দেশজুড়ে ধর্মপ্রাণ মুছল্লীদের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তখন থেকেই তাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে আসছেন দেশের ধর্মপ্রাণ মুছল্লী ও স্থানীয় জনসাধারণ। পরে ঘিওর বন্দর মসজিদের ইমাম মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বাদী হয়ে আবুল সরকারের বিরুদ্ধে গত ২০ নভেম্বর একটি মামলা করেন। একই দিনে মাদারীপুরে গানের একটি আসর থেকে ডিবি পুলিশ তাকে আটক করে। ওই দিন বিকালে মানিকগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে সোপর্দ করা হলে বিচারক জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তবে আবুল সরকারের ওই ঘটনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করছেন দেশের ধর্মপ্রাণ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষজন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ভয়েস অব লয়ার্সের (বাংলাদেশ) প্রধান সমন্বয়ক আশরাফ-উজ-জামান আমার দেশকে বলেন, আবুল সরকারের কটূক্তি স্পষ্টভাবে ধর্ম অবমাননা। এটি দণ্ডবিধি ২৯৫/এ অনুযায়ী একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাকে যেকোনো সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেপ্তার করতে পারত। সেটি তদন্ত চলার আগে হোক কিংবা পরে; এমনকি তদন্ত চলাকালীনও তাকে গ্রেপ্তার করা যেত। গত ২৩ নভেম্বর আবুল সরকারের শাস্তির দাবিতে জেলার সর্বস্তরের আলেম-ওলামা ও ধর্মপ্রাণ মুছল্লীগণ বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহীদ রফিক সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিজয় মেলার মাঠের সামনে সমবেত হয়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

বিশ্বে প্রতি ১০ মিনিটে ঘনিষ্ঠজনের হাতে এক নারী খুন: জাতিসংঘ

গত ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. (সোমবার) জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এ উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক কার্যালয় এবং জাতিসংঘ নারী সংস্থা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূলে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত বছর ২০২৪ সালে প্রায় ৫০ হাজার নারী ও মেয়েকে তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বা পরিবারের সদস্যরা হত্যা করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিশ্বজুড়ে নিহত ৬০ শতাংশ নারীকে তার সঙ্গী বা আত্মীয় যেমন বাবা, চাচা, মা এবং ভাইদের হাতে নিহত হয়েছে। যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি ১১ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১১৭টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, প্রতি বছর ৫০ হাজার নারী, অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ১৩৭ জন এবং প্রতি ১০ মিনিটে একজন নারী নিহত হয়।

মুসলিম বিশ্ব

৭০ বছর বয়সে হাফেয হলেন সঊদী নারী

সঊদী আরবের বাহা অঞ্চলে হামদাহ আল-গামেদী নামে এক নারী ৭০ বছর বয়সে কুরআন হিফয সম্পন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ফলাহি সংস্থা তরতীল—এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আঞ্চলিক হালকাতুত তাহফীয আল-কুরআন কেন্দ্রের সহযোগিতায় হিফয সম্পন্ন করেন তিনি। তবে এজন্য তার চেষ্টা

www.al-itisam.com

করতে হয় দুই দশক (২০ বছর)। সংবাদমাধ্যম আখবার ২৪-এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, পারিবারিক দায়িত্ব, বয়সজনিত শারীরিক সমস্যা ও নানামুখী ব্যস্ততা সত্ত্বেও দীর্ঘদিনের আগ্রহ ও অধ্যবসায়ই তাকে লক্ষ্যপূরণে সফল করেছে। এ উপলক্ষ্যে হিফয কেন্দ্র তার সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানও আয়োজন করে। হাফেযার শিক্ষিকা বলেন, হামদাহ আল-গামেদী সত্যিকারের এক উদাহরণ।

নিশানায় গাযাবাসী: মৃত্যুদণ্ড বিলের পথে ইসরাঈল

১২ নভেম্বর, ২০২৫ (বুধবার) আল-জাজিরা জানায়, ইসরাঈল 'সন্ত্রাসবাদে মৃত্যুদণ্ড' চালুর লক্ষ্যে একটি বিতর্কিত বিল পার্লামেন্টে প্রথম পাঠে অনুমোদন পেয়েছে। সোমবার ১২০ সদস্যের নেসেট–এ বিলটি উত্থাপন করেন কট্টর ডানপন্থি জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গাভির। ভোটে বিলটির পক্ষে ৩৯ এবং বিপক্ষে ১৬ ভোট পড়ে, যা সরকারের সমর্থনের ইঙ্গিত দেয়—বিশেষত প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু–এর নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের।

বিলের খসড়ায় বলা হয়েছে, জাতিগত বিদ্বেষ বা ইসরাঈল ও ইয়াহূদী জনগণের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। তবে আইনে পরিণত হতে হলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠেও বিলটি পাস করতে হবে।

এর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় হামাস একে দখলদার শক্তির 'ফ্যাসিবাদী চেহারার প্রতিচ্ছবি' আখ্যা দিয়েছে। একইসঙ্গে ফিলিস্তীনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটিকে ফিলিস্তীনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরাঈলের চরমপন্থা ও অপরাধপ্রবণতার নতুন প্রকাশ বলে নিন্দা জানিয়েছে।

প্রজন্মভিত্তিক তামাক নিষিদ্ধ করল মালদ্বীপ

মালদ্বীপ সরকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত শনিবার (১ নভেম্বর ২০২৫) মালদ্বীপের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে, নতুন আইনের আওতায় ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্মগ্রহণকারী কেউ আজীবন তামাকজাত পণ্য ক্রয়, ব্যবহার বা বিক্রি করতে পারবে না।

মন্ত্রণালয় জানায়, গত মে মাসে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুইজ্জু এই আইনে অনুমোদন দেন। এর লক্ষ্য—'তামাকমুক্ত প্রজন্ম' গড়ে তোলা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

এই সিদ্ধান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিষেধাজ্ঞা সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। খুচরা বিক্রেতাদের তামাক বিক্রির আগে ক্রেতার বয়স যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভ্যাপিং ও ই-সিগারেটের ক্ষেত্রেও মালদ্বীপ বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞাগুলোর একটি বাস্তবায়ন করেছে—সব বয়সের মানুষের জন্য এসব পণ্যের আমদানি, বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

একটি রক্ত পরীক্ষায় শনাক্ত হতে পারে ৫০টিরও বেশি ধরনের ক্যান্সার

একটি আধুনিক রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ৫০টিরও বেশি ধরনের ক্যান্সার আগেভাগে শনাক্ত করা সম্ভব—এমনটাই উঠে এসেছে উত্তর আমেরিকায় পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায়। GRAIL পরিচালিত এই পরীক্ষার নাম Galleri Test।

২৫ হাজার প্রাপ্তবয়স্কের ওপর এক বছরের গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি ১০০ জনে প্রায় ১ জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তাদের মধ্যে ৬২ শতাংশের ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে ক্যান্সার নিশ্চিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শনাক্ত হওয়া অর্ধেকের বেশি ক্যান্সার ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে—যে সময় চিকিৎসা তুলনামূলক সহজ ও নিরাময়ের সম্ভাবনা বেশি।

এই টেস্ট রক্তে ভেসে বেড়ানো টিউমার-উৎপন্ন ডিএনএ শনাক্ত করে ক্যান্সার নির্ণয় করে। গবেষণা দলের প্রধান, ড. নিমা নবাবিজাদেহ (Oregon Health & Science University) জানিয়েছেন, এই পদ্ধতি ভবিষ্যতে ক্যান্সার শনাক্তকরণে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে।

নেগেটিভ ফল পাওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ৯৯ শতাংশের বেশি নির্ভুলভাবে ক্যান্সার না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে এই পরীক্ষা। স্তন, অন্ত্র, ফুসফুস ও জরায়ুমুখ ক্যান্সার শনাক্তের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক দিক হলো—ডিম্বাশয়, লিভার, পাকস্থলী, মূত্রথলি ও অগ্ন্যাশয়ের মতো যেসব ক্যান্সারের নিয়মিত স্ক্রিনিং নেই, সেগুলোর তিন-চতুর্থাংশই এই পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে ১০টির মধ্যে ৯টি ক্ষেত্রে ক্যান্সারের উৎসও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা গেছে।

বর্তমানে যুক্তরাজ্যের NHS পরীক্ষামূলকভাবে এই টেস্ট ব্যবহার করছে। গবেষকরা মনে করছেন, ভবিষ্যতে ক্যান্সার আগেভাগে শনাক্তে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে।

www.al-itisam.com



জামি‘আহ ও দাওয়াহ সংবাদ

জামি‘আহ সংবাদ

আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ: গত ১৩ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. বৃহস্পতিবার আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ শাখায় ‘খতমে বুখারী ও হিফয সমাপনী-২৫’ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বিদায়ী কাফেলা প্রকাশ করে দৃষ্টিনন্দন ও তথ্যনির্ভর ‘আল-হিসবাহ’ এবং ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় দেয়ালিকা ‘তারীখুল ইসলাম’। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়াহ রূপগঞ্জের সম্মানিত প্রিন্সিপাল শায়খ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ এম. এ. এমরান। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন তরুণসমাজের আইকন, অনুপ্রেরণার উৎস ও বাতিঘর আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। প্রধান অতিথি ও সমাপনী দারস প্রদান করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অভিভাবক, অতিথি, শিক্ষক ও ছাত্রদের সরব উপস্থিতি ছিল অনুষ্ঠানটির প্রাণ। বিদায়ী ছাত্রদের কিতাব ও স্মারক ক্রেস্ট উপহার দেওয়া হয়। ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে বিদায়ী ছাত্রদের উপঢৌকন দেওয়া হয়। সভাপতির ভাষণ ও সমাপনী দু‘আ পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

দাওয়াহ সংবাদ

ইবতিসাম ইলাহী যহীরের বাংলাদেশ সফর

আল-ইতিছাম ডেস্ক: অনলবর্ষী বাগ্মী, আপসহীন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী ও শেরে পাকিস্তান আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীররের সুযোগ্য সন্তান বর্তমানে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ইসলামিক স্কলার হাফেয ইঞ্জিনিয়ার আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর সম্প্রতি অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ এবং তার পুত্র শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক-এর সঙ্গে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি মাহফিলে অংশ নেন। এই সফর বাংলাদেশের আহলেহাদীছ অর্থাৎ সালাফী মানহাজের অনুসারীদের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তিনি নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী মাহফিলগুলোতে অংশগ্রহণ করেন—

২৫ই অক্টোবর: নিবরাস স্কুল, মিরপুর ১২, ঢাকা; ২৭ই অক্টোবর: নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ৩১ই অক্টোবর: বড় মাঠ, নীলফামারী; ২রা নভেম্বর: ডাকবাংলো মাঠ, মহাদেবপুর, নওগাঁ; ৪ঠা নভেম্বর: রিয়াজউদ্দিন হাইস্কুল মাঠ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর এবং ৬ ও ৭ নভেম্বর: সালাফী কনফারেন্স, রাজশাহীসহ আরও নানা স্থানে সভা-সেমিনারে অংশ নেন। আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীরের এই সফর মূলত ইলমী আলোচনা এবং ভ্রাতৃত্বের বার্তা বিনিময়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এই মাহফিলে তার পাশে বসে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ অগ্নিঝরা বক্তব্য পেশ করেন। এই মাহফিলের মাধ্যমে দুই দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মধ্যে ইলমী সংযোগ আরও দৃঢ় হয়।

বজ্রকণ্ঠের ওয়ায ও অনুবাদ: বিভিন্ন মাহফিলে দেখা গেছে যে, আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর যখন উর্দূ ভাষায় বক্তব্য রাখছিলেন, তখন শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক তাৎক্ষণিকভাবে তার বক্তব্য বাংলাতে অনুবাদ করে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেন। এটি শ্রোতাদের জন্য ছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, যেখানে তারা সরাসরি শায়খের ইলমী আলোচনা অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

সফরের তাৎপর্য: এই মাহফিলগুলোতে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীরের উপস্থিতি দুটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল— (ক) ইলমী সহযোগিতা: তার উপস্থিতি বাংলাদেশের আলেমদের মধ্যে দ্বীনি জ্ঞান ও দাওয়াহ কাজের প্রতি গভীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

(খ) ঐক্য প্রতিষ্ঠা: আহলেহাদীছ শীর্ষস্থানীয় এই আলেমদের একই মঞ্চে উপস্থিতি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের গুরুত্বকে তুলে ধরে। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ এবং শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক-সহ অন্যান্য আলেমদের সঙ্গে তার যৌথ কার্যক্রম বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এই সফরে তিনি আল্লামা ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

www.al-itisam.com

সওয়াল-জওয়াব

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): হেযবুত তওহীদ এর আক্বীদা জানতে চাই।

-নাসির
জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর: হেযবুত তওহীদ (নামের বানান তাদের ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত) একটি ভ্রান্ত দলের নাম। টাঙ্গাইলের বাসিন্দা বায়েজীদ খান পন্নী নামক এক ব্যক্তি ১৯৯৫ সালে এই দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মনে করেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পরই সমস্ত উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। চৌদ্দশত বছর পর আল্লাহ তাআলা তাকে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা বলে দিয়েছেন। তিনি তাঁর মনোনীত এমাম। তিনি 'এমামুযযামান' তথা যুগের একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামকে 'এসলাম' বলেন। তার ধারণা, আল্লাহর ইশারায় তিনি ইসলামের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা-ই ঠিক; বাকি সব ভুল।

হেযবুত তওহীদের উল্লেখযোগ্য ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো- ১. আল্লাহ, ব্রহ্মা ও গড একই সত্তা *(সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা, পৃ. ০৪)*। ২. বেদ, বাইবেল ও ত্রিপিটক আসমানী কিতাব *(সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা, পৃ. ০৫; এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃ. ১৩৯-১৪০)*। ৩. কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রাজা রামচন্দ্র প্রমুখ ছিলেন আল্লাহর নবী *(সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা, পৃ. ০৫)*। ৪. পন্নী বলেন, যে জীবনব্যবস্থা দ্বীন আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে বার বার পাঠালেন, এর নাম স্রষ্টা নিজে রাখলেন শান্তি, আরবী ভাষায় ইসলাম। ... তাই আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যতবার নবীর মাধ্যমে এই জীবনব্যবস্থা তিনি পাঠালেন, সবগুলির ঐ একই নাম ইসলাম তথা শান্তি। এই হলো সমস্ত ব্যাপারের মূল কথা। দ্বীনের আর বাকি যেটুকু আছে, নামায, রোযা ইত্যাদি হাজারো কাজ, সব আনুষঙ্গিক, গৌণ *(এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃ. ২১)*। ৫. প্রকৃতি, ফেরেশতা ও দেবদেবী একই। *(এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃ. ১৬)*। ৬. জান্নাত লাভের জন্য আমল শর্ত নয় *(মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আক্বীদা, পৃ. ৭)*। ৭. নবী সা. দাড়ি-মোছ সুন্দর করে ছেঁটে রাখতে বলেছেন *(এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃ. ৯২-৯৬)*। ৮. পর্দাপ্রথা নারীদেরকে বন্দি করে রেখেছে (হেযবুত তওহীদের নিজস্ব ওয়েবসাইট: (http://www.hezbuttawheed.org/category/faq/page/4/#collanse5) ৯. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধানদাতা নেই *(মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আক্বীদা: পৃ. ০৭)*। ১০. *ব্যক্তিগত জীবনে তাওহীদ মানা শিরক (এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃ. ১৮৬-১৮৭)*। এছাড়াও তাদের বিভিন্ন কুফরী আক্বীদা রয়েছে। এগুলোর বিবরণ ও খণ্ডন নিয়ে একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল কুফরী আক্বীদা থেকে হেফাযত করুন (দ্রষ্টব্য: হেজবুত তাওহীদ: স্বরূপ বিশ্লেষণ, শাইখ মুশাহিদ আলী)।

প্রশ্ন (২): আদম আলাইহিস সালাম ও শয়তান কি জান্নাত, জাহান্নাম ও আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন? আর শয়তান কি ইবাদত করতে করতে কোনো সময় ফেরেশতাদের সর্দার হয়েছিল— এ ব্যাপারে জানতে চাই।

-মিজানুর রহমান ভূইয়াঁ
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।

উত্তর: পৃথিবীর কেউ আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখেননি। এমনকি আদম আলাইহিস সালাম ও বিতাড়িত শয়তান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না' *(আল-আনআম, ৬/১০৩)*। আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি বললেন, 'তিনি নূর, আমি কীভাবে তাকে দেখব' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৮)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাঁর (আল্লাহর) পর্দা হলো নূর। যদি তিনি সেই পর্দা সরিয়ে দিতেন, তবে তাঁর মুখমণ্ডলের জ্যোতির দীপ্তি তাঁর দৃষ্টিসীমায় যত সৃষ্টি আছে সবকিছুকে পুড়িয়ে দিত' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৯)*। আদম আলাইহিস সালাম ও বিতাড়িত শয়তান জান্নাত স্বচক্ষে দেখেছেন *(আল-আ'রাফ, ৭/২; ত্ব-হা, ২০/১২০)*। তবে জাহান্নাম দেখার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর শয়তান জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে ফেরেশতা ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সে ছিল জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল' *(আল-কাহাফ, ১৮/৫০)*।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৩): সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কি সৃষ্টি করেছেন? কলম নাকি আরশ? দলীলসহ জানাবেন।

-ইব্রাহিম খলিল
রায়পুরা, নরসিংদী।

উত্তর: সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কলম সৃষ্টি করেছেন। উবাদা বিন ছামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে বললেন, লিখো। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কী লিখব? আল্লাহ বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী প্রতিটি বস্তুর তাকদীর লিখো' *(আবূ দাঊদ, হা/৪৭০০; তিরমিযী, হা/৩৩১৯)*। এছাড়াও আরশের কথা উল্লেখ আছে।

প্রশ্ন (৪): হাদীছ অস্বীকারকারীদের বিধান কী এবং তাদের পরিণতি কী হবে?

-নাবীনুর রহমান
রাজবাড়ি।

উত্তর: হাদীছের প্রামাণিকতা কুরআনুল কারীমের একাধিক স্পষ্ট আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾'হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের...' *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾'আর তিনি (রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) মনগড়া কিছু বলেন না। তাঁর কথা অহী-ই হয়ে থাকে, যা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়' *(আন-নাজম, ৫৩/৪)*। সুতরাং হাদীছ অস্বীকার করা মানে আল্লাহর অহীকে অস্বীকার করা, যা স্পষ্ট কুফরী। অতএব, হাদীছ অস্বীকারকারী কাফের সাব্যস্ত হবে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সকল আলেমগণ একমত *(আল-মুসতাদরাক, হা/৮০৬৯; মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ৩/৪২২)*। এ দণ্ড কার্যকর করবে সরকার।

প্রশ্ন (৫): ইসলামবিদ্বেষী বা অমুসলিম লেখকের সাহিত্যের বই পড়া যাবে কি?

-সাবের আলী
রংপুর।

উত্তর: প্রত্যেক মুসলিম যিনি আক্বীদা ও শরীআতের জ্ঞানে পরিপক্ব নন, তার জন্য ইসলামবিদ্বেষী বা অমুসলিম লেখকের সাহিত্যের বই পড়া থেকে বিরত থাকা উচিত। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগান্বিত হলেন, যখন তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে একটি পৃষ্ঠা দেখলেন যাতে তাওরাতের কিছু লেখা ছিল। তিনি বললেন, 'হে ইবনুল খাত্তাব! তুমি কি সন্দেহে পড়ে গেলে? আমি কি তোমাদের কাছে (দ্বীন) পরিষ্কার ও নির্মল অবস্থায় নিয়ে আসিনি? আমার ভাই মূসা যদি আজ জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর পক্ষে আমাকে অনুসরণ করা ছাড়া কোনো পথ থাকত না' *(আহমাদ, হা/১৫১৫৬; দারেমী, হা/৪৪৯)*। তবে আক্বীদা ও শরীআতের জ্ঞানে পরিপক্ব আলেম ও সচেতন ব্যক্তিগণ জরুরী প্রয়োজনে তা পড়তে পারে। যেমন- তাদের সংশয়গুলো রদ করা, জাতিকে তাদের বিভ্রান্তিকর তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৬): শুধু কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী প্রচারের জন্য বিদআতীদের সাথে তাদের মজলিসে বসা বা তাদের দাওয়াতে যাওয়া যাবে কি? যদিও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আমার কোনো মহব্বত নেই, শুধু দাওয়াতের উদ্দেশ্যে?

-ফখরুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: কোনো জায়গায় গিয়ে তাদের কৃষ্টি-কালচার গ্রহণ না করে সঠিক আক্বীদার দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করা যায়। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, যেতে যেতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন একটি মজলিসের কাছে পৌঁছলেন, যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সলুলও ছিল। সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে মজলিসে মুসলিম, মুশরিক, প্রতিমাপূজারী ও ইয়াহূদী সকল প্রকারের লোক ছিল এবং তথায় আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ছিলেন। জন্তুর পদধূলি যখন মজলিসকে আচ্ছন্ন করল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই আপন চাদরে নাক ঢেকে ফেলল। তারপর বলল, আমাদের এখানে ধুলো উড়িয়ো না। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এদেরকে সালাম দিলেন। তারপর বাহন থেকে অবতরণ করলেন, তাদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং তাদের কাছে কুরআন মাজীদ পাঠ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বলল, এই লোকটি! তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তাহলে এর চেয়ে উত্তম কিছুই নেই *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৬৬)*।

প্রশ্ন (৭): দিবস পালন করা শিরক হয় কীভাবে? শিরক তো আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করা। বুঝিয়ে বলে বাধিত করবেন।

-আ. সাত্তার
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: যদি কোনো দিবস কল্যাণ বা বরকত মনে করে পালন করা হয়, তাহলে তা শিরক হবে। আর যদি সাধারণভাবে পালন করে, তাহলে তা হারাম হবে। কারণ মুসলিমদের জন্য পালনীয় ও উদযাপনযোগ্য দিবস দুটি- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এর বাইরে কোনো দিবস আবিষ্কার করে সেটা পালন ও উদযাপন করা হারাম। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কেউ আমাদের এ শরীআতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ, ৩/৮৮-৮৯)*।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৮): একজন ব্যক্তি আমাদের 'জিন আছে কি-না' তা পরীক্ষা করে বলেছেন যে, আমাদের জিন নেই, শুধু তদবিরের অভাব আছে। তিনি একটি কাগজ দিয়েছেন যেখানে আল্লাহর নাম লেখা এবং সেখানে আমার নাম, আমার স্ত্রীর নাম ও আমার এজেন্সির নাম লিখতে বলেছেন। তারপর ফজরে কিছু দু'আ পড়তে বলেছেন। এই ধরনের কাগজে নাম লিখা ও এ নির্দেশনা মানা কি শরীআতসম্মত?

-আফসার
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: প্রথমত, কোনো ব্যক্তির কাছে গিয়ে গায়েবের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না' *(আল-আনআম, ৬/৫৯)*। হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩০; ছহীহুল জামে, হা/৫৯৪০)*। দ্বিতীয়ত, তার কথার প্রতি বিশ্বাস করে এমন কিছু কাগজের মাঝে লেখা যাবে না। কেননা তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৯০৪)*। এমতাবস্থায় শরীআত নির্দেশিত পদ্ধতিতে রুকইয়া করতে পারে এবং কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করবে।

প্রশ্ন (৯): মৃত্যুর পর শাস্তি বা ভালো কাজের প্রতিদান শরীরের উপর হয় নাকি রূহের উপর?

-বাদরুল ইসলাম সাদিক
সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: আল্লাহর শাস্তি ও নেকীর প্রতিদান রূহ ও শরীর উভয়ের উপরই প্রযোজ্য। আবার রূহ শরীর থেকে আলাদা হয়ে একা নেয়ামত ও শাস্তি ভোগ করে এবং শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়েও ভোগ করে *(মাজমূউল ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়্যাহ, ৪/২৮২)*। রূহ ও শরীর উভয়ের উপর শাস্তির দলীল হলো ঐ সমস্ত হাদীছ যাতে ব্যক্তির কবরে শাস্তির কথা এসেছে, সেখানে তাদের রূহ ও শরীরকে আলাদা করে বলা হয়নি *(ছহীহ বুখারী, হা/১৩৩৮)*। আর এককভাবে রূহের নেয়ামত উপভোগ বা শাস্তির আস্বাদনের দলীল হলো রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুমিন ব্যক্তির রূহ একটি পাখির আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষে যুক্ত থাকবে। শেষে উত্থিত হওয়ার দিন তার রূহ তার দেহে ফিরে আসবে' *(ইবনু মাজাহ, হা/৪২৭১)*।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১০): শীতকালে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য গরম পানি দিয়ে ওযূ করলে আমার জ্বর আসে এবং খুব কষ্ট হয়। এ অবস্থায় কি আমি তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারব?

-রুমিউন নাহার
নতুন হাট, জয়পুরহাট।

উত্তর: হ্যাঁ, এমন পরিস্থিতিতে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে, যদি পানি ব্যবহার করলে নিশ্চিত ক্ষতি হয় বা রোগ বাড়ে এবং চিকিৎসা বা অভিজ্ঞতা থেকে তা জানা থাকে। এটি শারঈভাবে স্বীকৃত ও সহজীকরণমূলক বিধান। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না' *(আল-বাকারা, ২/১৯৫)*।

প্রশ্ন (১১): শীতের রাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে গোসল না করে ঘুমালে কি পাপ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এমতাবস্থায় ওযূ করে ঘুমানো সুন্নাত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জুনুবী অবস্থায় (স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর) ঘুমানোর ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তিনি লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২৮৮)*। উল্লেখ্য, ফজরের ছালাত আদায়ের জন্য অবশ্যই গোসল করতে হবে।

ছালাত

প্রশ্ন (১২): সফরের সময় গাড়ির ভিতরে ফরয ছালাত আদায়ের বিধান কী? আর সুন্নাত পড়তে হবে কি?

-মেহেদী হাসান
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর: সফরে যোহর ও আছর একসাথে এবং মাগরীব ও এশা একসাথে পড়া সুন্নাত। যোহরের সময়ে বের হলে আছরকে এগিয়ে নিয়ে যোহরের সাথে পড়ে নিবে আর যোহরের আগেই বের হলে যোহর দেরি করে আছরের সাথে পড়বে। মাগরীব ও এশাও অনুরূপ *(ছহীহ বুখারী, হা/১১০৭)*। ফরয ছালাত সম্ভবপর বাহন থেকে নেমেই পড়তে হবে। সম্ভব না হলে বাহনেই পরবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, আমি দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা যাত্রার সময় রাতে তার বাহনের উপর বসে নফল ছালাত পড়তেন এবং তা পড়ার সময় তিনি কোন দিকে মুখ করতেন তা বিবেচনা করতেন না। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রার সময় তাঁর বাহনের উপর নফল তাসবীহ

www.al-itisam.com

ও বিতর ছালাত পড়তেন, কিন্তু ফরয ছালাত কখনও বাহনের উপর পড়তেন না *(ছহীহ বুখারী, হা/১০৯৮)*। আর সফরে সুন্নাত পড়া লাগবে না; তবে ফজরের সুন্নাত পড়তে হবে *(ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৪)*।

প্রশ্ন (১৩): এক মসজিদের সভাপতি বলেন, মসজিদের আশপাশে সবাই সালাফী নয়, তাই দাওয়াতের হিকমাহ হিসেবে তিনি সালাফী, দেওবন্দী, জামাআতী সবার মাধ্যমে খুৎবা দেওয়ান। কেউ দাঁড়িয়ে খুৎবা দেন, কেউ বসে দেন। এক্ষেত্রে কি সালাফদের নীতি?

-নুমায়রা বিনতে নোবেল
বাইশগাঁও, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর: মসজিদের খুৎবা ইলম গ্রহণের একটি বড় মাধ্যম, যার মাধ্যমে মুসলিমগণ আক্বীদা, আমল, আখলাক পরিবর্তন সাধন করে। এক্ষেত্রে কার থেকে ইলম নেওয়া হচ্ছে, তাকে অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত, যা সালাফদের নীতি। হাদীছে এসেছে, ‘নিশ্চয়ই এই জ্ঞান হলো দ্বীন; সুতরাং তোমরা দেখো কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ’ *(ছহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬)*। সুতরাং ভ্রান্ত আক্বীদাপন্থীদের মাধ্যমে খুৎবা দেওয়ানো যাবে না এবং খুৎবা দাঁড়িয়েই দিতে হবে। এটাই সালাফদের নীতি।

প্রশ্ন (১৪): আমাদের দেশে খুৎবার বইগুলোতে ছানী খুৎবা নামে একটা খুৎবা আছে, যা প্রতি সপ্তাহে মসজিদগুলোতে পাঠ করা হয়। এভাবে খুৎবার বিধান কী?

-আম্মার হোসেন
খুলনা।

উত্তর: ছানী খুৎবা অর্থ দ্বিতীয় খুৎবা। জুমআর ছালাতের পূর্বে দুইটি খুৎবা রয়েছে *(ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬১)*। রাসূল ﷺ-এর খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা, ঈমান, তাওহীদ, রিসালাত, তাক্বওয়ার গুরুত্ব, বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ, সকলের জন্য দু‘আ ইত্যাদি বিষয় থাকত। এগুলো নির্দিষ্ট যিকর-আযকার ছিল না। সুতরাং প্রতি জুমআয় প্রথম বা দ্বিতীয় খুৎবায় একই আরবী বাক্যসমূহ পাঠ করা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (১৫): ছালাতের সময় কিছু মুছল্লী জোরে সূরা বা অন্যান্য দু‘আ পাঠ করেন, যার ফলে পাশে থাকা মুছল্লীর সূরা বা অন্যান্য দু‘আ পাঠ অথবা মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে শরীআত কী বলে?

-রাশেদুল ইসলাম
গুলশান, ঢাকা

উত্তর: মসজিদে ছালাতের সময় মুছল্লীর জন্য সুন্নাত হলো নিজের সূরা পাঠ, অন্যান্য যিকির ও দু‘আ নরম স্বরে গোপনে (ইখফা) করা, কারণ জোরে পড়ার বৈধ কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়া জোরে পড়লে পাশের মুছল্লীদের মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় *(শায়খ বিন বায রহিমাহুল্লাহ-এর মাজমূউ ফাতাওয়া ও প্রবন্ধ থেকে, খণ্ড ১১, পৃ. ২৩৭)*।

প্রশ্ন (১৬): নফল বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার সময় জায়গা স্বল্পতার কারণে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে কি?

-রিফাত মোল্লা
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর: জামাআতে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো নারী দাঁড়াবে পুরুষের পেছনে *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৮০)*। কিন্তু একাকী ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়ালে কোনো সমস্যা নেই *(আল-মুগনী, ২/১৫৮)*।

প্রশ্ন (১৭): ছালাত আদায়ের সময় শীতের কারণে মুখে মাফলার দিয়ে বা চাদর দিয়ে ঢেকে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি? আর চাদরের নিচে হাত বাঁধতে হবে নাকি চাদরের উপরে?

-হেলাল
ঢাকা।

উত্তর: সাধারণ অবস্থায় মুখ ঢেকে ছালাত আদায় করা নিষেধ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ছালাতে মুখ ঢাকতে নিষেধ করেছেন *(আবূ দাঊদ, হা/৬৪৩)*। ছালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার কথা হাদীছে এসেছে *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৪০)*। এক্ষেত্রে মুছল্লীর স্বাধীনতা আছে, চাইলে চাদরের উপরে হাত বাঁধবে অথবা নিচে বাঁধবে।

প্রশ্ন (১৮): আমার আছরের ছালাত কাযা হয়েছে, আমি মসজিদে ঢুকে দেখি মাগরিবের জামাআত শুরু হয়ে গেছে। এখন আমি কি আছরের ছালাতের নিয়্যত করতে পারব? দলীলসহ জানাবেন।

-রবিউল ইসলাম
বগুড়া।

উত্তর: মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি দেখা যায় যে, মাগরিবের জামাআত শুরু হয়েছে, তাহলে মাগরিবের ছালাতের নিয়্যতে জামাআতে শরীক হবে। আর আছর পরে কাযা আদায় করবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, ‘যখন (ফরয) ছালাতের ইকামত হয়ে যায়, তখন ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোনো ছালাত নেই’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/৭১০)*।

প্রশ্ন (১৯): গ্রাম অঞ্চলের মহিলারা শরীরে তাবীয, গাছের শেকড় ইত্যাদি বেঁধে রাখে। প্রশ্ন হলো এসব নিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত কবুল হবে কি?

মিজানুর রহমান ভূইয়াঁ-
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।

www.al-itisam.com

উত্তর: বর্তমানে তাবীয নামে যে সকল বস্তু গলায় ঝুলিয়ে বা হাতে বেঁধে রাখা হয়, এগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত *(আবূ দাঊদ, হা/৩৮৮৩)*। গাছের শেকড় বেঁধে রাখায় কোনো চিকিৎসা নেই। সুতরাং চিকিৎসার নিয়্যতে গাছের শেকড় বাঁধলেও সেটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে *(কিতাবুত তাওহীদ, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩১)*। শিরক করলে আমলসমূহ বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি আপনি শিরক করেন, তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত' *(আয-যুমার, ৩৯/৬৫)*। করণীয় হলো, দ্রুত তওবা করে এসব শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসতে হবে, তাহলে ছালাত কবুল হবে, ইন-শা-আল্লাহ!

প্রশ্ন (২০): কুরআন মাজীদ পড়ার সময় আমরা যেখানে সিজদা পাই, সেখানে কীভাবে সিজদা দিতে হবে? দাঁড়িয়ে নাকি বসে সিজদা দিতে হবে? এবং কয়টি সিজদা দিতে হবে? এর জন্য কোনো দু'আ আছে কি?

-ইদ্রিস বাবু
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: সিজদার আয়াত পাঠ করলে বা শুনলে সিজদা দেওয়া সুন্নাত। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমরা তাঁর নিকট থাকতাম, তখন তিনি সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজদা করতাম। এতে এত ভিড় হতো যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সিজদা করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না *(ছহীহ বুখারী, হা/১০৭৬)*। এই সিজদার নিয়ম হলো, যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় প্রথমে তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে। অতঃপর সিজদার দু'আ পড়বে এবং পুনরায় তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে। একটি সিজদা দিতে হবে, এর আগে বা পরে আলাদা কোনো বিধান নেই। এর জন্য ওযূও শর্ত নয়। আর সিজদায় গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা করতেন এবং সিজদাতে বারবার বলতেন, سَجَدَ وَجْهِي لِلذي خَلَقَه وشَقَّ سَمْعَه وبَصَرَه بحوله وقُوَّته **উচ্চারণ:** সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়া শাক্কা সাম্‌আহু ওয়া বাছারহু, বি-হাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী। **অর্থ:** 'আমার চেহারা সিজদা করছে সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তি বলে এতে কর্ণ ও চক্ষু সন্নিবেশ করেছেন' *(আবূ দাঊদ, হা/১৪১৪)*।

যাকাত

প্রশ্ন (২১): পেঁয়াজ, রসুন, ভুট্টা ও ধান (সেচ দিয়ে উৎপাদিত) এর ওশরের বিধান কী?

-মো. রুবেল মণ্ডল
বাকিগঞ্জ, ফরিদপুর।

উত্তর: যেসব ফসল জমিতে উৎপন্ন হয়ে মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তা ওযন ও গুদামজাত করা যায়, সে সকল ফসলেই কেবল ওশর ফরয। যেমন- ধান, ভুট্টা। আর শাক-সবজি বা কাঁচা মালের কোনো ওশর নেই। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শাক-সবজিতে কোনো যাকাত (ওশর) নেই' (মুসনাদে বাযযার, হা/৯৪০; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৭১৮৫)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানিতে উৎপন্ন ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের ওশর (১০ ভাগের এক ভাগ) এবং সেচ পানিতে হলে অর্ধ-ওশর (২০ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৪৮৩)*। সুতরাং সেচ দিয়ে উৎপাদিত ধান আর ভুট্টায় ২০ মণে ১ মণ ওশর দিতে হবে। আর পেঁয়াজ, রসুনে কোনো ওশর নেই।

প্রশ্ন (২২): কারো যদি ঋণ থাকে এবং সে আল্লাহর রাস্তায় দান-ছাদাকা করে, তাহলে তার দান কবুল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: দান একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা ধনী-গরীব সবাই করতে পারে। ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দান কবুল হবে না, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় সাধারণ দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! উত্তম ছাদাকা কী? তিনি বললেন, 'অর্থের প্রতি লোভ থাকাকালে সুস্থ অবস্থায় তোমার দান করা, যখন তুমি দারিদ্র্যের ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখ' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৩৫৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩২)*। অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান সর্বোত্তম? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'গরীবের কষ্টের দান' *(আবূ দাঊদ, হা/১৬৭৭; মিশকাত, হা/১৯৩৮)*। তবে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি দানের চেয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই যদি কারো উপর ঋণের বোঝা থাকে এবং তার নিকট ঋণ পরিশোধযোগ্য অর্থের বেশি অর্থ না থাকে বা ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসে, তাহলে এমন ব্যক্তি টাল-বাহানা না করে আগে ঋণ পরিশোধ করবে। কেননা এমন ব্যক্তিকে দান না করে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

www.al-itisam.com

‘স্বচ্ছলতা ব্যতীত ছাদাক্বা নেই’ *(ছহীহ বুখারী, অধ্যায় ৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭১৫৫)*। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ পূর্বোক্ত হাদীছ দ্বারা অধ্যায় রচনা করে বলেন, যে ব্যক্তি ছাদাকা করতে চায়, অথচ সে নিজেই দরিদ্র বা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্ত অথবা সে ঋণগ্রস্ত, এ অবস্থায় তার জন্য ছাদাকা করা, গোলাম আযাদ করা ও দান করার চেয়ে ঋণ পরিশোধ করা অধিক কর্তব্য *(ছহীহ বুখারী, অধ্যায় ১৭)*।

হজ্জ

প্রশ্ন (২৩): আমার মা (বয়স ৭৫), স্ত্রী, বোন ও দুই মেয়ে (বয়স ১৮ ও ১৪+) ২০২৪ সালের জুন মাসে হজ্জ করেছেন। সে বছর প্রচণ্ড গরম থাকায় আমার মা ও দুই মেয়ে ১ম ও ৩য় দিনের জামারায় পাথর নিক্ষেপ করতে পারেননি। তাদের পক্ষ থেকে আমি ও আমার স্ত্রী পাথর নিক্ষেপ করেছি। এটা কি শরীআতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, নাকি আমাদের ‘দম’ দিতে হবে?

-মীর মুবাশশির
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর: শরীআতে ওযরের কারণে অন্যের পক্ষ থেকে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা বৈধ। প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিটি শরীআতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে ‘দম’ দিতে হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৭৮; ছহীহ বুখারী, হা/৬৯; আবূ দাঊদ, হা/১৯৭৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, খণ্ড ১১, পৃ. ২৮৬; মাজমূউ ফাতাওয়া বিন বায, ১৬/৮৬)*।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২৪): আমি একজন সিএনজি চালক। দিনের বেলায় যে জায়গার ভাড়া ২০ টাকা রাতের বেলায় সে একই জায়গায় অনেক চালক ৪০ টাকা নিয়ে থাকে। এই রকম রাতে ভাড়া বাড়ানো কি জায়েয?

-সজীব বিন কামাল
বাইশগাঁও, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর: পরিবেশ-পরিস্থিতিতে রাতে ভাড়া বাড়ানো যায়, যদি উভয় পক্ষ পরস্পর সন্তুষ্ট হয়ে এতে রাজি হয়। তবে এমন পরিমাণ বাড়ানো উচিত নয়, যাতে যাত্রীর উপর যুলম হয়। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে বিক্রি করার সময়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকে, কেনার সময়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকে আর পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রেও সহনশীল ও সহজ হয়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/২০৭৬)*।

প্রশ্ন (২৫): মসজিদের মাইকে মৃত্যু সংবাদ বা জরুরী কোনো সংবাদ প্রচার করা যাবে কি?

-হাসান
কুষ্টিয়া।

উত্তর: চিৎকার করে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা জাহেলী নীতি, যা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮)*। এ কারণে মসজিদের মাইকে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা জায়েয নয় *(তিরমিযী, হা/৯৮৬)*। জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে লোকদেরকে কারো মৃত্যু সম্পর্কে মৌখিক বা লিখিতভাবে অবহিত করা যাবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১২৪৫)*। জরুরী সংবাদ প্রচারের জন্য একাধিক মাধ্যম বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে মসজিদের মাইক ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত *(ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৮)*।

প্রশ্ন (২৬): আমাদের দিকে খেজুর গাছ ও তাল গাছের রস পাওয়া যায়। এগুলো খাওয়া যাবে কি?

-শোআইব
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: মাদকতা না আসা পর্যন্ত উক্ত গাছের রস পান করা জায়েয। মাদকতা এসে গেলে হারাম *(ছহীহ মুসলিম, হা/২০০১)*।

প্রশ্ন (২৭): শিশুরা বর্তমানে প্রচুর কার্টুন দেখে। এসব কার্টুন দেখা কি জায়েয? এক্ষেত্রে বাবা-মায়ের করণীয় কী?

-হেলাল মিঞা
ঢাকা।

উত্তর: বাচ্চাকে কার্টুন দেখানো জায়েয নয়। কার্টুনে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। যেখানে প্রাণীর ছবি সাধারণভাবে উপস্থাপন করা অতীব প্রয়োজন ছাড়া জায়েয নয়; সেখানে এগুলো বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা আরও জঘন্যভাবে নাজায়েয হবে *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫১)*। পিতামাতার করণীয় হলো বাচ্চাকে মোবাইল বা টিভি থেকে দূরে রাখা, প্রাণীর মূর্তি বা ছবিবিহীন খেলনা খেলতে দেওয়া এবং বাড়ির বাইরে মাঠে সাধারণ খেলাধুলার ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি নিজেরাও অতীব প্রয়োজন ছাড়া বাচ্চার সামনে মোবাইল ব্যবহার না করা।

প্রশ্ন (২৮): আমি একজন ছাত্র এবং আমি রাশিয়াতে থাকি। এখানে একটি ডেলিভারি কোম্পানিতে ফুড ডেলিভারি করতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো আমি যে মুরগি বা মাংস ডেলিভারি দিব তা তারা হালালভাবে যবেহ করে না। এই পরিস্থিতিতে আমার জন্য এমন খাবার ডেলিভারি করা বা খাওয়া কি শরীআত অনুযায়ী বৈধ হবে?

-মেহেদী
রাশিয়া।

www.al-itisam.com

উত্তর: হারাম কোনো পণ্য, যেমন- মদ, শূকর ইত্যাদি ডেলিভারি দেওয়া যাবে না এবং এর উপার্জনও হালাল হবে না। কেননা এতে হারাম কাজে সহায়তা করা হবে, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। তবে পণ্য হালাল হলে ডেলিভারির কাজ করা যাবে।

প্রশ্ন (২৯): আমরা যারা ফ্রিল্যান্সিং করি, বিশেষ করে ফেসবুক ও গুগল অ্যাডস নিয়ে। অনেক ক্লায়েন্টের কাজ করার সময় দেখা যায়, তাদের ওয়েবসাইটে এমন কিছু ছবি দেওয়া থাকে (যেমন- নারীদের শর্ট টি-শার্ট অ্যান্ড শর্ট প্যান্ট পড়া, ওদের কালচারে যেসব ড্রেস পরে বা দেখা যায়) এমন অনেক নারী ক্লায়েন্টও হয়। এই ধরনের কনটেন্ট দিয়ে বিজ্ঞাপন চালানো বা এসব ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করার শারঈ হুকুম কী?

-সোহান শেখ
বগুড়া।

উত্তর: নারীর ছবি ব্যবহার করা বা নারীদের দিয়ে বিজ্ঞাপন করা ইসলামে জায়েয নয়। কেননা নারীর সৌন্দর্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করা হারাম। আর নারীদের শর্ট টি-শার্ট এবং শর্ট প্যান্ট পড়া অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত, যদিও এটা তাদের কালচার। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(আন-নূর, ২৪/১৯)*। আর ফেতনার সম্ভাবনা না থাকলে এবং শালীন পোশাক পড়া থাকলে, মহিলা মালিকের কোনো বৈধ কাজ অর্থের বিনিময়ে করা যায়।

প্রশ্ন (৩০): অমুসলিমদের পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনো মুসলিম জনপ্রতিনিধি (মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি) কি অংশগ্রহণ বা উদ্বোধন করতে পারে?

-আ. হাসীব
ঢাকা।

উত্তর: অমুসলিমদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ। কেননা এ ধরনের কাজে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে অমুসলিমদের শিরকী কর্মকাণ্ড ও বাতিল ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থনের ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। রাসূল ﷺ বলেন, 'শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু দল মূর্তিপূজা করবে এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে' *(ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৫২)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কা'বা ঘরের ছবিগুলো দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হলো, সে পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করলেন না *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৫২)*। যদি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে, তাহলে যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিকদের) ধর্মীয় অধিকারের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হওয়া যেতে পারে। তবে তাদের পক্ষে কোনো বক্তব্য দেওয়া যাবে না।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩১): ইতালিতে রেস্টুরেন্টে কাজ করার সময় মদের গ্লাস ও শূকরের খাবারের প্লেট ধৌত করতে হয়। এ ধরনের কর্মস্থলে কাজ করা কি হারাম, নাকি শুধু গুনাহ হবে?

-মাহফুজ সরদার
ইতালি।

উত্তর: যেখানে মদের গ্লাস ও শূকরের খাবারের প্লেট ধৌত করতে হয় এধরনের রেস্টুরেন্টে কাজ করা যাবে না। কেননা তাতে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নেক কাজ ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। সুতরাং এমন চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোনো হালাল উপার্জনের মাধ্যমে যুক্ত হতে হবে।

প্রশ্ন (৩২): আমি একটি ব্যাংকের অনুমোদিত এজেন্ট আউটলেট পরিচালনা করি। ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রাহকের টাকা জমা, উত্তোলন ও প্রেরণ সেবা প্রদান করি। এই সেবার বিনিময়ে ব্যাংক আমাকে নির্দিষ্ট কমিশন দেয়। জানতে চাই, এই কমিশন শরীআহ অনুযায়ী হালাল হবে কি-না?

-রানা আহমেদ
টাংগাইল।

উত্তর: সূদী ব্যাংকের যেকোনো ধরনের ইনকাম হারাম ও নিকৃষ্ট পাপ। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক ও তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন আর বলেছেন, 'ওরা সকলেই সমান' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮; তিরমিযী, হা/১২০৬)*। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'সূদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে মাতাকে বিবাহ করা' *(ইবনু মাজাহ, হা/২২৭৪; মিশকাত, হা/২৮২৬, হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৩): ২০ হাজার টাকা ঋণ করে তা দিয়ে আমি একটি মোবাইল কিনেছি। ধার করা টাকা হালাল ছিল। কিন্তু ধার পরিশোধের সময় যদি হারাম উপার্জিত টাকা দিয়ে দিই, তাহলে মোবাইলটি হালাল হবে কি? না হলে করণীয় কী?

-আব্দুল্লাহ
রাজশাহী।

www.al-itisam.com

উত্তর: ঋণ নিয়ে মোবাইল কেনা জায়েয নয়। কেননা ঋণ শুধু পরিবারের রুটি-রুযীর ব্যবস্থা করার জন্য নেওয়া যায়। রাসূল ﷺ সর্বদায় ঋণ থেকে পরিত্রাণ চাইতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ছালাতে এই বলে দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে গুনাহ এবং ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি'। একজন প্রশ্নকারী বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঋণ হতে এত বেশি বেশি পানাহ চান কেন? তিনি জবাব দিলেন, 'মানুষ ঋণগ্রস্ত হলে যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা খেলাফ করে' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৩৯৭)*। ঋণ পরিশোধ ব্যতীত রাসূল ﷺ জানাযা পড়েননি। অতএব, এর কোনো দিকই জায়েয নয়। লোন যদি নিয়েই ফেলে সেক্ষেত্রে হালাল টাকা দিয়েই সেটি পরিশোধ করতে হবে।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৪): বিবাহের ওয়ালীমার সুন্নাতী পদ্ধতি কী? কবে আয়োজন করতে হবে এবং কাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে?

-মাহাবুবা
নাটোর।

উত্তর: বরের পক্ষ থেকে যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয় তাই ওয়ালীমা। ওয়ালীমার জন্য সম্ভবপর ধনী-গরীব সকলকে দাওয়াত দিতে হবে। শুধু ধনীদের নির্দিষ্ট করে দাওয়াত দেওয়া হলে তা হবে নিকৃষ্ট খাদ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাদ্য হলো এমন ওয়ালীমার খাদ্য, যাতে ধনীদের ডাকা হয় আর গরীবদের ছেড়ে দেওয়া হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৫১৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৩২)*। বাসররাত সম্পন্ন হওয়ার পর ওয়ালীমার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে একদিন পরেও করা যায়। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ অধ্যায় রচনা করেছেন, ওয়ালীমার দাওয়াত গ্রহণ করা কর্তব্য, যদি কেউ একাধারে সাত দিন অথবা অনুরূপ অধিক দিন ওয়ালীমার ব্যবস্থা করে। কেননা নবী ﷺ ওয়ালীমার সময় এক বা দুই দিন ধার্য করেননি *(ছহীহ বুখারী, ৭/২৪)*। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ﷺ ছাফিয়্যাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বিবাহ করলেন এবং তার মুক্তিপণ হিসেবে তার মোহর নির্ধারণ করলেন এবং তিন দিন যাবৎ ওয়ালীমা খাওয়ালেন *(মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হা/৩৮৩৪)*। এছাড়া লোক দেখানোর জন্য, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা বা পরস্পরকে বড়াই প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে ওয়ালীমার আয়োজন যেন না করা হয়। অমুসলিমদের ভোজন-আয়োজনের ধরন অনুকরণ করা, অপচয় করা ও যেকোনো হারাম কাজ থেকে সতর্ক থাকতে হবে *(আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)*।

প্রশ্ন (৩৫): আমার বিয়েতে খিরকাচি, আট মংলা, মালা বদল ও থুবড়ার মতো রীতি পালন করা হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এসব করিনি, এসব পছন্দও করি না। আর মুনাজাত করা হয়েছে, কিন্তু আমি হাত তুলিনি। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব রীতিনীতি বা আমার আচরণ কি আমার বিয়ের ছহীহ হওয়ায় কোনো প্রভাব ফেলে? এতে কি আমার পাপ হবে? কুরআন-হাদীছের দলীলসহ জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: বিয়েতে খিরকাচি, আট মংলা, মালা বদল, থুবড়া ইত্যাদি ইসলামে এসব রীতি নেই। এগুলো হিন্দুদের মাঝে প্রচলিত কুসংস্কার। আর যারা কাফের অথবা তাদের ভুল ঐতিহ্যের অনুকরণ করবে, তারা তাদের দলের বলে গণ্য হবে *(আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)*। বিয়েতে এ সকল রীতিনীতির কোনো কারণবশত প্রতিফলন হলেও বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। কারণ বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো— (১) ইজাব-কবুল (২) ওয়ালী (মেয়ের অভিভাবক) এবং (৩) দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী। যদি বর উল্লেখিত পদ্ধতিগুলো নিজে না করে, পছন্দও না করে, বাধ্য হয়ে বা পরিস্থিতির কারণে এগুলো হয়েছে, তাহলে তিনি গুনাহগার নন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না' *(আল-বাকারা, ২/২৮৬)*। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 'ভুলবশত হলেও তোমাদের উপর কোনো গুনাহ নেই, গুনাহ শুধু যা তোমরা ইচ্ছাকৃত কর' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫)*।

প্রশ্ন (৩৬): বিয়ের সময় আমাকে তাফউইযে তালাকের অধিকার দেওয়া হয়েছিল (যদি ভরণপোষণ না দেওয়া হয় বা দাম্পত্য জীবন সুখি না হয়)। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার পর এক ভিডিওতে দেখি মেয়ের পক্ষ থেকে তালাক গ্রহণ করা হচ্ছে। এরপর বারবার আমার মনেও অজান্তে উচ্চারণ হয়, 'আমি তোমার থেকে তালাক গ্রহণ করিলাম'। যেখানে আমার সত্যিকারের ইচ্ছা ছিল না। যদি শর্ত পূরণও হয়ে থাকে, কিন্তু আমি ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, শুধু ওয়াসওয়াসার কারণে এই কথা বলেছি, তখন আমার তালাক কি কার্যকর হয়েছে? আর তাফউইযে তালাকের বিধান কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেওয়ার কোনো বিধান ইসলামে নেই। এ শর্তের ভিত্তিতে বিবাহ সম্পূর্ণ হলে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। বরং ইসলামে খোলা তালাকের বিধান রয়েছে *(ছহীহ বুখারী, হা/৫২৭৩)*।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৩৭): স্বামী কোনো বই বা কাগজ থেকে পড়ে স্ত্রীর সামনে 'তোমাকে তালাক দিলাম' বলে উচ্চারণ করেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য কেবল লেখাটি পড়া বা অনুকরণ করা, বাস্তবে তালাক দেওয়ার নিয়্যত নেই। এমতাবস্থায় কি তালাক হবে? দ্বিতীয়ত, স্ত্রী সন্দেহ করে বলে, আমাদের মনে হয় ডিভোর্স হয়ে গেছে। তখন স্বামী উত্তর দেয়, হুম, আমাদের ডিভোর্স; কিন্তু তার উদ্দেশ্য এটা বুঝানো যে, না, ডিভোর্স হয়নি, শুধু কথার ধরনে এমন বলা। আমাদের কুমিল্লার দিকে এমন ভাষা দিয়ে বুঝায় যে, তালাক হয় নাই। এই অবস্থায় কি তালাক হবে?

-নাহার
কুমিল্লা।

উত্তর: (ক) স্বামী যদি স্ত্রীর সামনে কোনো বই বা কাগজ থেকে বাক্য পাঠ বা অনুকরণের নিয়্যতে বলে, 'তোমাকে তালাক দিলাম' এবং এক্ষেত্রে তালাক প্রদানের নিয়্যত না করে, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে না। তবে নিয়্যতের বিষয়টি স্বামীর নিজেই স্পষ্ট করা আবশ্যক। (খ) স্ত্রী যদি বলে, মনে হয় আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে এবং এর উত্তরে স্বামী বলে, হুম, আমাদের ডিভোর্স, তাহলে স্বামীকে স্পষ্ট করতে হবে যে, সে কি ডিভোর্স সাব্যস্ত করার নিয়্যতে 'হুম' বলেছে, না অস্বীকার করার নিয়্যতে 'হুম' বলেছে। কারণ আমাদের সমাজে উক্ত দুই উদ্দেশ্যে 'হুম' বলার প্রচলন রয়েছে এবং এক্ষেত্রে উচ্চারণের ধরনও দুই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং যদি ডিভোর্স সাব্যস্ত করার নিয়্যতে 'হুম' বলে, তাহলে তা সাব্যস্ত হবে আর যদি ডিভোর্স অস্বীকার করার নিয়্যতে 'হুম' বলে, তাহলে তা সাব্যস্ত হবে না *(ছহীহ বুখারী, হা/০১; আর-রওযুল মুরবি, ১/৫৬৩)*। উল্লেখ্য, তালাক আল্লাহ তাআলার বিধান। আল্লাহ তাআলার কোনো বিধান নিয়ে খেল-তামাশা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ 'আর তোমরা আল্লাহর বিধানসমূহকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ো না' *(আল-বাকারা, ২/২৩১)*।

প্রশ্ন (৩৮): কোনো মেয়ের মাসিক শুরু না হওয়া নাবালিকা অবস্থায় যদি তার পিতা দুই পরিবারের উপস্থিতিতে এবং প্রাপ্তবয়স্কের রেজিস্ট্রি ছাড়া বিয়ে পড়িয়ে দেন, তাহলে কি এটি শরীআহ অনুযায়ী বৈধ? মেয়েটি যেহেতু এখনো শিশু, তাই মেয়ের মতামত নেওয়া আবশ্যক কি? নাকি পিতার অনুমতিই যথেষ্ট? মেয়েটি বড় হলে কি বিবাহকে বাতিল করতে পারবে এবং তা কীভাবে করবে?

-ইমরান
রাজশাহী।

উত্তর: (ক) পিতা তার নাবালিকা কন্যাকে বিয়ে দিলে ইসলামী শরীআত অনুযায়ী বিবাহ শুদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে কন্যার মতামত নেওয়া আবশ্যক নয় *(আত-তালাক, ৬৫/৪; ছহীহ বুখারী, হা/৩৮৯৪; আল-মুগনী, ৭/৪০)*। (খ) উক্ত কন্যা সাবালিকা হওয়ার পর যদি বর্তমান বিবাহে আবদ্ধ থাকতে সম্মত না হয়, তাহলে তার ইখতিয়ার থাকবে বিবাহ বাতিল করার। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, একদা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক যুবতী এসে বলল, তার অসম্মতিতে তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছে। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইখতিয়ার প্রদান করলেন (সে বিয়ে রাখতেও পারে অথবা বিচ্ছেদ ঘটাতেও পারে) *(আবূ দাঊদ, হা/২০৯৬; আল-মুগনী, ৭/৪১)*।

উত্তরাধিকার

প্রশ্ন (৩৯): আমার পিতা মৃত, মাতা জীবিত। আমাদের দশ ভাই-বোনের মধ্যে এক ভাই বিদেশে লোক পাঠানোর কথা বলে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে পলাতক। সে ঢাকায় থাকে। তার কাছ থেকে কোনোভাবে টাকা আদায় করতে না পেরে টাকা দাতারা অন্য ভাইদের উপর মামলা করে। ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং পরে সামাজিকভাবে বিচার করে এক ভাই এই শর্তে উক্ত দেনা পরিশোধ করে যে, টাকার সমপরিমাণ জমি মায়ের অংশ থেকে কিনে নেবে। এভাবে মা কি ঐ ছেলের দেনা পরিশোধের জন্য তার অন্য ছেলের কাছে নিজ অংশের জমি বিক্রয় করতে পারবে এবং ছেলে কি তা কিনতে পারবে? নাকি ওয়ারিছ হিসেবে সকল সন্তানের অনুমতি লাগবে? অনুগ্রহ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-আব্দুল খালেক মাস্টার,
নরেন্দ্রপুর সুজনপাড়া, সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: যে লোক প্রতারণা করে টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে তার কাছ থেকেই সম্ভবপর টাকা আদায় করতে হবে। তার কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ থাকলে তা দিয়ে পরিশোধ করবে *(ফাতির, ৩৫/১৮)*। কোনোভাবেই সম্ভব না হলে বা সে নিখোঁজ হলে, তার মায়ের যে সম্পদ রয়েছে সেখান থেকে তার অংশ দিয়ে পরিশোধ করবে *(আন-নিসা, ৪/১১)*। কোনোটাই সম্ভব না হলে আছাবা সূত্রের ভিত্তিতে তার ভাইদের কাছে দাবি করা যায় *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৮২; ইবনু মাজাহ, হা/২৬৩৩)*।

প্রশ্ন (৪০): পালক বাবা–মা কি তাদের পালক সন্তানের নামে তাদের সম্পত্তি লিখে দিতে পারে? যদি সম্পদ দিয়েই দেয়, তাহলে তারা কি গুনাহগার হবে?

-আসাদুজ্জামান
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

www.al-itisam.com

উত্তর: পালক পুত্রকে সম্পদ লিখে দেওয়া নাজায়েয, যার ফলাফল জাহান্নাম। সম্পদ ওয়ারিছরাই পারে *(আন-নিসা, ৪/১১)*। তবে লালনপালনকারী ব্যক্তি নিতান্তই সম্পদ দিতে চাইলে এক সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ দিতে পারে। এক-তৃতীয়াংশের বেশি দেওয়া যাবে না (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৬৮)। ওয়ারিছদের বঞ্চিত করে এর চেয়ে বেশি সম্পদ দিলে তা হবে যুলম এবং দাতা গুনাহগার হবে।

আকীকা

প্রশ্ন (৪১): নানার বাড়িতে কি আকীকা দেওয়া যাবে নাকি দাদার বাড়িতেই দিতে হবে? আর দুইটা ছাগলের বেশি আকীকা হিসেবে যবেহ করা যাবে কি?

-মোসলেমা খাতুন
লক্ষীপুর, বারোঘরিয়া, সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: আকীকা দেওয়া সন্তানের পিতার দায়িত্ব। তিনি যে স্থানকে উপযুক্ত মনে করবেন সেই স্থানে আকীকা করবেন, হোক সেটি সন্তানের নানার বাড়ি বা সন্তানের দাদার বাড়ি অথবা সন্তানের পিতার বাড়ি। সন্তান মেয়ে হলে তার পক্ষ থেকে একটি ছাগল এবং সন্তান ছেলে হলে তার পক্ষ থেকে দুটি ছাগল আকীকা দেওয়া সুন্নাত *(আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৪; তিরমিযী, হা/১৫১৬)*। দুটি ছাগলের বেশি আকীকা হিসেবে যবেহ করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মেহমানদের সংখ্যা যদি বেশি হয়, তাহলে গরুর গোসতের ব্যবস্থা করবে।

নারী বিষয়ক

প্রশ্ন (৪২): মৃত্যুর পর মহিলাদের কীভাবে গোসল দিতে হবে? কাফনের কাপড় কীভাবে পরাতে হয় এবং কয়টি কাপড়ের অংশ লাগবে?

-রুকু
রহমাননগর, বগুড়া সদর।

উত্তর: (ক) মৃত নারীকে গোসল করানোর পদ্ধতি হলো, প্রথমে গোসলের স্থান নির্ধারণ করে সেটা পর্দাবৃত করবে। এরপর শরীরে থাকা কাপড় খুলে ফেলবে, তবে সতরের অঙ্গগুলো (নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত) কোনো কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। গোসলের দায়িত্বে থাকা নারীরাও সতরের অঙ্গগুলো খোলার সময় দৃষ্টি অবনত রাখবে। গোসল করানোর পূর্বে ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১২৫৫)*। এরপর বরই পাতা মিশ্রিত পানির ব্যবস্থা করবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১২৫৩)* এবং তা দিয়ে শরীরের ডান পার্শ্ব ধৌত করবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১২৫৫)*, এরপর বাম পার্শ্ব ধৌত করবে। এভাবে তিন বার ধৌত করবে। তবে প্রয়োজন হলে পাঁচ বার বা এরচেয়ে বেশি বার ধৌত করা যাবে। এক্ষেত্রে সর্বশেষ বার ধৌত করার সময় কর্পূর (এক ধরনের সুগন্ধি) ব্যবহার করবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১২৫৩)*। গোসল শেষে মৃত নারীর চুলগুলো তিনভাগে ভাগ করে বেণি বানিয়ে পিঠের দিকে রেখে দিবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১২৬৩)*। (খ) মৃত নারীকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে। প্রথম কাপড় (যেটাকে ইযার বলা হয়) দিয়ে সতর এবং সতরের আশেপাশের জায়গা ঢাকবে। দ্বিতীয় কাপড় (যাকে কামীস বলা হয়) দ্বারা পুরো শরীরের উপরিভাগ এবং নিচের অংশ ঢাকবে। তৃতীয় কাপড় (যাকে খিমার বলা হয়) দ্বারা মাথা ও এর আশেপাশের জায়গা ঢাকবে।

প্রশ্ন (৪৩): স্ত্রী স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। শুধু অন্য কারো দেখে খোঁটা দেয়। স্বামীকে প্রচুর মানসিক চাপ দেয়। কারণবশত তালাকও দিতে পারে না। এমন মহিলাদের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? এমতাবস্থায় স্বামীর করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা স্ত্রীকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো। তখন (দেখলাম) জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী, যারা কুফরী করে’। এরপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি বললেন, ‘স্বামীর সাথে কুফরী করে (অর্থাৎ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়) এবং (তার) অনুগ্রহগুলো অস্বীকার করে। তুমি যদি কোনো নারীর (অর্থাৎ স্ত্রীর) প্রতি যুগ যুগ ধরে অনুগ্রহ করো, এরপর সে তোমার পক্ষ থেকে সামান্য কোনো কমতি দেখে, তখন সে বলে, আমি তোমার পক্ষ থেকে কখনো কোনো কল্যাণ দেখিনি’ *(ছহীহ বুখারী, হা/২৯)*। স্ত্রী অকৃতজ্ঞ হলে স্বামীর করণীয় হলো, উক্ত হাদীছ দ্বারা তাকে নছীহত করা, জাহান্নামের ভয়াবহতা তুলে ধরা এবং আল্লাহর কাছে তার হেদায়াতের জন্য নিয়মিত দু‘আ করা।

প্রশ্ন (৪৪): ইসলামে নারীদের বহুবিবাহের অনুমতি নেই। পুরুষের বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া আছে। এর হিকমত কী?

-তানযিলা
বরিশাল।

উত্তর: ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী একজন নারী তার স্বামীর অধীনে থাকা অবস্থায় অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু বিধবা বা তালাকপাপ্তা নারীর জন্য অন্য পুরুষকে বিয়ে করার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ‘বহুবিবাহের অনুমতি নেই’ বাক্যটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

www.al-itisam.com

অনুরূপভাবে পুরুষের ‘বহুবিবাহের অনুমতি আছে’ বাক্যটিও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ ইসলাম বিশৃঙ্খলভাবে পুরুষকে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়নি। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যা ও শর্তাবলি রয়েছে। অতঃপর জানা উচিত যে, প্রত্যেক মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানে আল্লাহ তাআলার হিকমত এবং মানুষের কল্যাণ রয়েছে, মানুষের সেটা বুঝে আসুক বা না আসুক। উল্লিখিত বিধানে বাহ্যিকভাবে যে হিকমত বুঝে আসে তা হলো, পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে মুসলিম উম্মাহ, নারীজাতি ও তার নিজের কল্যাণ বিবেচনা করে। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ: যেমন- তাওহীদপন্থী ও মুজাহিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি। নারীজাতির কল্যাণ: যেমন- ১. বর্তমান পৃথিবীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী নারীদের জনসংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি এবং এটা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে, ইন-শা-আল্লাহ! সুতরাং পুরুষ যদি একজন স্ত্রীতে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে অনেক নারী বিবাহবঞ্চিত থাকবে। ২. সমাজে বিধবা, তালাকপাপ্তা ও অসহায় নারীদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। তাই সামর্থ্যবান পুরুষদের এসব নারীদের দায়িত্ব নিতে হবে। পুরুষের কল্যাণ: যেমন- ১. কখনো স্ত্রী গর্ভধারণে অক্ষম হয়ে থাকে, তখন বংশধারা রক্ষার্থে একাধিক বিয়ের প্রয়োজন পড়ে। ২. স্ত্রীর হায়েয, নিফাস বা গর্ভবতী থাকা অবস্থায় স্বামীর যৌনচাহিদা পূরণের প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী থাকলে সমাধান হয়ে যায়। ৩. অনেক পুরুষের যৌনচাহিদা বেশি থাকে। এক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী থাকা উত্তম সমাধান।

অনুরূপভাবে নারীকে স্বামীর অধীনে থাকা অবস্থায় একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়নি মুসলিম উম্মাহ, পুরুষজাতি ও তার নিজের কল্যাণ বিবেচনা করে। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ: যেমন- যেহেতু নারীদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা কম। তাই নারী যদি একাধিক বিয়ে করে, তাহলে অনেক নারী বিবাহবঞ্চিত থাকবে। এতে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে। ফলে অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও জারজ সন্তানের আধিক্যের কারণে মুসলিম উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পুরুষজাতির কল্যাণ: ১. আল্লাহ তাআলা পুরুষদের সৃষ্টি করেছেন গায়রত বা আত্মমর্যাদাবোধ দিয়ে। কোনো সুস্থ রুচির পুরুষ তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে মেনে নিতে পারে না। ২. পুরুষ বিয়ে করে বংশধারা রক্ষার্থে। অথচ স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে জন্ম নেওয়া সন্তানের পিতা নিশ্চিত করা যাবে না। ফলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে, পাশাপাশি সন্তানের দাবি নিয়ে হানাহানি হবে। নারীর কল্যাণ: যেমন- ১. নারীকে আল্লাহ তাআলা এমন মর্যাদাবোধ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে একজন স্বামীর অধীনে থাকা অবস্থায় বহুগামিতা (একাধিক পুরুষের সাথে সম্পর্ক) পছন্দ করে না এবং এটাই বাস্তব। পশ্চিমা সংস্কৃতি লালন করা নারীদের রুচি বিকৃত, তাই তারা পছন্দ করতে পারে। ২. উক্ত বহুগামিতা প্রথমত নারীর এইডস রোগসহ আরও বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরপর সেটা পুরো সমাজে ছড়ায়। এছাড়াও আরও অনেক সমস্যা রয়েছে। এর মূল কারণ একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রতিটি বিধান দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়ার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৫): কোনো এক বক্তা বলেছেন, মুতাওয়াতির হাদীছও যঈফ হয়। মুতাওয়াতির হাদীছ কি যঈফ হয়?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: মুতাওয়াতির হাদীছকে যঈফ বলা- এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকার প্রমাণ হতে পারে বা আক্বীদায় ত্রুটি আছে এমন হতে পারে। কেননা মুতাওয়াতির হাদীছ হলো এমন হাদীছ, যা প্রতিটি যুগে এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সকলের পক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা বা মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব। এই বর্ণনার শৃঙ্খল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একইভাবে থাকে এবং বর্ণনাকারীদের বর্ণনা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান (যেমন দেখা, শোনা ইত্যাদি) এর উপর ভিত্তি করে হয়। সুতরাং মুতাওয়াতির হাদীছ এমন অপরিহার্য ও নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে, যার সত্যতায় একজন মানুষ অবশ্যম্ভাবী দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। তাই এর রাবীদের বিষয়ে অনুসন্ধান না করেই এর ওপর আমল করা ওয়াজিব এবং তা যঈফ হয় না।

প্রশ্ন (৪৬): আমি নিয়্যত করেছিলাম যে, কখনো দাড়ি কাটব না। কিন্তু দাড়ি বড় হয়ে যাওয়ায় পেশাবের সময় অপবিত্রতা লেগে যায়। এ অবস্থায় কি আমি দাড়ি কাটতে বা ছাঁটতে পারব? একজন বলেছেন যে, দাড়ি এক মুষ্টি রাখার বিষয়ে চল্লিশটি ছহীহ হাদীছ রয়েছে— এই দাবি কি সঠিক?

-হানিফ বিন রমিজ উদ্দিন
চট্টগ্রাম।

উত্তর: দাড়ি চেঁছে ফেলা বা কাটা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো এবং দাড়িকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২)*। সুতরাং দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। এক মুষ্টির পর কাটার হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে আছে। তা আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর ব্যক্তিগত আমল ছিল। এটা কেউ আমল হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। কেননা তাতে রাসূল ﷺ-এর কথার বিরোধিতা করা হবে। তবে দাড়ি যদি চলতে ফিরতে, ঘুমাতে, প্রয়োজন পূরণ করতে সমস্যা হয়, তাহলে মাথা থেকে কিছু অংশ কেটে দিতে পারে। আর দাড়ি এক মুষ্টি রাখার বিষয়ে চল্লিশটি ছহীহ হাদীছ থাকার বিষয়টি বানোয়াট।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৪৭): আমি শুনেছি, করযে হাসানা দিলে ছাদাকা করার থেকেও বেশি নেকী হয়। এই কথা কি ঠিক?

-মশিউর রহমান
কুমিল্লা।

উত্তর: জি, একথা সঠিক। আবূ উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার দরজায় একটি লেখা দেখতে পেল যে, ছাদাকার নেকী ১০ গুণ আর করযে হাসানার নেকী ১৮ গুণ' *(শুআবুল ঈমান, হা/৩৫৬৬; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৯০০)*।

প্রশ্ন (৪৮): সারাদিন পাঠ করার জন্য কেন দরূদ বেশি উত্তম? দরূদে ইবরাহীম ছাড়া অন্য এমন কোনো দরূদ আছে কি যা ছোট এবং বারবার পড়া যায়?

-ফাতিমা
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: সর্বোত্তম দরূদ হলো দরূদে ইবরাহীম, যা বিভিন্ন শব্দে হাদীছে এসেছে। এজন্য বড় হলেও বেশি বেশি দরূদে ইবরাহীম-ই পড়া উত্তম এবং এটাই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭০; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৬)*। তবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম আসলে সংক্ষিপ্ত দরূদ হিসেবে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ **উচ্চারণ:** ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলা যায় *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৮)*। ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখ করলে এ বাক্য ব্যবহার করতেন। এজন্য হাদীছ গ্রন্থগুলোতেও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের সাথে 'ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম' যুক্ত করা আছে।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯): ছেলেদের চুল রাখা ও কাটার সুন্নাতী নিয়ম কী?

-সিফাত হোসেন
ধামরাই, ঢাকা।

উত্তর: চুল রাখা ও কাটা আদর্শগত সুন্নাত, পাপ বা নেকীর কাজ নয়। তবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথায় চুল লম্বায় থাকত তিন পদ্ধতিতে- ১. তাঁর কানের লতি পর্যন্ত। ২. কানের লতি ও কাঁধের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ৩. কাঁধ পর্যন্ত। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছাত *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩৮)*। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল তাঁর দুই কান ও কাঁধের মাঝামাঝি ছিল *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩৮)*। আর চুলের যত্ন নিতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার চুল রয়েছে সে যেন তার চুলকে সম্মান করে অর্থাৎ পরিপাটি রাখে' *(আবূ দাঊদ, হা/৪১৬৩)*। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, চুল রাখলে ছোট করতে পারে। আর কেউ মাথা ন্যাড়া করতে চাইলে সম্পূর্ণরূপে মাথা ন্যাড়া করবে। অবশ্য কোনো কারণ ছাড়া মাথা ন্যাড়া না করাই ভালো।

প্রশ্ন (৫০): মোবাইলে কুরআন তেলাওয়াত চলার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেও তেলাওয়াত করি নিজের অনুশীলন বাড়ানোর জন্য। এভাবে তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-ইব্রাহিম খলিল
রায়পুরা, নরসিংদী।

উত্তর: মোবাইলে কুরআন তিলাওয়াত চালু থাকা অবস্থায় নিজে তার অনুসরণ করে কুরআন তেলাওয়াত করতে কোনো বাধা নেই, যদি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার পরে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো ও চুপ থাকো' *(আল-আ'রাফ, ৭/২০৪)*। তবে উত্তম হচ্ছে মোবাইলে কুরআন তেলাওয়াত চালু থাকা অবস্থায় তা শ্রবণ করা, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া। কিন্তু ক্বারীর সাথে সাথে পড়া উচিত নয়। বরং সুন্নাত হলো চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং যা শোনা হচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, যেন প্রতিপালকের কালাম থেকে উপকার নেওয়া যায়। আর যদি কুরআনকে মাশক্ব করে বিশুদ্ধ তেলাওয়াত করার উদ্দেশ্যে ক্বারীর সাথে পরে পরে পড়া হয়, তাহলে তা করা যেতে পারে।

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

www.al-itisam.com

রবিতাতুল মাদারিস আস-সালাফিয়্যাহ

(আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ)-এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ:

জেলা	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	যোগাযোগ	ক্লাস পর্যন্ত
সিরাজগঞ্জ	আল মাদরাসা আস-সালাফিয়্যাহ, কর্নসুতি, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	01717-189084	পঞ্চম
শরীয়তপুর	চরভাগা মালত কান্দি আত- তাকওয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর	01805-119656	তৃতীয়
	আব্দুল হাই দারুস সুন্নাহ সালাফি মাদ্রাসা, রামভদ্রপুর, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর	01712-370267	সপ্তম
লালমনিরহাট	চন্দনপাট মৌলভীপাড়া সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, চন্দনপাট, কমলাবাড়ী, কুমড়ীরহাট, আদিতমারি, লালমনিরহাট	01755-395624	হিফজ
রাজশাহী	মোল্লাপাড়া সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, মোল্লাপাড়া, পুঠিয়া, রাজশাহী	01332-326087	পঞ্চম
	ধাদাশ দারুল কুরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা, বড় ধাদাশ, দুই নাম্বার বেলপুকুর শিক্ষক নার, বানেশ্বর, বেলপুকুর, রাজশাহী	01819-204858	দ্বিতীয়
	দূর্গাপুর সালাফিয়্যাহ মাদরাসা সিংগা, দূর্গাপুর পৌরসভা, দূর্গাপুর, দূর্গাপুর, রাজশাহী	01334-498529	পঞ্চম
	ইক্করা হিফযুল কুরআন সালাফী মাদ্রাসা, বশিরাবাদ, খড়খড়ি, সপুরা, পবা, রাজশাহী	01743-964936	নূরা: হিফজ
রাজবাড়ী	আল-জামিয়াতুল ফোরকান আস-সালাফিয়া মাদ্রাসা, বামনীপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী	01707-162255	সপ্তম
রংপুর	আল-ইখলাছ সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, বুজরুক হাজিপুর মাজের পাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর	01774-314740	পঞ্চম
যশোর	আত-তাকওয়া ইসলামীয়া মাদরাসা, বাঘুটিয়া, অভয়নগর, যশোর	01931-608733	তৃতীয়
মাদারীপুর	ইত্তিবাউস সুন্নাহ মাদরাসা, সম্ভক, শিবচর, মাদারীপুর	01920-037144	সপ্তম
	আত-তাক্বওয়া সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, কাঁচাবালী শোলপুর-মধ্যপাড়া, রাজৈর, মাদারীপুর	01747-998003	পঞ্চম
ময়মনসিংহ	দারুল হিকমা আস সালাফিয়া মাদ্রাসা, কেশবপুর (চেচুয়া), ১নং দুল্লা, চেচুয়াবাজার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	01301-875766	সপ্তম
বাগেরহাট	দক্ষিণ বঙ্গ আল-জামিয়াতুল সালাফিয়্যাহ ও ইয়াতিমখানা,সারুলিয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট	01705-427260	অষ্টম
বগুড়া	উত্তর কালাইহাটা দারুল হাদিস ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা, সোনাতলা, বগুড়া	01714-681999	হিফজ
	বড়পাথার বালিয়াদিঘী মাদরাসাতুল হাদিছ ও ইয়াতিমখানা, বড়পাথার, শাজাহানপুর, বগুড়া	01723-092678	অষ্টম
	বেড়ুঞ্জ মাদিনাতুল উলুম দারুস সুন্নাহ আস-সালাফিয়া নূরানী হাফেজিয়া ক্বওমী মাদরাসা, কামারগাড়ী, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া	01750-532976	তৃতীয়
	দারুল হাদীছ সালাফিয়্যাহ হাফেজিয়া মাদরাসা ও ইয়াতিমখানা, পূর্ব-তেজপাড়া, গাবতলী, বগুড়া	01777-444340	তৃতীয়
	আটমূল সালাফীয়া মাদরাসা, আটমূল, শিবগঞ্জ, বগুড়া	01724-358306	দাও; হাদিস
	তাজবীদুল কুরআন সালাফিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, দীঘলকান্দি, দিঘলকান্দি, দিঘলকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া	01924-543840	অষ্টম
পাবনা	জামিয়া রহমানিয়া সালাফি মাদ্রাসা ও এতিমখানা, ধুলাউড়ী কুঠিপাড়া, হরিপুর, চাটমোহর, পাবনা	01751-541475	প্রথম
পঞ্চগড়	মরহুম মাহাবুবার রহমান নূরানী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা, ধাক্কামারা, মীরগড়, পঞ্চগড়	01745-235632	পঞ্চম
নীলফামারী	দারুল হাদিস মডেল মাদ্রাসা, জলঢাকা, নীলফামারী	01751-114306	অষ্টম
	পশ্চিম গোলমুন্ডা মুন্সিপাড়া মিসবাহুল উলুম সালাফিয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম গোলমুন্ডা, গোলমুন্ডা ১ নাম্বার, গোলমুন্ডা, জলঢাকা, নীলফামারী	01718-558550	অষ্টম
নারায়ণগঞ্জ	মোহাম্মাদিয়া সালাফি মাদ্রাসা, চলারচর, শম্ভপুরা, হোসেনপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ	01886-555519	পঞ্চম
নাটোর	দওয়াতুল ইসলাম সালাফী মাদরাসা, হরিদা খলসী, নলডাঙ্গা, নাটোর	01715-772433	চতুর্থ
	দারুস সুন্নাহ জামি'আহ সালাফীয়্যাহ মাদরাসা, গোপালপুর কলনী, বড়াইগ্রাম, নাটোর	01712-362251	পঞ্চম
নরসিংদী	এলাহী বক্স দারুন নুজুম মাদ্রাসা, কান্দারপাড়া, মাধবদী, নরসিংদী	01916-026858	ষষ্ঠ
নওগাঁ	মিরপুর দারুস সালাফ মাদ্রাসা, মান্দা, নওগাঁ	01706-709840	দ্বিতীয়
	দ্বারিরাপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, দ্বারিয়াপুর, মান্দা, নওগাঁ	01770-398665	নার্সারি
	বাদলঘাটা দক্ষিণপাড়া আশরাফিয়া হাফেজিয়া ও এতিমখানা মাদরাসা,বাদলঘাটা দক্ষিণ পাড়া, মান্দা, নওগাঁ	01756-045708	হিফজ
	দারুস সুন্নাহ ইসলামী কমপ্লেক্স, পাঁচপুর, আত্রাই, নওগাঁ	01710-059515	পঞ্চম
	শীতল উম্মুল কুরা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, শীতলমাঠ, ১১ নং শীতল, শীতল বাজার, পত্নীতলা, নওগাঁ	01741-715437	পঞ্চম

দিনাজপুর	দারুস সুন্নাহ আরাবিয়্যাহ মাদরাসা, রামচন্দ্রপুর, কাহারোল, দিনাজপুর	01712-691868	ষষ্ঠ
	হিদায়াতুল উম্মাহ্ আস-সালাফিয়্যাহ্ ক্যাডেট মাদরাসা, নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর	01767-169756	অষ্টম
	দারুস সুন্নাহ বালিকা সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, উত্তর হরিরামপুর, জোতবানী, একইর, বিরামপুর , দিনাজপুর	01761-653799	পঞ্চম
ঠাকুরগাঁও	কাটাবাড়ী ফাতেমাতুজ জোহরা রাঃ মহিলা হাফেজিয়া মাদ্রাসা, শিরাইল, বৈরচুনা, বৈরচুনা, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও	01734-373572	হিফজ
	যাদুরানী বাইতুল ইসলাহ মাদ্রাসা কমপ্লেক্স, নন্দগাঁও, ২ নং আমগাও, কামারপুকুর, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও	01710-031129	অষ্টম
টাঙ্গাইল	আল আরাবিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, হতেয়া দক্ষিণ কেরানীপাড়া, হতেয়া রাজাবাড়ি, রাজাবাড়ী, সখিপুর, টাঙ্গাইল	01645-889107	তৃতীয়
ঝিনাইদহ	মিফতাহুল কুরআন মাদরাসা, জগদ্বীশপুর, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ	01721-005898	পঞ্চম
	রিয়াদুস স্বলেহীন সালাফী মাদ্রাসা, পার-মথুরাপুর, হরিনাকুন্ডু, ঝিনাইদহ	01725-874689	চতুর্থ
	মুসলাত আল আদ-ওয়ানি হাফিজিয়া মাদরাসা এ্যন্ড নূরাণী কিন্ডার গার্টেন, দয়ারাম পুর, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ	01764-232253	পঞ্চম
জামালপুর	ব্রম্মোত্তর দারুস সুন্নাহ নূরানী ও হাফিজিয়া মাদরাসা, ব্রম্মোত্তর, ইসলামপুর, জামালপুর	019317-11344	চতুর্থ
	হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) মহিলা ক্বওমী মাদরাসা, ঘোড়াধাপ, জামালপুর	01988-240425	পঞ্চম
জয়পুরহাট	গোলাহার সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, গোলাহার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট	01737-744523	পঞ্চম
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বোয়ালিয়া দারুল হুদা ইসলামিয়া মাদ্রাসা, গোমস্তাপুর , চাঁপাইনবাবগঞ্জ	01718-246586	চতুর্থ
	দক্ষিণ মুশরীভুজা বায়তুন নূর সালাফিয়াহ্ পুরুষ ও মহিলা মাদ্রাসা, পুরাতন বারই পাড়া, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	01773-778843	দ্বাদশ
	দারুল উলুম আস সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, উত্তর উজিরপুর, ১১ নং উজিরপুর, বাবুপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	01747-566132	সপ্তম
	কামালপুর দারুস সালাম হাফিজিয়া মাদ্রাসা, কামালপুর, ৩নং দাইপুকুরিয়া, মির্জাপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	01789-163520	হিফজ
চাঁদপুর	দারুল ইসলাম একাডেমী, দক্ষিণ তালতলী, মতলব উত্তর, চাঁদপুর	01898-916111	পঞ্চম
	চাঁদপুর আল ইনসাফ একাডেমী, স্টেডিয়াম রোড, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর	01641-116641	পঞ্চম
গাইবান্ধা	পাঁচপুর জান্নাতুন নাঈম সালাফিয়া হাফিজিয়া ও এতিমখানা মাদরাসা, পাঁচপুর, সাঘাটা, গাইবান্ধা	01723-565395	পঞ্চম
	সালাফিয়্যাহ রহমানিয়্যাহ মাদরাসা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	01736-555647	পঞ্চম
	আল জামিয়া আসসালাফিয়্যাহ ইসলামীয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, কৃষ্ণপুর রওশনবাগ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	01738-353502	ষষ্ঠ
	বাইতুন নুর সালাফিয়্যাহ মডেল মাদ্রাসা, হলদিয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা	01762-762456	পঞ্চম
	উলূমুল কুরআন মহিলা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, ডিমলা পদুমশহর, সাঘাটা, গাইবান্ধা	01786-972426	পঞ্চম
	মারকাযুল উলুম সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা ও এতিমখানা, নশিরার পাড়া, কামালের পাড়া, কামালের পাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা	01751-957243	পঞ্চম
	নাকাই দারুল উলুম সালাফিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা, নাকাই, নাকাই, নাকাইহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা	01316-758955	তৃতীয়
	পলাশবাড়ী আস সালাফিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতিমখানা, হলদিয়া, ৭ নং হলদিয়া, হলদিয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা	01318-091540	পঞ্চম
	হলদিয়া সালাফিয়া মাদরাসা, হলদিয়া, ৭ নং হলদিয়া, হলদিয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা	01920-994899	ষষ্ঠ
কুষ্টিয়া	দারুল কোরআন (ডি.ডি) ক্বওমী মাদ্রাসা, দাড়ের পাড়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	01718-446028	পঞ্চম
	ইকরা মডেল স্কুল, চর বাগুন্দা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	01772-888740	পঞ্চম
কিশোরগঞ্জ	হাজী কফিল উদ্দিন সালাফিয়্যা মাদরাসা, চৌধুরী হাট, মাইজখাপন, আমীরগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	01750-090252	দাও; হাদিস
কক্সবাজার	দারুল হিকমাহ আল ইসলামিয়া সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, করইবুনিয়া চাকবৈঠা, রত্নাপালন, চাকবৈঠা, উখিয়া, কক্সবাজার	01747-306050	পঞ্চম


পৃষ্ঠা: ৪৬৪
মূল্য: ৫৮০/-
ফিকহুল হাদীছ ফাতওয়া সিরিজ
সংকলনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ ফাতওয়া বোর্ড
ফাতওয়া বোর্ড প্রধান : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা: ৪৬৪
মূল্য: ৩২০/-
আল্লাহর পথে যাত্রা
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
মাকতাবাতুস সালাফ
কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত
বইসমূহ
পৃষ্ঠা: ৬৪
মূল্য: ৮০/-
নবাবী দর্পণে আদর্শ শিক্ষক
ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
পৃষ্ঠা: ৩২
মূল্য: ৩০/-
ভিন্নমতের আলেমদের ব্যাপারে সালাফদের আবস্থান
আল হাসান ইসমাঈল
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
০১৪০৭-০২১৮৪৭
MaktabatusSalaf


মুক্তির একমাত্র অবলম্বন!
সালাফী মানহাজের অনুসরণ!
১০ম
সালাফী কনফারেন্স ২০২৬
২৯ ও ৩০
জানুয়ারি, ২০২৬ইং
রোজ: বৃহস্পতি ও শুক্র
সময়: ১ম দিন বাদ আছর হতে
সভাপতি
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
বক্তব্য পেশ করবেন সালাফী মানহাজের অনুসারী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম
স্থান
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাবো, রূপগঞ্জ
নারায়াণগঞ্জ
আয়োজনে
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
ব্যবস্থাপনায়
আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ

2026

১৪৪৭-৪৮ হিজরী

১৪৩২-৩৩ বঙ্গাব্দ

মাসিক

আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

JANUARY

পৌষ-মাঘ ■ রজব-শাবান ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
31					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

FEBRUARY

মাঘ-ফাল্গুন ■ শা'বান-রামাযান ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

MARCH

ফাল্গুন-চৈত্র ■ রামাযান-শাওয়াল ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

APRIL

চৈত্র-বৈশাখ ■ শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

MAY

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ■ যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
30	31					01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

JUNE

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ■ যুলহিজ্জাহ-মুহাররম ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

JULY

আষাঢ়-শ্রাবণ ■ মুহাররম-ছফর ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

AUGUST

শ্রাবণ-ভাদ্র ■ ছফর-রবী: আউ: ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

SEPTEMBER

ভাদ্র-আশ্বিন ■ রবী: আউ: - রবী: আখের ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OCTOBER

আশ্বিন-কার্তিক ■ রবী: আখের - জুমা: উলা ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
31					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

NOVEMBER

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ■ জুমা: উলা - জুমা: আখের ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

DECEMBER

অগ্রহায়ণ-পৌষ ■ জুমা: আখের-রজব ■

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

আল-আমীনিয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪০, ০১৪০৭-০২১৮৪১, ০১৪০৭-০২১৮৩৯

www.al-itisain.com